NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

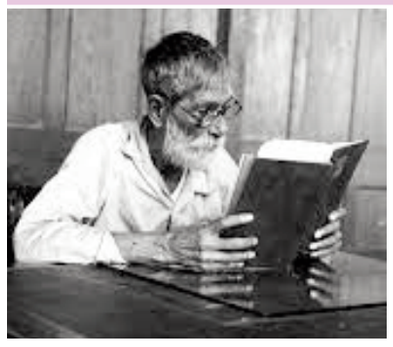

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শুধু চিরস্মরণীয়ই নয়, এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী

বল বদল ঘিরে তুমুল বিতর্ক, তদন্তের দাবি তুলল অজি খেলোয়াড়েরা ৮

কলকাতা ২ অগস্ট ২০২৩ ১৬ শ্রাবণ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 2.8.2023, Vol.17, Issue No.53, 8 Pages, Price 3.00

মাধ্যাকর্ষণ ছিন্ন করে চাঁদের বৃত্তে চন্দ্রযান-৩

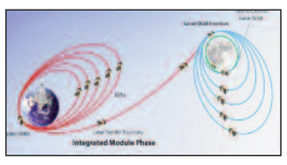

শ্রীহরিকোটা, ১ অগস্ট: পৃথিবীর কক্ষপথে ১৭ দিন থাকার পর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলকে ছিন্ন করে ১ অগস্ট চন্দ্রযান-৩ পাড়ি জমাল চাঁদের কক্ষপথের দিকে। ইসরোর টুইটার হ্যান্ডেল থেকে জানানো হয়, এখনও পর্যন্ত ঠিকভাবেই কাজ করছে চন্দ্রযান-৩। টুইটে লেখা হয়, 'আই অ্যাম ডুইং গ্রেট!' প্রতীকী ছবিটি প্রকাশ করে ইসরো বোঝাতে চায় এখনও পর্যন্ত একেবারে ঠিকভাবেই কাজ করছে চন্দ্রযান-৩। ইসরোর তরফে জানা যাচ্ছে, সোমবার রাতে ট্রান্সলুনার ইনজেকশন পদ্ধতি সঞ্চালনার মাধ্যমে চাঁদের কক্ষপথের দিকে মহাকাশযানটিকে চালু করে দেওয়া হয়। অনেকটা যেন কোনও যাত্রার আগে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ইঞ্জিন গরম করে দেওয়ার মতোই পদ্ধতি। যাতে সেগুলি গতি বাড়িতে দুরন্ত গড়িতে ছুটে যেতে পারে চাঁদের দিকে। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় সোমবার ও মঙ্গলবারের সন্ধিক্ষণে। সোমবার মাঝরাতেই ইসরোর তরফে টুইটে জানানো হয়, চন্দ্রযান-৩ পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণ শেষ করেছে। এবার চাঁদের দিকে যাত্রা শুরু করল। ইসট্র্যাকে একটি সফল পেরিজি-ফায়ারিং সম্পন্ন হয়েছে। একইসঙ্গে ইসরো মহাকাশযানটিকে ট্রান্সলুনার কক্ষপথে ইনজেক্টও করেছে। পাশাপাশি এও জানানো হয়, ৫ অগস্ট ২০২৩ চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করবে চন্দ্রযান-৩। এদিকে ইসরোর তরফ থেকে জানানো হয়, চাঁদের কক্ষপথে পাঠানোর আগে চন্দ্রযান-৩-কে আগে পৃথিবীর মোট পাঁচটি কক্ষপথে ধাপে ধাপে উত্থাপন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পিছনে রয়েছে ইসরো টেলিমেট্রি, ট্র্যাকিং অ্যান্ড কম্যান্ড নেটওয়ার্ক। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, দু'চার দিনে চাঁদে পৌঁছতে তো বিপুল খরচ। যেমনটা আগে এক সপ্তাহের মধ্যেই চাঁদে মহাকাশযান পাঠিয়ে দিতে সমর্থ্য হয়েছিল নাসা। কিন্তু এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল ভারতের তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী রকেট। এদিকে নাসার মতো বিপুল টাকা নেই ইসরোর কাছে। ব্যয়বহুল শক্তিশালী রকেট কেনার সামর্থ্যও তাই নেই। তাই ইসরো একটু অন্যরকম ভেবেছে, বেছে নিয়েছে অন্য পথ। যাকে বলে 'ধীরে চলো নীতি'-ই বাছা হয়েছে। স্লিংশট পদ্ধতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে চন্দ্রযান-৩-এর গতি বাড়িয়ে এটিকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে চাঁদের কক্ষপথের দিকে। বিজ্ঞানের ভাষায় এবার একটি বলে 'হোমান ট্রান্সফার অরবিটস। একেবারে না করে ধাপে ধাপে শক্তি বৃদ্ধি করে এরপর সেটিকে গন্তব্যের দিকে পাঠানো হয়।

দুর্গাপুরের নতুন সিপি

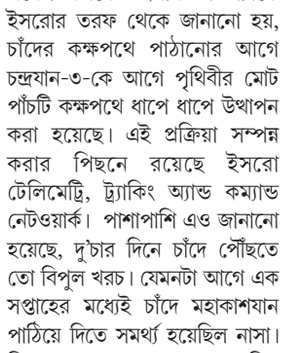

আসানসোল: দুর্গাপুর কমিশনারেটের নতুন সিপি হলেন সুনীল কুমার চৌধুরী। তিনি আইজি সিআই ডি ছিলেন। বর্তমানের সিপি সুধীর কুমার নিলাকান্তমকে বদলি করে রাজ্য পুলিশের ও এসডি পদে এলেন। সংশোধনাগার সার্ভিসে এডিজি সঞ্জয় সিং সশস্ত্র পুলিশের এডিজি হলেন। তাঁর জায়গায় এলেন এসসিআরবি-র এডিজি লক্ষ্মীনারায়ণ মিনা।

নুসরত জাহান আর্থিক প্রতারণায় অভিযুক্ত

ইডিকে নালিশ বিজেপি নেতার, উত্তর মেলেনি সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে নাম উঠে এসেছে তৃণমূলের তারকা সাংসদ নুসরত জাহান। কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে ইডির কাছে অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। তারপর থেকেই এনিয়ে নানা জল্পনা উস্কে উঠেছে। স্বভাবতই নুসরতের প্রতিক্রিয়া পেতে উন্মুখ সকলে। কলকাতা থেকে বসিরহাট, দিল্লি, কোথাও হদিশ নেই তাঁর। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, তিনি আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তবেই এ বিষয়ে মুখ খুলবেন।

টলিউড নায়িকা তথা বসিরহাটের সাংসদের বিরুদ্ধে শঙ্কুদেব পণ্ডার অভিযোগ, কো-অপারেটিভ সিস্টেমের মাধ্যমে ফ্ল্যাট কেনার জন্য মেসার্স সেভেন সেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি কোম্পানিকে ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার করে টাকা দেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, ওই সময় ওই কোম্পানির একজন ডিরেক্টর ছিলেন বর্তমান তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান। এই সংস্থাটি ওড়িশার বলে জানা গিয়েছে। প্রতারিতদের অভিযোগ, তাঁদের বলা হয়েছিল পরবর্তী চার বছরের মধ্যে ফ্ল্যাট তৈরি করে দেওয়া হবে। তবে ২০১৮ সালের পরও ফ্ল্যাট পাননি তাঁরা। এরপর আদালতের দ্বারস্থ হন। পরে আদালতের নির্দেশেই পুলিশ তদন্ত শুরু করে। যদিও প্রতারিতদের আরও দাবি, মোট ৪২৯ জনের কাছ থেকে যে টাকা ওই কোম্পানির অ্যাকাউন্টে গিয়েছিল, তার থেকেই ওই কোম্পানির ডিরেক্টররা ব্যক্তিগত ফ্ল্যাট কেনেন। যার মধ্যে নুসরত জাহানও রয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ২০১৪ সালের ঘটনা, কিন্তু ২০২৩ সালে এসে কেন এই পদক্ষেপ এ প্রসঙ্গে

উত্তরে বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা জানান, 'যে ৫০০ জনের কাছ থেকে তিনি টাকা লুটেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১০০ জনের অন্তত মৃত্যু হয়েছে। বেশিরভাগই সবাই অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। আর কবে তাঁরা বিচার পাবেন? সিনিয়র সিটিজেনদের তো এইটুকু ভরসা দেব।' একইসঙ্গে এও জানান, তাঁর দাবি, যে কোনও মামলার একটা প্রসেস থাকে। ওঁরা প্রথমে গিয়েছিলেন গড়িয়াহাট থানায়। পুলিশ মামলা নেয়নি। এরপর আলিপুর আদালতে গিয়ে মামলা ফাইল করেছে। আদালত বলেছে এফআইআর করতে। এফআইআর হয়, পুলিশ রিপোর্ট জমা দেয়। আলিপুর কোর্টে দুবার সমন ইস্যু হয়। নুসরত যাননি। জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে কলকাতার বাইরে রয়েছেন টলি নায়িকা। ফ্ল্যাটে তালা। এদিকে, সংসদের বাদল অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লিতেও নেই তিনি। একদিনও এই অধিবেশনে তিনি যোগ দেননি। ওদিকে নিজের সংসদীয় কেন্দ্র বসিরহাটে তিনি যাননি অনেকদিন হয়ে গেল। ফোন করা হলে উত্তর দেননি নুসরত। ঘনিষ্ঠ মহলে নাকি নায়িকা জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে যেহেতু ইডির কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তাই তিনি আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেই পদক্ষেপ নেবেন। এদিকে, এনিয়ে মুখে কুলুপ তৃণমূলেরও। সংসদীয় দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'এ বিষয়ে যা বলার ওঁর আইনজীবী বলবেন।'

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। সোমবার দুপুরে ফুসফুসের সিটি স্ক্যান রিপোর্ট দেখে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ভেন্টিলেশন থেকে বার করা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন চিকিৎসকেরা। এরপর ১৯ ঘণ্টা ভেন্টিলেশনের বাইরেই রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ভেন্টিলেশনের বাইরে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির উন্নতি দেখা গিয়েছে। সন্তোষজনক রয়েছে তাঁর হেলথ প্যারামিটার। কোনও রকম সার্পোট ছাড়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট যদি না হয় এবং সংক্রমণ পরিস্থিতি সব কিছু ঠিকঠাক চললে বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে বুদ্ধদেববাবুকে এমনটাই জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ফুসফুসের সংক্রমণ ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসছে। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রাও বেড়েছে। কিন্তু অনেকটাই কম হিমোগ্লোবিনের মাত্রা। সেই কারণেই এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে এক ইউনিট হোল ব্লাড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা। এরপরও হিমোগ্লোবিনের মাত্রা সন্তোষজনক না হলে বুধবার ফের এক ইউনিট রক্ত দেওয়া হবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে।

ফাইল চিত্র

মঙ্গলবার বিকেলে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়, আপাতত স্থিতিশীলই রয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সোমবার তাঁকে ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন থেকে বের করে নিয়ে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। এখনও বাইপ্যাপ সাপোর্টেই রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। আগের থেকে কমেছে শ্বাসকষ্ট। এদিকে সামান্য অবস্থা উন্নতি হতেই বাইপ্যাপ সার্পোট নিতে চাইছেন না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। চিকিৎসকদের কাছে তাঁর অনিচ্ছার কথা জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু, চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, এখনও সেরকম পরিস্থিতি নেই। কিন্তু বুদ্ধবাবুর অনিচ্ছার কারণে চিকিৎসকেরা ভেবে দেখছেন টানা পাঁচ ছয় ঘণ্টা বাইপ্যাপ চালিয়ে তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেওয়া যায় কিনা। সেসময় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি ঠিক থাকলে তাহলেই বাইপ্যাপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকেরা।

অন্যদিকে, রাইলস টিউব দিয়ে তরল খাবার খাওয়ানো হচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। তা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কিন্তু চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, এই মুহূর্তে রাইলস টিউব ছাড়া খাওয়ানোর অবস্থা নেই।

নিম্নচাপ, মঙ্গলবারই প্রবল বৃষ্টি কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অতি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। তার প্রভাবেই মঙ্গল এবং বুধবার ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর ৩টের সময়ই কলকাতায় আঁধার নেমেছিল। কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছিল শহরের আকাশ। ইতিমধ্যেই একপশলা বৃষ্টিতেও ভিজেছে কলকাতার রাজপথ। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, নিম্নচাপের প্রভাবে আরও বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বুধবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার দু'একটি এলাকায়। ভারী বৃষ্টি হতে পারে ঝাড়গ্রাম,

পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান জেলার দু'একটি এলাকাতেও। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। কলকাতায় নিচু এলাকায় জল জমতে পারে বলে আশঙ্কা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে হাওয়ার বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৫৫ কিমি। মঙ্গল এবং বুধবার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

লোকসভায় অবশেষে পেশ বিতর্কিত দিল্লি সার্ভিসেস বিল

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: লোকসভায় পেশ হয়ে গেল বিতর্কিত দিল্লি সার্ভিসেস বিল। মঙ্গলবার বিলটি পেশ করেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। যদিও বিতর্কিত বিলটি সংসদে পেশ করতে দেওয়াতেই আপত্তি জানিয়েছিল বিরোধীরা। অধীর চৌধুরী, শশী থারুর, সৌগত রায়-রা একযোগে দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন কোনও বিষয়ে এভাবে সংসদে বিল আনা যায় না। অধীর চৌধুরী দাবি করেন, এভাবে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অগ্রাহ্য করে একটি রাজ্য নিয়ে সংসদে আইন তৈরি করাটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিপন্থী।

কিন্তু সেই আপত্তি উড়িয়ে দিতে আসরে নামেন খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন,'সংবিধান আমাদের অধিকার দিয়েছে দিল্লি নিয়ে এই সদনে আইন তৈরি করার। তাই এই বিল পেশে কোনও বাধা থাকার কথা নয়।' এরপরই স্পিকার বিল পেশের অনুমতি দেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই বিলটি পেশ করতেই বিরোধীদের হট্টগোলের জেরে অধিবেশন বেলা ৩টে পর্যন্ত মুলতুবি করে দিতে হয়। বুধবার বিলটি নিয়ে আলোচনা হবে সংসদের নিম্নকক্ষে।

১০ অগস্ট জবাব দেবেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: অবশেষে সংসদে বিরোধী জোটের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বিতর্কের দিন স্থির হল। বিজেপির দাবি, অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনা হতে পারে ৮ অগস্ট। আর এই প্রস্তাবের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদে জবাব দেবেন ১০ অগস্ট। মঙ্গলবার লোকসভার বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটির এক বৈঠক ছিল। বৈঠকে অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনার দিনক্ষণ স্থির করার কথা ছিল। সেই বৈঠকে জানানো হয়, এদিন দুপুর দুটোয় লোকসভায় দিল্লি সার্ভিসেস বিল পেশ করা হবে এবং এই বিষয়ে আগামীকাল আলোচনা চায় সরকার। বৈঠকে উপস্থিত বিরোধী দলের নেতারা এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এর প্রতিবাদে বৈঠকের মাত্র ১২ মিনিটের মাথাতেই বৈঠক ত্যাগ করে বেরিয়ে যান। বিরোধীরা ওয়াক আউট করার পরে সরকার পক্ষের নেতাদের সঙ্গে অধ্যক্ষের আলোচনা হয় এবং অনাস্থা প্রস্তাবের দিনক্ষণ স্থির করা হয়।

এরই মধ্যে সরকারের পক্ষে বড়সড় স্বস্তির খবর দিয়েছে নবীন পট্টনায়েকের বিজেডি। ওড়িশার শাসকদল জানিয়ে দিয়েছে, দিল্লি সার্ভিসেস বিল নিয়ে তারা সরকারের পাশেই থাকবে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই নবীন পট্টনায়েককে বিরোধী শিবিরে ভেড়ানোর একটা চেষ্টা করা হয়েছিল। অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিজে নবীনের কাছে আবেদন করেছিলেন এই বিলে সরকারের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু কোনও কিছুতেই কাজের কাজ হল না। শেষ পর্যন্ত মোদিকেই সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী।

মহারাষ্ট্রে ক্রেন ছিড়ে ১৭ শ্রমিকের মৃত্যু

২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা পিএমও'র

মুম্বই, ১ অগস্ট: রেল ব্রিজ তৈরির কাজ চলছিল। আচমকা ১০০ ফুট উপর থেকে ছিড়ে পড়ল ব্রিজ নির্মাণে ব্যবহৃত গার্ডার লঞ্চার মেশিন (বিশেষ ক্রেন)। সেই ক্রেন চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৭ জন শ্রমিকের। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ৩ জন। মঙ্গলবার ভোররাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের থানে এলাকায়। ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। মৃত শ্রমিকদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরও। পাশাপাশি প্রত্যেক মৃত শ্রমিকদের পরিবারপিছু প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ও জখমদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে। পুলিশ সূত্রে খবর, সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের তৃতীয় পর্যায়ের নির্মাণের কাজ চলছে। নির্মাণস্থলেই রয়েছেন বহু শ্রমিক। সেখানেই ব্যবহার করা হচ্ছিল গার্ডার লঞ্চিং মেশিনটি। নির্মীয়মাণ একটি সেতুর উপর বিরাট ক্রেনটি আছড়ে পড়তেই কংক্রিটের স্ল্যাব শ্রমিকদের উপর ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগায় এনডিআরএফ। এদিন ক্রেন দুর্ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। উদ্ধারকাজে নামে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে ধ্বংসাবশেষের নীচে থেকে নির্মাণকর্মীদের উদ্ধার করে উদ্ধারকারী দল। কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক ১৫ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে আরও ২ জনের মৃত্যু হয়।

আজ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্যের পর নতুন উদ্যমে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে নিশানা করতে সক্রিয় হলেন বিরোধী নেতৃত্ব। সংসদে 'ইন্ডিয়া'র ধারাবাহিক বিক্ষোভের পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দ্বারস্থ হচ্ছেন তাঁরা।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য বিরোধী জোটের তরফে রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ চেয়ে আবেদন করেন মঙ্গলবার। রাষ্ট্রপতি মুর্মু সেই আবেদন মেনে 'ইন্ডিয়া'র প্রতিনিধিদলকে আজ সাক্ষাতের জন্য সময় দিয়েছেন।

শনিবার দু'দিনের সফরে হিংসাদীর্ণ মণিপুরে গিয়েছিলেন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র ২১ জন সাংসদ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চেল ওই বিজেপি শাসিত রাজ্যের হিংসা কবলিত কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখেন লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যেরা। কথা বলেন হিংসায় ঘরছাড়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে। রবিবার সকালে মণিপুরের রাজ্যপাল অনসূয়া উইকের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে স্মারকলিপিও তুলে দেন বিরোধী সাংসদরা। শনি এবং রবিবার ছুটির পরে সংসদে নতুন করে মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছে 'ইন্ডিয়া'।

সুপ্রিম কোর্টের তোপে মণিপুর পুলিশ, তলব করা হল ডিজিকে

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: মণিপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। মঙ্গলবার স্পষ্ট ভাষায় এ কথা জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে গত তিন মাসের গোষ্ঠীহিংসার ঘটনাগুলি নিয়ে মণিপুর পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়াকে 'গয়ংগচ্ছ এবং 'অলসতায় ভরা' বলেছে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেপি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ।

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ মঙ্গলবার স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, 'মণিপুর পুলিশ পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়েছে।' গত তিন মাসের হিংসায় রাজ্যজুড়ে ৬,০০০-এর বেশি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। খুন হয়েছেন দেড়শোর বেশি মানুষ। ঘরছাড়ার সংখ্যা ৬০ হাজারের উপর। তবুও গ্রেপ্তারির সংখ্যা 'অত্যন্ত কম' হওয়ায় উষ্মা প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। এ বিষয়ে জবাবদিহি করার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হিংসাদীর্ণ ওই রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশক (ডিজি)-কে তলব করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতির নির্দেশ, সোমবার দুপুর ২টোর মধ্যে সশরীরে হাজির হতে হবে মণিপুর পুলিশের ডিজিকে।

সোমবার শীর্ষ আদালতে দুই নির্যাতিতা জানান সিবিআই বা মণিপুর পুলিশের তদন্তে তাঁদের আস্থা নেই। বিশেষ তদন্তকারী দল গড়ে আদালতের পর্যবেক্ষণে তদন্তের আর্জি জানান তাঁরা। কেন্দ্রের তরফে মণিপুরের

নারী নির্যাতন এবং হিংসার ঘটনার সঙ্গে বাংলার তুলনা টানার চেষ্টা হলেও প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় সোমবার তা নস্যাৎ করে দেন। মঙ্গলবার কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা শীর্ষ আদালতকে জানান, এখনও পর্যন্ত মণিপুরের হিংসাপর্বে মোট ৬,৫২৩টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কঙ্গপোকপি জেলার ভিডিও মামলায় পুলিশ এক নাবালক-সহ সাত জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এর পরেই হিংসার ঘটনাগুলির তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে মণিপুর পুলিশের কড়া সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্ট।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 27/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11489 নং এফিডেভিট বলে Sumanta Banerjee S/o. Debkumar Banerjee ও S. Banerjee S/o. Lt. D. Kr. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 31/07/23 S.D.E.M., চন্দননগর হুগলী কোর্টে 115 নং এফিডেভিট বলে Birendranath Bain ও Dr. Birendranath Bain S/o. Surendra Nath Bain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 31/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11679 নং এফিডেভিট বলে Sreekanto Banerjee S/o. Kartick Chandra Banerjee ও Sreekanta Banerjee S/o. Lt. K. C. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 25/07/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 3918 নং এফিডেভিট বলে আমি Rinku Kumari Shaw W/o. Mantu Shaw ও Rinku Shaw W/o. Mantu Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Aman Kumar Shaw.

নাম-পদবী

গত 01/08/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 05 নং এফিডেভিট বলে Amit Kumar Mondal ও Amit Kr. Mandal S/o. Subhas Chandra Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 01/08/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 04 নং এফিডেভিট বলে Mahadev Taran S/o. Ranjan Kumar Taran ও Mahadeb Taran S/o. R. Taran সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 27/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11488 নং এফিডেভিট বলে আমি Suvendu Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sankar Prosad Chakraborty ও S. Pd. Chakraborty, Sankar Prosad Chakraborti, Sankar Prasad Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, (Somnath Pramanick) S/O (Manoranjan Das), residing at (22/4 Thakurpukur Napit para B.H road Kol-700063), have changed my name to (Som Das) vide affidavit dated (1/07/2023) at (Alipore court)

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. NIT NO- RGP/ 920/ 15thFC TIED (5)/2023-24, visit **www.wbtenders. gov.in** Last date of submission **07.08.23 up to 4p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Judge, Paschim Medinipur
Ref - Act VIII Case No. 12 / 2021
Application U/s 25 of the Guardian and Words Act 1890

Smt. Banya @ Barna Batul Singh ...... Petitioner
-Vs-
Amos Kumar Singh ... Respondnet

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর টাউন থানার অন্তর্গত ওয়ার্ড নং- ৩১ রামনগরের বড় আয়মা, মৌজার সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অধিন দরখাস্তকারিনী তাহার ও আমোশ কুমার সিং এর নাবালিকা কন্যা কুমারী আরুষী সিং কে নিজ রক্ষনাধিনে লইবার প্রার্থনায় অত্র Act VIII Case No. ১২ / ২০২১ নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। উহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং ৩১-৮-২৩ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে স্বয়ং বা উকিল বাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে ।

অনুমত্যানুসারে
Bibhas Mondal
সেরেস্তাদার
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর আদালত
২৫-০৭-২৩

বিজ্ঞপ্তি

তমলুক ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, তমলুক
সাকসেশান কেস নং ৪৪ / ২০২২ সাল

শ্রীমত্যা উমা ভাঙ্গারী,
বয়স ৪৮ বৎসর, পিতা-স্বর্গীয় রাম ভাঙ্গারী, স্বামী-স্বর্গীয় রমেশ ভাঙ্গারী, সাং- পদুমবসান (ওয়ার্ড নং ৮) পোঃ ও থানা-তমলুক,
জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬৩৬ **...দরখাস্তকারিনী**

-বনাম-

শ্রী প্রশান্ত ভাঙ্গারী, পিতা-স্বর্গীয় ভোলানাথ ভাঙ্গারী, সাং- পদুমবসান (ওয়ার্ড নং ৮) পোঃ ও থানা- তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬৩৬ **...প্রতিপক্ষ**

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, হুজুর আদালতের এলাকাধীন তমলুক থানার অন্তর্গত পদুমবসান সাকিনের মৃতা মামনি ভাঙ্গারীর লাকান্তে তস্য ওয়ারিশ বিধায় দরখাস্তকারী নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকা পাওনের জন্য succession certificate পাইবার প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমায় উল্লিখিত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৩০ দিনের মধ্যে হুজুর আদালতে নিজে বা কোন উকিল বাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

Description of Debts and Securities

1. Employees' Provident Fund Organisation (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
Establishment ID/Name -WBCAL0055328000/ MIS, Tamluk Municipality.
Member ID/Name- WBCAL00553280000000086 / MAMANI BHANGARI
Office Name- (RO) KOLKATA
Employee Share- Rs. 75,043
Employer Share - Rs. 31,207
Grand Total (Rs. 98,743 + Rs. 31,207) = Rs. 1,29,950
2. Account No. 3305000102125703 INR
In the name of MRS MAMANI BHANGARI
Punjab National Bank
IFSC Code- PUN80330500
Rs.2,007.00

অনুমত্যানুসারে
স্বা/- প্রভাস চন্দ্র মন্ডল
(সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, তমলুক

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ বুধবার ২রা আগস্ট। প্রতিপদ তিথী। মকর রাশি অষ্টত্তরি বৃহস্পতির মহাদশা। বিংশত্তরি চন্দ্র র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ বুধবার ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন গতির সম্ভাবনা। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। জমি বাড়ি বাস্ত র বিষয়ে শুভ চিন্তা। শুভ যোগাযোগ হবে। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার জট খুলবে। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যারা এনজিও তে কাজ করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। লৌহ কেমিক্যাল মেকানিক্যাল ইলেকট্রনিক্স এর কাজ যারা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন, রুদ্রাক্ষ দ্বারা শিবের পূজা করুন বিপদ নাশ হবে।

বৃষ রাশি : আজ বুধবার সতর্ক থাকতে হবে। পরিবারে গোপন শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মানহানি যোগ। কর্মস্থানে নানা বিবাদ বিসংবাদ থাকবে। প্রবীণ নাগরিকের অসুস্থতার কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায় নতুন লগ্নি করা ঠিক হবে না। যারা প্রাইভেট টিউশন করেন, তাদের আজকের দিনটি বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বেলে, নারকেল ভোগ প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ ফলপ্রাপ্ত হবে।

মিথুন রাশি : আজ বুধবার। নতুন একটি যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ হবে। সন্তানের কারণে সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের দুশ্চিন্তা নাশ হবে। শত্রুর চক্রান্ত নাশ হবে। আইনি মামলা আজ আপনার পক্ষে যাবে। পুরাতন হারিয়ে যাওয়া কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন। ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে, রুদ্রাক্ষ দ্বারা পূজা করুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : আজ গ্রহ পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকবে। বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে যারা কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থপ্রাপ্তির দিন। পুরাতন কলহ বিবাদ মিটে যাবে। এক পুরাতন বান্ধবী দ্বারা পুনরায় শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। সতর্ক থাকুন লিভার পেট গলব্লাডার বিষয়। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, সাদা মিছরি দ্বারা বাবা বিশ্বনাথের ভোগ প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ বুধবার গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে লগ্নী করতে পারবেন। নতুন এক সম্পর্ক দ্বারা বাণিজ্যে অগ্রগতি। আর্থিক লাভ হবে। প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র নাশ হবে। সতর্ক থাকুন ছলনাময়ী নারী থেকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ভগবান শঙ্করের উদ্দেশ্যে। ঘি প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : গ্রহ-পরিস্থিতি বলছে সকাল থেকে তর্ক বিবাদের দ্বারা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকুন। ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা শুভ। আজ নানা ক্ষেত্রে জটিলতা বাড়বে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে গুপ্ত কথা প্রকাশে আসার সম্ভাবনাময় দিন সতর্ক থাকতে হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন। ভগবান গনেশের নাম করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন গতির সম্ভাবনামায় দিন। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের যে শারীরিক অসুস্থতা ছিল, আজ সুস্থতার দিকে থাকবে। গ্রহ পরিস্থিতি আপনার দিকে আছে। বিচ্ছেদের যে মামলা কোর্টে উঠেছিল তা আপনার পক্ষে রায় দেবে। গুপ্ত শত্রু র ষড়যন্ত্র থাকলেও ক্ষতির সম্ভাবনাময় দিন নয়। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আগস্ট শুভ দিন। সতর্ক থাকতে হবে ছলনাময়ী নারীর দ্বারা কোন ক্ষতির সম্ভাবনা। যারা সবুজ শাকসবজির ব্যবসা করেন। তাদের অর্থ প্রাপ্তির দিন চামড়া জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন বা রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা তাদেরও অর্থ প্রাপ্তি এবং ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তির দিন বিদ্যা যোগ শুভ বারির গৃহবধূদের দুশ্চিন্তা নাশ হবে। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা উপকৃত হওয়ার দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : গ্রহ পরিস্থিতি যা তা আপনার উপকৃত হওয়ার দিন। পুরাতন বান্ধবী দ্বারা প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন যারা আইন ব্যবসায় আছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির নতুন যোগ তৈরি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন ভগবান গনেশের উদ্দেশ্যে, হলুদ রঙের ভোগ প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন লগ্নি না করা শুভ। গোপন শত্রুর দ্বারা ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনাময়। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় অশুভ। পরিবারের সদস্যরা যেন আপনার মতকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তুলসী প্রদান করুন ভগবান বিষ্ণুর চরণে, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গ্রহ পরিস্থিতি আপনার দিকে থাকবে। বিশেষত যারা বিচ্ছেদের মামলায় জড়িয়ে রয়েছেন, আইনি বিবাদে জড়িয়ে রয়েছেন, গৃহ বাস্তু জমি বিষয়ে কোনো আইনি মামলা রয়েছে, আজকে আপনার পক্ষে রায় যাবে। পুরাতন বান্ধব দ্বারা পুরাতন কোন বান্ধবী দ্বারা শুভ ফলপ্রাপ্তি। বিদ্যা যোগ শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জালুন। ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে, প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা দূর ভ্রমণে যাবেন তারা নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করুন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য যে কথাটা এতদিন আটকে ছিল সে বিষয়ে, পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনাময় কাল। যারা জলের ব্যবসা করেন, কেমিক্যাল এর ব্যবসা করেন, মাছের ব্যবসা করেন, তাদের শুভ হবে। পুরাতন একযোগের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। গৃহবধূদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে চন্দন দ্বারা, ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন।

(আজ বিজ্ঞান দিবস। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ভূমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যের ঝুলিতে আরও একটি স্কচ পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের তাঁত শিল্পীদের পাশে দাঁড়াতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ মিলল স্কচ পুরস্কার। তন্তুজের মাধ্যমে তাঁত ও বস্ত্র শিল্পের প্রসারে রাজ্যের কাজের জন্য 'স্টার অফ গভর্নেন্স- স্কচ অ্যাওয়ার্ড ইন হ্যান্ডলুম অ্যান্ড টেক্সটাইলস' বিভাগে এবার এলো পুরস্কার। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্ক প্রসূত ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের জন্যও পুরস্কার এসেছে রাজ্য সরকারের ঘরে। সর্বভারতীয় আর্থিক বিষয়ক সংবাদপত্র ইকোনমিক টাইমস গোষ্ঠীর কাছ থেকে ওই প্রকল্পের জন্য ২০২৩ সালের গভর্নমেন্ট ডিজিটেক পুরস্কার পেয়েছে রাজ্য।

রাজ্য সরকারের হাত ধরে লাভের মুখ দেখছেন রাজ্যের তাঁত শিল্পীরা। বাম জমানার রুগ্ন সরকারি তাঁত শিল্পী সমবায় তন্তুজ আজ সাবলম্বী। এক সময় ঋণে ডুবে থাকা ওই সংস্থা এখন লাভজনক। মাথার ওপর নেই কোনো ব্যাংক লোন। সরকারের কাছ হাত পেতে অর্থ সাহায্যও নিতে হচ্ছে না। এমনকী চলতি বছরের শেষে নিট মুনাফা থেকে তন্তুজ রাজ্য সরকারকে ডিভিডেন্ট দিতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা তন্তুজের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ আধিকারিক স্বপন দেবনাথ। শুধু ব্যবসায়িক থেকে লাভজনক হয়ে ওঠাই নয় তাঁত শিল্পীদের উৎপন্ন উৎপন্ন বিপণনের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তোলার স্বীকৃতিতে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে তন্তুজ। এর মধ্যে ভারত সরকারের দেওয়া দুটি জাতীয় পুরস্কারের পাশাপাশি দুটি স্কচ পুরস্কার রয়েছে। যার একটি মিলেছে অতি সম্প্রতি স্কুলের বাচ্চাদের ইউনিফর্ম সরবরাহের প্রকল্পের জন্য। এবার আরো একটি মিলল ইজ অফ ডুইং বিজনেস বিভাগে।

বাম আমলের শেষ আর্থিক বছর ২০১০-১১ তে তন্তুজের ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৫৩ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে বাৎসরিক লোকসান ছিল ১৪৮ কোটি টাকা। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২০২১ ২২ আর্থিক বছরের সংস্থার ব্যবসার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৩৪৮ দশমিক পাঁচ কোটি টাকা যার মধ্যে নেট মুনাফা ১৯.৫ কোটি টাকা।

নয় মাস জমা জলে মশার চাষ, দুর্বিসহ জীবন সাঁকরাইল ব্লকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কথায় আছে 'নদীর পাড়ে বাস, দুঃখ বারোমাস', যদিও নদীর পাড়ে বসবাস না করলেও প্রতি বছরের নয়টি মাস কার্যত জলবন্দি হয়েই জীবন কাটাতে বাধ্য হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের চুনাভাটি এলাকার শরৎ পল্লি, নবীনগর, রামকৃষ্ণপল্লি এলাকার কয়েকশো পরিবারকে। বছরে অন্তত ন'মাস এলাকায় জল জমে থাকে বলে অভিযোগ। সেই যন্ত্রনা নিয়ে বছরের পর বছর দিন কাটাচ্ছেন এখানকার বাসিন্দারা। শাসকদল থেকে পঞ্চায়েত হয়ে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের চক্কর কাটিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। অভিযোগ মৌখিক থেকে লিখিত অভিযোগ বিভিন্ন দপ্তরে জমা করার পরেও তাদের সমস্যার কোনও সুরাহা মেলেনি। বারো মাসের মধ্যে ৩ মাস জল নামলেও বছরের বাকি ৯ মাস জমে থাকা নোংরা জলের মধ্যে দিয়েই নিত্যদিনের কাজ সারতে হয়। বাড়ির একতলা জলের তলাতে থাকে আর তার উপরে তক্তাপোষ পেতে চলে রান্নাবান্না ও খাওয়া দাওয়া। দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ায় মতো পরিস্থিতিতে যে কোনোদিন রাস্তা অবরোধ করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চিন্তা ভাবনা নিচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা।

দীর্ঘ ১৭ বছর এখানে বসবাস করছেন মন্টু বাগ। তিনি বলেন, ' পাঁচ বছর ধরে এই সমস্যাতে ভুগছি। এলাকার আশেপাশে অপরিকল্পিত বাড়ি, বহুতল নির্মাণের খেশারত দিচ্ছেন। এলাকাতে জল নিকাশির ব্যবস্থা নেই। বাড়ির একতলা জলের তলায়। তক্তাপোষ পেতে রান্নাবান্নার কাজ করতে হয়। বাচ্চারা এই জল পেরিয়েই স্কুলে যাচ্ছে। সবাইকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি আমাদের। সকাল সন্ধ্যা মশা, মাছিতে ভর্তি হয়ে গেছে। কেউ অসুস্থ হলে তাকে চাগিয়ে নিয়ে বড় রাস্তা অব্ধি গিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। জ্বর হলে তিনদিন চারদিন ধরে অসুস্থতা থাকছে। খুবই সমস্যার মধ্যে রয়েছি আমরা।'

এলাকার অপর এক বাসিন্দা ঝুমা ঘুড়িয়া বলেন,' এলাকাতে মশার উপদ্রব মারাত্মক। কয়েকদিন আগেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২৬ বছরের যুবকের মৃত্যুও হয়েছে। সন্ধ্যা হলেই মশার কামড় থেকে বাঁচতে মলম লাগাতে হয়। এভাবেই সমস্যা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। এই জল না নামলে কোনও সমস্যার সমাধান হবে না। আর জল কোনোদিন নামবে বলেও আর এখন মনে হয় না।'

ওই এলাকার বাসিন্দা তপন সামন্ত বলেন,'পাঁচ পোতা, থানা মাকুয়া দুই পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। ব্লক উন্নয়ন অধিকারিকেও লিখিত জানিয়ে শুধু প্রতিশ্রুতিই পেয়েছি। এলাকার হাইড্রেন পরিষ্কার করার জন্য এলাকার লোকেরা মিলে ২৬ হাজার টাকাও দিয়েছি পঞ্চায়েত সদস্যকে। তাও সমস্যার কোনও সমাধান হয় নি। এখন দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে। এবার আরও উচ্চ স্তরের প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হবো। 'যদিও দক্ষিণ হাওড়ার শাসক দলের ব্লক সভাপতি সৈকত চৌধুরী জানান,' আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবো। এলাকার বিধায়িকা ও ব্লক অধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যার সমাধানের উপায় বের করতে হবে। পঞ্চায়েতের বোর্ড তৈরি হয়ে গেলে তারা বিষয়টি দেখবেন। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমেও ওই এলাকার উন্নয়নের কাজ করার চেষ্টা করা হবে। আপাতত এলাকাতে যাতে প্রতিদিন মশার স্প্রে ও ওষুধ দেওয়ার কাজ চালু থাকে তার ব্যবস্থা করবো।

পাশাপাশি বাসিন্দাদের অভিযোগের বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে না চাইলেও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সূত্রে জানা যাচ্ছে তারা বিষয়টিকে নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন।

যদিও দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এভাবে জল যন্ত্রণাতে ভুগে আশ্বাসবাণীতে আর ভরসা নেই সাঁকরাইল ব্লকের পাঁচপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের শরত পল্লী, নবী নগর, রমকৃষ পল্লী এলাকার কয়েকশো পরিবারের। তাই এই সমস্যা আদৌ সমাধান করা হবে কি না কোনোদিন সেটাই তাদের কাছে এখন বড় প্রশ্ন ।

সিপিএমের বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে ধুন্ধুমার পানপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ছাপ্পা, রিগিং, ভোট লুঠ এবং গণনায় কারচুপির অভিযোগে মঙ্গলবার বিকেলে ভাটপাড়া থানার পানপুরে ব্যারাকপুর-১ ব্লক উন্নয়ন অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল সিপিএম। রাজ্য কমিটির সদস্য গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা এদিন পানপুর মোড় থেকে মিছিল করে এসে পানপুর বিডিও অফিসের গেটের সামনে জমায়েত হন। সেখানে তারা ভোট লুঠের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। জোর করে বিক্ষোভকারীরা বিডিও অফিসে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে তাদের ব্যাপক ধস্তাধস্তি বেধে যায়। অভিযোগ, উভয় পক্ষের ধস্তাধস্তি চলাকালীন এক মহিলা পুলিশ কর্মীর পোশাক ধরে টান দেওয়ার অভিযোগে ওঠে যুব নেতা মৃণ্ময় সরকারের বিরুদ্ধে। এরপর পুলিশ যুব নেতা মৃণ্ময় সরকারকে পাকড়াও করে। এরপরই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের হাত থেকে মৃণ্ময়কে ছাড়াতে গন্ডগোল ব্যাপক আকার নেয়। অভিযোগ, পুলিশের লাঠির ঘায়ে মোট পাঁচজন সিপিএম কর্মী আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে জেলা পরিষদের প্রার্থী গোপা দাস ও যুব নেতা মৃণ্ময় সরকারের আঘাত গুরুতর। পুলিশের লাঠি চার্জের প্রতিবাদ জানিয়ে পানপুর মোড়ে ব্যস্ততম কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ৩০ মিনিট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম। বিক্ষোভে সামিল হয়ে সিপিএম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় দাবি করলেন, পুলিশ এখন দলদাস নয়। ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ অত্যাচারকেও এদিন হার মানিয়েছে মমতার পুলিশ। গার্গীর কথায়, পুলিশের অসভ্যতা, বর্বরতা ও ন্যক্কারজনক আচরণের বিরুদ্ধে এদিন তারা পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন। গার্গীর প্রশ্ন, পঞ্চায়েতে ভোট লুঠ কিংবা গণনায় কারচুপির দিন পুলিশের এত সক্রিয়তা কোথায় ছিল ?

অভিনেত্রী সঙ্গীতা সিনহার উদ্যোগে ট্রান্স ট্যালেন্ট শো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল ট্রান্স ট্যালেন্ট শো এর ফিনালে। এবার ছিল প্রথম বছর। উদ্যোগের নাম আলপিন। বিশিষ্ট অভিনেত্রী সঙ্গীতা সিনহা, এঞ্জেল নবজীবন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার এই উদ্যোগের প্রধান কারিগর। সঙ্গীতা জানান এই শো সমাজে রূপান্তরকামী মানুষদের নিয়ে তাঁর এগিয়ে যাওয়ার এক বড় প্রচেষ্টা। এঁদের কেউ মডেলিং করতে চান,কেউ মেক আপ আর্টিস্ট হতে চান , কেউ ড্যান্স করেন। তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন প্রতিভা বিচারক মণ্ডলীদের সামনে প্রদর্শন করলেন। তাঁদেরকে প্রথম (শ্রুতি বিশ্বাস), দ্বিতীয় (আইরিশ দত্ত) , তৃতীয় (আঁচল রায়) স্থানাধিকারী হিসেবে পুরস্কৃত করা হলো এবং প্রত্যেককে সম্মানিত করা হলো এই ভাবে তাঁদেরকে আরো বড় জায়গায় পৌঁছে দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মদন মিত্র, শোভন চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, হরনাথ চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। বিচারকদের মধ্যে ছিলেন সম্রাট মুখোপাধ্যায়, দেবিকা মুখোপাধ্যায়, পাপিয়া অধিকারী প্রমুখ।

কলকাতা মেট্রোর নন -ফেয়ার রেভিনিউ বৃদ্ধি ৬৪.৮৮ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতীয় রেলওয়েতে বহুকাল ধরে আয়ের যে উৎস রয়েছে তা ছাড়াও রাজস্ব বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগকে উৎসাহিত করছে কলকাতা মেট্রো। মেট্রো রেলওয়ে, ভারতীয় রেলওয়ের অংশ হিসাবে এই উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং এর রাজস্ব বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে ইতিমধ্যেই। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মেট্রো রেলওয়ের তরফ থেকে শুরু হয়েছে পিক আপ এবং ড্রপ অফ (পুডো) সুবিধা প্রদান, স্টেশনগুলিতে লিটার বিনের ব্র্যান্ডিং, মেট্রো রেকের ভিতরে এবং বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, খোলা জায়গায় হোর্ডিংগুলি প্রদর্শন, হ্যান্ডেল চেইন ব্র্যান্ডিং এবং হেলথ চেক আপ কিয়স্কের মতো আরও অনেক কিছুই। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, শিয়ালদা স্টেশনই প্রথম যেখানে দেশের কোনও মেট্রো স্টেশনে পিক অ্যান্ড ড্রপ ফেসিলিটি রয়েছে। এর সঙ্গে মেট্রোর উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম করিডোরের ৩৪টি স্টেশনে ২০৪ টি লিটার বিনকে এ পর্যন্ত ব্র্যান্ড করা হয়েছে। এছাড়াও মেট্রো রেলওয়ে ট্র্যাক সাইডওয়ালস ব্র্যান্ডিং, কার্ড ব্যালেন্স চেকিং টার্মিনাল (সিবিসিটি) ব্র্যান্ডিং, স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন (এএসসিআরএম) ব্র্যান্ডিং, এএফসি-পিসি গেটস এবং ফ্ল্যাপ ব্র্যান্ডিং, ফুড কিয়স্ক স্থাপন, স্মার্ট কার্ডের মতো বিভিন্ন পথে অর্থ উপার্জনের রাস্তা দেখিয়েছে কলকাতা মেট্রো।

এই সব নতুন নতুন সিদ্ধান্তের ফলে ২০২৩-এর এপ্রিল থেকে এই বছরের-ই ৩১ জুলাই পর্যন্ত কলকাতা মেট্রোর মোট আয় ১২.৬৩ কোটি টাকা। এই একই সময়ে নন-ফেয়ার রেভিনিউ হিসাবে কলকাতা মেট্রোর আয় হয়েছে ৭.৬৬ কোটি টাকা। যা শতাংশের বিচারে ৬৪.৮৮ শতাংশ বলে জানানো হয়েছে মেট্রোর তরফ থেকে।

অটল পেনশন যোজনার আউটরিচ প্রোগ্রাম জয় হিন্দ অডিটোরিয়ামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অটল পেনশন যোজনা, সরকারের প্রধান প্রকল্প। ২০১৫ সালে ভারতের সমস্ত নাগরিকদের জন্য, বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের সমাজের দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত অংশগুলিকে লক্ষ্য করে চালু করা হয়েছিল। এই স্কিমের অধীনে মোট নথিভুক্তির সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৫.৩৩ কোটি অতিক্রম করেছে।

এই স্কিমের সচেতনতা এবং কভারেজ বাড়াতে পিএফআরডিএ অর্থাৎ পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অথরিটি চলতি আর্থিক বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে অটল পেনশন যোজনা আউটরিচ প্রোগ্রাম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে মঙ্গলবার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গড়িয়ার মহামায়াতলায় জয় হিন্দ অডিটোরিয়ামে।

মঙ্গলবারের এই আউটরিচ প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন. জিএম-এসএলবিসি শিও শঙ্কর সিং, ডিজিএম-পিএফআরডিএ প্রিয়াঙ্কা গুপ্তা, সার্কেল হেড পঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাংক অভয় কুমার সিনহা, এজিএম আরবিআই দেবজ্যোতি দত্ত সহ অন্যান্য সংস্থার আধিকারিকরা। পাশাপাশি এও জানানো হয় যে এই অনষ্ঠান চলাকালীন ৭০০০ টিরও বেশি অটল পেনশন যোজনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২ অগস্ট ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩০, বুধবার

আড়াই কোটি টাকায় লি -রোডে মেয়ে-জামাইকে ফ্ল্যাট সুজয়কৃষ্ণর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগকাণ্ডে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। সুজয়কৃষ্ণের গ্রেপ্তারির পর থেকে একের পর এক চমকে দেওয়ার মতো তথ্য উঠে এসেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির হাতে। চার্জশিটেও তার উল্লেখ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এরইমধ্যে আরও তথ্য সামনে আনলেন ইডির আধিকারিকেরা।

সূত্রের খবর, কলকাতার লি রোডে মেয়ে জামাইকে প্রায় আড়াই কোটি টাকার ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। শুধু তাই নয়, সুজয়কৃষ্ণের একাধিক ব্যাঙ্ক লেনদেনও তদন্তকারীদের হাতে। ইডির তদন্তে যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূত্রের খবর, এসডি কনসালট্যান্ট নামে যে সংস্থায় কালীঘাটের কাকুর অংশীদারি রয়েছে, সেই সংস্থা থেকে ৯৫ লক্ষ টাকা পাঠানো হয়েছিল লিন্স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থাকে। শুধু তাই নয়। সূত্র বলছে, সুজয়কৃষ্ণের আরও এক বেনামি সংস্থায় ২০১৮ সাল থেকে নগদে জমা হয়েছে ৯৮

লক্ষ টাকারও বেশি অঙ্ক।

এদিকে ইডি আধিকারিকেরা তদন্তে নেমে জানতে পেরেছেন, সুজয়কৃষ্ণ এবং কুন্তলের যোগাযোগ ছিল এবং দুজনের সম্পর্কও যথেষ্ট গাঢ়। সূত্রের খবর, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেই কুন্তল ঘোষকে ৩২৫ জনের চাকরি করে দেওয়ার কথা দেন এই সুজয়কৃষ্ণই। এই ৩২৫ জন ২০১২ ও ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার্থী। এই চাকরি দেওয়ার জন্য সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ৭০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন বলেও জানা গেছে। এই চাকরি দেওয়ার ঘটনায় তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ১০ লক্ষ টাকাও দেন বলেও ইডি সূত্রে জানা গেছে। এই ৩২৫ জনের অ্যাডমিট কার্ড, প্রয়োজনীয় নথি মানিক ভট্টাচার্যের কাছে গিয়েছিল বলেও দাবি করা হচ্ছে ইডির তরফে। শুধু তাই নয়, হোয়াটসঅ্যাপ করে পাঠানো হয়েছিল এই তালিকা।

এদিকে হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে আপাতত এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তাঁর বাইপাস সার্জারি হওয়ার কথা। এই সার্জারি কোনও বেসরকারি হাসপাতালে করাতে চান সুজয়কৃষ্ণ। কারণ, সরকারি জায়গার ওপর যে তাঁর আস্থা নেই তা আগেই জানিয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ। এই আর্জি নিয়ে আদালতেরও দ্বারস্থ হন তিনি। যদিও ইডি তাতে সম্মত নয়। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিও আছে হাইকোর্টে। তবে এরইমধ্যে সুজয়কৃষ্ণের এই নয়া তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে।

৪ লক্ষ টাকায় ২১ দিনের মেয়েকে বিক্রি করলেন মা! গ্রেপ্তার ৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় ফের শিশু বিক্রির অভিযোগ। ২১ দিনের কন্যাসন্তানকে ৪ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মায়ের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ওই মহিলা-সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অভিযোগ, রূপালি মণ্ডল নামে এক মহিলা তাঁর ২১ দিনের শিশুকন্যাকে বিক্রি করে দিয়েছেন কল্যাণী গুহ নামে মেদিনীপুরের এক মহিলার কাছে। কল্যাণী গুহর বাড়ি মেদিনীপুরে হলেও কলকাতাতেও তাঁর একটি অস্থায়ী ঠিকানা ছিল। আর এই মেয়ে বিক্রির ঘটনা ঘটে চারজন মিডলম্যান মারফত, এমনটাই খবর পুলিশ সূত্রে। বিষয়টি নিয়ে কিছুদিন আগে আনন্দপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ইতিমধ্যেই ছয় জনকে গ্রেপ্তারও করেছে আনন্দপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় শিশু পাচারের অভিযোগে মামলা রুজু করে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

সূত্রে খবর, রূপালি মণ্ডলের বাড়ি আনন্দপুরের নোনাডাঙা রেল কলোনি এলাকায়। আর কল্যাণী গুহর কলকাতার ঠিকানা পর্ণশ্রী থানার সাতগ্রাম এলাকায়। দু'জনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, চার লাখ টাকায় ওই ছোট্ট মেয়েটিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। শিশু বিক্রির ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, একাধিক মিডলম্যান জড়িত ছিল এই ঘটনায়। পাটুলির রূপা দাস, স্বপ্না সর্দার, হরিদেবপুরের পূর্ণিমা কুণ্ডু ও বেহালার লালতি দে'র মারফত ছোট্ট ওই শিশুটি হাতবদল হতে হতে কল্যাণী গুহর কাছে পৌঁছয়। এই চার মিডলম্যানকেও পাকড়াও করেছে পুলিশ। এই হাতবদল হওয়ার নেপথ্যে একটি বড় র‍্যাকেট থাকতে পারে বলে সন্দেহ পুলিশের। কীভাবে ওই মিডলম্যানদের সঙ্গে রূপালি ও কল্যাণীর যোগাযোগ হল, এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই সব দিকগুলি খতিয়ে দেখছেন কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই শহরতলিতে আরও একটি শিশু বিক্রির অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছিল। উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ থানা এলাকায়। ২ লাখ টাকায় নিজের কোলের সন্তানকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এক মহিলার বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার শহর কলকাতায় ফের শিশু বিক্রির অভিযোগ।

সিআইডির তলব পেয়ে ভবানী ভবনে তৃণমূল প্রার্থী মোহারুদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মক্কায় বসে পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়া দেওয়ার ঘটনায় মিনাখাঁর তৃণমূল প্রার্থী মোহারুদ্দিন গাজিকে ভবানী ভবনে তলব করল সিআইডি। তলব পেয়ে মঙ্গলবার সকালেই হাজিরা দেন তৃণমূল প্রার্থী। এর আগে মিনাখাঁর বিডিও-কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এবার খোদ মইনুদ্দিনকে ডেকে পাঠানো হয়। উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁর তৃণমূল প্রার্থী মোহারুদ্দিন গাজির বিরুদ্ধে অভিযোগ, মক্কায় থাকাকালীন তিনি তাঁর এলাকায় পঞ্চায়েত ভোটের জন্য মনোনয় জমা দিয়েছিলেন। এদিকে যিনি মক্কায় রয়েছেন, তিনি কীভাবে সশরীরে উপস্থিত হয়ে মনোনয়ন দিলেন তা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। কারণ, নিয়ম অনুসারে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত থাকতে হয় প্রার্থীকে। যদিও পরে সেই মনোনয়ন বাতিল হয়ে যায় প্রার্থীর। এ নিয়ে বিডিওকে-ও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। আদালত মোহারুদ্দিন গাজির এই মনোনয়ন জমা পড়ার ঘটনায় তদন্ত ভার তুলে দেয় রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি-র হাতে। সেই মোতাবেক এবার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভবানী ভবনে তলব করে সিআইডি।

সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল এগারোটার একটু পরে ভবানী ভবনে যান মোহারুদ্দিন গাজি। হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে-র নজরদারিতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই তদন্ত বেশ খানিকটা এগিয়েছে। বিডিও অফিস থেকে নথি সংগ্রহ করা হয়েছে। সেখানকার অফিসারদের ডেকে একপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে তৃণমূল প্রার্থী মোহারুদ্দিন গাজির মনোনয় কী করে জমা পড়ল তা নিয়ে। এবার মূল অভিযুক্তকে ডেকে পাঠিয়ে সিআইডি জানতে চায় এই ঘটনার সঙ্গে আর কে কে জড়িত, মনোনয়ন জমা দিতে কে বা কারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন সেই সমস্ত বিষয়ে। যদিও মোহারুদ্দিন গাজি মক্কাতে হজ সেরে দেশে ফিরে জানিয়েছিলেন গোটা প্রক্রিয়াই আইন মেনে হয়েছে। তিনি এও বলেন, 'কিছু কিছু মানুষ ভুল ভাবাচ্ছে। যখন পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঠিক হয়, সেই সময় পার্টির তরফে আমার নাম ঘোষণা করা হয়। এবার হঠাৎই হজে যাওয়ার দিনও ঠিক হয়। সেই সময় আমি দলেরই কয়েকজন কর্মীর হাতে ফর্ম দিয়ে চলে যাই।'

নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত বিভিন্ন পুরসভার টেন্ডার কমিটির সদস্যরা!

অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে প্রকাশ তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরকর্মী নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিভিন্ন পুরসভার টেন্ডার কমিটির সদস্যরা। বিনা টেন্ডারে নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়টি কেবল ইডি বা সিবিআই-এর নজরে নয়, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অভ্যন্তরীন রিপোর্টেও ধরা পড়েছে এই বিষয়টি। অভিযোগ, প্রতিটি টেন্ডার কমিটির শীর্ষে রয়েছেন প্রভাবশালী ব্যক্তি থেকে তৃণমূলের প্রতিনিধিরাও। তাঁদের অঙ্গুলি হেলনেই অয়ন শীলের সংস্থা লাগাম ছাড়া দুর্নীতি করেছে বলে দাবি করা হয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অভ্যন্তরীন রিপোর্টে।

সূত্রে এ খবরও মিলছে, এরকম বেনিয়ম অভিযোগ রয়েছে ষাট থেকে সত্তরটি পুরসভার বিরুদ্ধে। এর মধ্যে ১৪ পুরসভা প্রাথমিকভাবে আতস কাচের তলায় রয়েছে। এর পাশাপাশি তদন্ত করতে গিয়ে এও দেখা যাচ্ছে, অয়ন শীলের সংস্থা কোনও রকম টেন্ডার ছাড়াই ঢুকে পড়েছে কর্মী বরাত দেওয়ার জন্য। আর টেন্ডার কমিটি অয়ন শীলের সংস্থাকে বছরের পর বছর বরাত দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, 'সব প্যারামিটার মাপা সম্ভব হয় না। আর বিতর্ক তখন হয় যখন সব আতস কাচের তলায় চলে আসে।'

এই প্রসঙ্গে অবশ্য সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী প্রশ্ন তোলেন, অয়ন শীলের সংস্থাকে সব জায়গায় কে পৌঁছে দিয়েছে তা নিয়েও।

বিনা টেন্ডারে নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়টি কেবল ইডি বা সিবিআই-এর নজরে নয়, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অভ্যন্তরীন রিপোর্টেও ধরা পড়েছে এই বিষয়টি। অভিযোগ, প্রতিটি টেন্ডার কমিটির শীর্ষে রয়েছেন প্রভাবশালী ব্যক্তি থেকে তৃণমূলের প্রতিনিধিরাও। তাঁদের অঙ্গুলি হেলনেই অয়ন শীলের সংস্থা লাগাম ছাড়া দুর্নীতি করেছে বলে দাবি করা হয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অভ্যন্তরীন রিপোর্টে।

বাসভাড়া বাড়ানোর পক্ষে বিধানসভার এস্টিমেট কমিটি, রাজি নন পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাস মালিক সংগঠনগুলি বছরের পর বছর ধরে বাসভাড়া বাড়ানোর আবেদন করছে। রাজ্য বিধানসভার এস্টিমেট কমিটি সুপারিশ করেছে, সরকারি-বেসরকারি সব বাসের ভাড়া বাড়ানো হোক। কিন্তু পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সরকারি বাসের ভাড়া এখনই বাড়ছে না। আর বেসরকারি বাসের ভাড়ার ব্যাপারে সরকার কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।

পরিবহণ মন্ত্রীর কথায়, ত্বাসের ভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে ইতিমধ্যে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে আদালতে। তবে সরকারের অবস্থান হল, বেসরকারি বাসের ভাড়ার ব্যাপারটা বাস মালিক ও যাত্রীদের বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়েই ঠিক হোক। সরকার এ ব্যাপারে নাক গলাবে না। এদিকে খাতায় কলমে বাসভাড়া না বাড়লেও কলকাতা থেকে শহরতলি সর্বত্রই অলিখিতভাবে বাড়তি বাস ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

সে ব্যাপারে পরিহণ মন্ত্রী জানিয়েছেন, কোথাও কোনও জেলায় কোনও বাস লাগামহীন ভাড়া নিলে যাত্রীরা সরাসরি তাঁকে বা পরিবহণ দফতরকে জানাতে পারে। সে ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে সরকার। স্নেহাশিস জানিয়েছেন, সম্প্রতি জেলার একটি বাস ন্যূনতম ভাড়া চাইছিল ১৫ টাকা। অভিযোগ পেয়ে সেই বাসটি আটকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।কেউ

বেলাগাম ভাড়া নিলে মন্ত্রীকে কীভাবে জানানো যাবে তা অবশ্য স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানাননি।

কোভিডের পর গত দু'বছরে ডিজেলের দাম দফায় দফায় বেড়েছে। সেই অনুপাতে সরকারি ও বেসরকারি বাসের ভাড়া বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বাড়েনি। বিধানসভার কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছে, ডিজেলের দাম বাড়ার কারণে সরকারি ও বেসরকারি বাসের ভাড়া বাড়ানো জরুরি হয়ে পড়েছে।

আগে সরকারি বাসের ভাড়ার সঙ্গে বেসরকারি বাসের ভাড়া কাঠামোও তৈরি করে দিত সরকার। কিন্তু কোভিডের পর তা আর নবান্ন করছে না। ফলে শহরে ও শহরতলিতে বহু বেসরকারি বাস ইচ্ছামতো ভাড়া নিচ্ছে। কেউ ২ টাকা বেশি ভাড়া নিচ্ছে তো কেউ ৫টাকা। তা নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে কন্ডাক্টরের বচসা লেগেই থাকে।

বাসের ভাড়া কলকাতায় ও শহরতলিতে শেষ বার বাড়ানো হয়েছিল ২০১৮ সালের ১৮ জুন। কমিটির মতে, বাসগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও ভাল পরিষেবা দেওয়ার জন্য ভাড়া কাঠামোর পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। তা ছাড়া নানা কারণে সরকারি ও বেসরকারি বাসের ভাড়ার মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে, তাও বিধানসভার রিপোর্টে বলা হয়েছে।

সত্যি পড়ুয়াদের কাছে কতটা 'পলায়নের শহর' কলকাতা

অশোক সেনগুপ্ত

ফাইট অর ফ্লাইট? যুদ্ধ না পলায়ন? যেখানে শিল্প সম্ভাবনা থাকে, পড়াশোনার জন্য সেসব এলাকার আকর্ষণ থাকে। যাতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কাজ জোটে। অন্যথায় কোনও অঞ্চল থেকে সম্ভাবনাময় পড়ুয়ারা চলে যান যেখানে 'ফাইট' করে কাজ পেতে পারেন। শিক্ষাবিদদের অনেকের মতে, কলকাতা আজ পড়ুয়াদের কাছে পুরোদস্তুর পলায়নের শহর।

মন্তব্যটাকে সমর্থন করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন উপাচার্য ড. বাসব চৌধুরী এই প্রতিবেদককে বললেন, 'পরিস্থিতি একদিনে এরকম হয়নি। গত কয়েক দশক ধরে মান নেমেছে, নামছে বাংলার। যাঁর ক্ষমতা আছে উচ্চশিক্ষার জন্য সন্তানকে বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। যাঁর ততটা নেই, অনেক বেশি খরচ করেও এদেশেই ভর্তি করছেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাড়ছে এ কারণেই।'

কিন্তু যাদবপুরের ক্যাম্পাস নিয়োগের শতাংশ তো রীতিমত আশাব্যঞ্জক! তাহলে? এই প্রশ্ন করলে প্রাক্তন উপাচার্য তথা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. আশুতোষ ঘোষ বলেন, 'বেশ কবছর ধরেই যাদবপুর এই হিসেব দেয়। কিন্তু অনেকে বলেন চারপাশে বাস্তবে কিন্তু ওই তথ্যের স্পষ্ট প্রতিফলন দেখেন না।

এককালে কলকাতায় প্রকাশিত

গবেষণা। মূলত তার জোরেই 'গণিতের নোবেল' পাচ্ছেন শতায়ু ভারতীয়-মার্কিন পরিসংখ্যানবিদ তথা বিজ্ঞানী ক্যালিয়ামপুদি রাধাকৃষ্ণ রাও। ২০২৩ সালের 'আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান পুরস্কার' বা 'গণিতের নোবেল' পাচ্ছেন তিনি। আগামী জুলাই মাসে কানাডার অন্টারিওতে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট আয়োজিত বিশ্ব পরিসংখ্যান কংগ্রেসে সিআর রাওয়ের হাতে ৮০ হাজার ডলার মূল্যের এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। এই তো কলকাতার সাফল্যের মুকুটে পালক! না না, এটা বেশ কয়েক দশক আগের কথা! ১৯৫২ সালে নোবেলজয়ী এক বিজ্ঞানী কলকাতায় এসে তাঁর বক্তৃতায় লন্ডন, টোকিও ও কলকাতার নাম করেছিলেন। এ কথা জানিয়ে ড. বাসব চৌধুরী এই প্রতিবেদককে বলেন, '১৯৮৫ নাগাদ আমি পিএইচডি করতে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষকও এসেছিলেন। আমি কলকাতা থেকে এসেছি জেনে তিনি রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করেন। সে সময় কলকাতায় এক বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন ড. এসআর পালিত। তাঁর অধীনে কাজ করার সুযোগ পাননি বলে সম্ভাবনায় এক নবীন গবেষক কলকাতায় আর না থেকে চলে গিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।'

কলকাতার সম্পন্ন পরিবারের ছেলেদের জন্য অনেক আগেই তৈরি হয়েছে লা মার্টস, দুন প্রভৃতি। ক্রমে বেড়েছে ব্যয়সাপেক্ষ, অভিজাত স্কুলের সংখ্যা। তৈরি হয়েছে মেয়েদের এরকম স্কুলও। ক্রমে মান নেমেছে প্রাদেশিক ভাষার, বিশেষত সরকারি স্কুলগুলোর। এর মধ্যে সসম্মানে মর্যাদা ধরে রেখেছে রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু স্কুল। অন্যথায় কলকাতার অনেকে চলে যাচ্ছে বা চেষ্টা করছে ভিন রাজ্যের ভাল প্রতিষ্ঠানগুলোয়। শিক্ষাবিদদের একাংশের মতে, 'ভীষণভাবে কমেছে বাংলার শিক্ষার মান ও মর্যাদা।'

দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. অমল মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বাংলার ভাল পড়ুয়াদের এই প্রস্থানের মূল কারণ তাঁরা মনে করেন সেখানকার পড়াশোনার মান ভাল। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থানের অবস্থাও তাঁদের অন্যত্র যেতে বাধ্য করছে।'

যোগেশচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ তথা বিজেপি নেতা ড. পঙ্কজ রায় এ প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদককে বলেন, 'স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায় প্রথম স্থানে ছিল। ১৯৬৭ তে রক্তঝরা দিনে শিক্ষাক্ষেত্র প্রথম আক্রান্ত হয়। বাম আমলের অনিলায়ন আর ২০১১-র পরে সবচেয়ে বেশি শিক্ষাক্ষেত্র আক্রান্ত হচ্ছে এবং শিক্ষার অবনমন ক্রমশ ত্বরান্বিত হচ্ছে। শিক্ষা মূলে না প্রবেশ করে, তৃণমূলে প্রবেশ করেছে।পশ্চিমবাংলার সর্বনাশ শিক্ষাক্ষেত্রে কেউ রোধ করতে পারবে না।প্রতিটি শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি, শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দুর্নীতি, সর্বস্তরে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উপাচার্য নিয়োগের দুর্নীতি যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে পশ্চিমবঙ্গের মাথা নত করে দিয়েছে।আমাদের এই অমানিশার দিন থেকে বেরোতে হবে। তা না হলে বাংলার মুক্তি নেই।'

কেউ কেউ অবশ্য দাবি করেন, বাংলার শিক্ষার মান মোটেই পড়েনি। দেশের মধ্যে বাংলার শিক্ষার মানই শ্রেষ্ঠ। যেমন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৯-এর ১৪ জুন প্রকাশ্য সভায় তিনি দলে 'বকাটে ছেলেদের' আকর্ষণ করার কথা বলেছিলেন।

গঙ্গায় মাছ ধরতে গিয়ে তলিয়ে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গঙ্গায় মাছ ধরতে নেমে গভীর জলে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল একজনের। ঘটনাটি ঘটেছে হালিশহর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বলুরপাড়া মনসা ঘাটে। মৃতের নাম মিহির রায় (৪২)। তিনি হালিশহর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের দু'নম্বর আমবাগান কলোনির বাসিন্দা ছিলেন। মিহির পেশায় রাজমিস্ত্রি হলেও মাছধরা ছিল তাঁর নেশা।

মাঝে মধ্যেই তিনি গঙ্গায় মাছ ধরতে যেতেন। সেই নেশাই অবশেষে তাঁর প্রাণ কেড়ে নিল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হালিশহর জেটিয়া থানার বালিভাড়া রামপ্রসাদ পল্লির বসিন্দা ৩২ বছরের বাবলু সমাদ্দারকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার সন্ধেয় হাজিনগর মনসা ঘাটে জাল নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন মিহির । পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সহকারী বাবলু। আর জাল ফেলে গঙ্গায় মাছ ধরতে নেমেছিলেন মিহির। জলের স্রোতে মিহির তলিয়ে যান। কিছুক্ষন বাদে মিহিরকে দেখতে না পেয়ে সঙ্গী বাবলু মিহির বাবুর বাড়িতে ফোন করে ঘটনাটি জানান। হালিশহর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ পাল ঘটনাস্থলে

আসেন।

প্রাথমিকভাবে অনুমান, বুক জলে নেমে জাল ছুঁড়ে মাছ ধরতে নেমেছিলেন মিহির। কোনওক্রমে সেই জাল কোথায় আটকে গিয়েছিল। তখন জাল ছাড়াতে গিয়ে হাতে সেই জাল পেঁচিয়ে গিয়েছিল। জাল ছাড়ানোর চেষ্টা করার সময় জোয়ারের তীব্র স্রোত তাঁকে গভীর জলে টেনে নিয়ে যায়। বিশ্বজিৎ বাবু আরও জানান, হালিশহর থানার পুলিশের উপস্থিতিতে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে মঙ্গলবার বেলার দিকে মনসা ঘাট থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

মোদির মুখ রক্ষার চেষ্টায় দুর্গন্ধ জবরদস্তি চাপা দেওয়া হল

স্বাস্থ্যক্ষেত্রের জন্য বলা হয়েছিল আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে দেড় লক্ষ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার তৈরি হবে। দেশে গড়ে উঠবে নতুন ৭৫টি মেডিক্যাল কলেজ অথবা পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল কলেজ। ডাক্তার-জনগণ অনুপাত বেড়ে হবে ১১৪০০। গরিব মা ও শিশুর অপুষ্টির ক্রনিক সমস্যা দূর করতে দেশজুড়ে চলবে পোষণ অভিযান। গত লোকসভা ভোটের আগে অর্থনীতি, গুড গভর্ন্যান্স, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট, মহিলাদের উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও পালন প্রভৃতি সম্পর্কেও বিজেপির তরফে একগুচ্ছ সঙ্কল্প ঘোষিত হয়। শুধু ভোটের প্রচারেই ক্ষান্ত হননি মোদি অ্যান্ড কোং, বরং 'বিপুল জয়' হাসিল করার পর থেকে তাঁদের ঢাক পেটনো বেড়ে গিয়েছে। রাজ্য বিধানসভা ভোটের আগে তো বটেই, সামান্য পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনের ময়দানে নেমেও তাঁরা এই চর্বিতচর্বণ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরে গিয়েও অনাবাসী ভারতীয়দের সামনে, এমনকী সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানদের অবাক করে দিয়ে এই কীর্তন গেয়ে চলেছেন! এইভাবে গোলেমালে কেটে গিয়েছে চার বছরের বেশি। মোদির জন্য তৃতীয় লোকসভার নির্বাচন আর মাত্র আটমাস পর। এবার যে হিসেব দেওয়ার পালা! পাঁচ বছর আগের লম্বা চওড়া বাত মিলিয়ে নিতেই চাইবে মানুষ। নাটুকে 'মন কি বাত' শুনিয়ে আর ভোলানো যাবে না তাদের মন। দেশবাসীর প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা বলে দিচ্ছে, টানা দশ বছরে নরেন্দ্র মোদি সুশাসন বাদে বাকি সবই দিয়েছেন। তার জন্য মানুষ বস্তুত জ্বলেপুড়ে মরছে, এমনকী বিদেশেও মুখ পুড়ছে ভারতের। তবু ভোটের বাজারে মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেও নস্যাৎ করতে হবে যে, তার জন্য একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে সরকারি কিছু পরিসংখ্যান। কালোকেও সাদা হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার মতলবে কারচুপির পরিসংখ্যান চায় বেশিরভাগ সরকার। মোদি সরকারও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সেখানে বাদ সেধেছেন এক কেন্দ্রীয় সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেসের (আ ইআইপিএস) ডিরেক্টর কে এস জেমস। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অধীন এই সংস্থার সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে, দেশের ১৯ শতাংশ পরিবারে শৌচাগার নেই এবং ৪০ পরিবার রান্নার গ্যাসের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। গ্রাম ভারতের পরিস্থিতি আরও করুণ। মোদি সরকারের পোষণ অভিযানও অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে বলে ইঙ্গিত রয়েছে কেন্দ্রীয় সমীক্ষায়। গত নির্বাচনের আগে একইভাবে অস্বস্তিতে ফেলেছিল অন্য এক কেন্দ্রীয় সংস্থা এনএসএসও। এবারের অপ্রিয় আপসহীন পরিসংখ্যান পেশের কারণে সাসপেন্ড করা হল আ ইআইপিএস ডিরেক্টর জেমসকে। পরিষ্কার যে, মোদির মুখ রক্ষার চেষ্টায় দুর্গন্ধ জবরদস্তি চাপা দেওয়া হল। এই অস্বাস্থ্যকর কাণ্ডে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা অবশ্যই ব্যাহত হবে। তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে গরিব মানুষ।

জন্মদিন

আজকের দিন

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

১৮৪১ *হিন্দু গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মদিন।*
১৯২৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিদ্যাচরণ শুক্লার জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিজয় রূপানির জন্মদিন।*

২ আগস্ট প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শুধু চিরস্মরণীয়ই নয়, এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী

স্বপন কুমার মণ্ডল

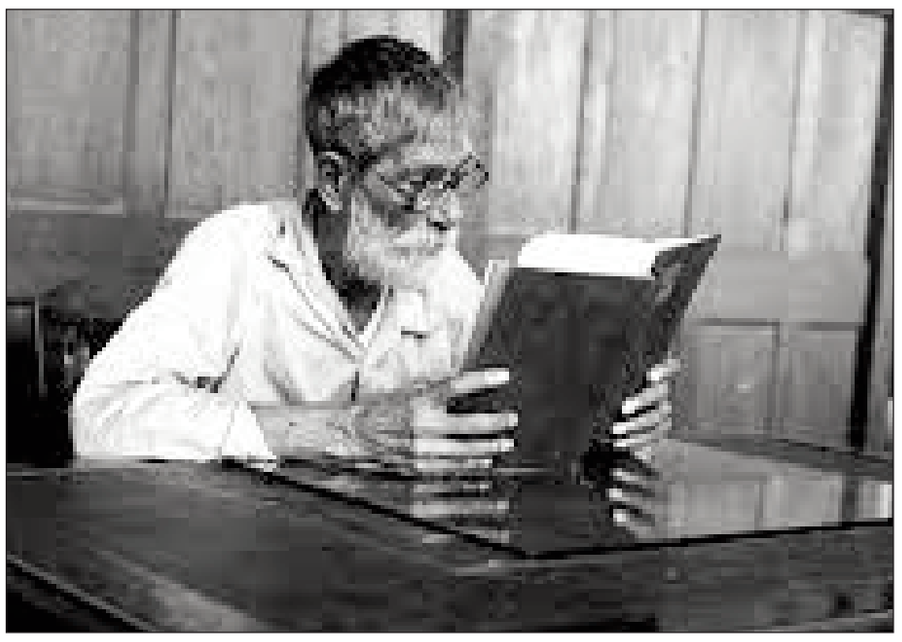

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) এই তিনজনের মধ্যে মিল বলতে সকলেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন এবং প্রত্যেকেই বিংশ শতাব্দীতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কিন্তু এই মিলের পর্দাটি সরিয়ে দিলেই তাঁদের অমিল প্রকৃতিটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বে প্রকট হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, তখন মনে হয় এ যেন গুণের কদরকে উপেক্ষা করে বয়সের গরিমায় কারও মূল্যায়নে ব্রতী হওয়ার হীন কৌশলে আশ্রয় নেওয়া। কেননা ব্যক্তিত্বত্রয়ী এতটাই স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে, তাঁদের মধ্যে তুল্যমূল্যের কোনো অবকাশই নেই। এজন্য তৃতীয়জনের প্রাসঙ্গিকতায় প্রথম ও দ্বিতীয়জনের অনুষঙ্গ এসে পড়ে ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মেলানো যায় না। সূর্যের আলোতে আলোকিত চাঁদের এক যাত্রায় পৃথক ফলের সম্ভাবনা না থাকলেও তার বাতিক্রমে তা ঘটতে পারে। প্রফুল্লচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। একে তো তিনি বিজ্ঞানের চাদরে নিজেকে সর্বদা মুড়ে রাখতেন, তার উপর জনপ্রিয়তার সদর রাস্তায় তাঁর যাতায়াত ছিল না। এজন্য নিরস বিজ্ঞানের নিমগ্ন সাধনায় নিজেকে সঁপে দিতে গিয়ে জনমানস থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে তাঁর (জন্ম ২ আগস্ট) চেয়ে মাস চারেকের বড় রবীন্দ্রনাথের ক্রমশ জনমোহিনী জনসমাদরের আলোর বিপ্রতীপে তাঁর জনপ্রিয়তা বিকশিত হওয়ার অবকাশ তো পায়নি, বরং উল্টে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল । এজন্য রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আরও প্রায় চার বছর (মৃত্যু ১৯৪৪-এর ১৬ জুন) প্রফুল্লচন্দ্র বেঁচে ছিলেন। সেই দীর্ঘজীবনও তার জনপ্রিয়তার সহায়ক হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রাদিত্যের অনুকূল পরশে জনসমাদরের হাতছানিতে নিজেকে অনেকটাই মেলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। এজন্য অবশ্য তাঁর মানসপ্রকৃতিই তাঁকে সেদিকে এগিয়ে দিয়েছিল । তিনি আপাদ-মস্তক বিজ্ঞানী হলেও নিবিড় সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। আর সেদিক থেকে বছর তিনেকের বড় হয়েও জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং সেই সূত্রে তাঁদের মধ্যে হার্দিক সখ্যতাও গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ থাকলেও উভয়ের মধ্যে সখ্যতা ছিল না। তার উপর প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানের স্বক্ষেত্র ছেড়ে সাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়ানো তো দূর অস্ত, উকি দিতেও তাঁর দ্বিধা ছিল। এজন্য তাঁর স্নেহধন্য ছাত্র তথা সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর সাহিত্যচর্চাকেও তিনি সুনজরে দেখেননি। এবিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পত্রাঘাতে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিজ্ঞানচর্চাকে লেখনীর মাধ্যমে জনপ্রিয় করার প্রয়াসও চালাননি। তাঁর সে-সব বিজ্ঞান-গবেষকদের জনাই সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে। ফলে রবীন্দ্রাদিত্য যেখানে জগদীশচন্দ্রের পূর্ণচন্দ্রের সহায়ক হয়ে উঠেছে, সেখানে প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষে চন্দ্রগ্রহণ হওয়াটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই গ্রহণ তাঁর সার্ধশতবর্ষেও যে কাটেনি, তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মাতোয়ারা বাঙালিই প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি উদাসীন হয়ে ছিলেন। অন্যদিকে গ্রহণের মধ্যেও যেমন চন্দ্র-সূর্যের অস্তিত্ব অবিনশ্বর থাকে, প্রফুল্লচন্দ্রও তেমনি বিজ্ঞানের খাসতালুকে আচার্য হয়েই বিরাজিত থাকবেন । সেক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের 'বসু বিজ্ঞান মন্দির', রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী'র মতো প্রফুল্লচন্দ্রের 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' প্রতিষ্ঠাতার আত্মপরিচয়ে আজও গৌরবান্বিত। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণীয় হয়ে থাকবেন অন্য কারণে। এবার সেই কথায় আসা যাক।

বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণোত্তর পরিসরে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় যে-দুজন কৃতী বাঙালির ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে, তাঁরা হলেন জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রথমজন বিজ্ঞানী ও সাহিত্যানুরাগী হিসাবে বাঙালি মানসে শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তা লাভে ধন্য হয়েছেন। দ্বিতীয়জনের পক্ষে শ্রদ্ধা অর্জন সহজ হলেও জনপ্রিয়তা সহজ লভ্য ছিল না। শুধু তাই নয়, বঙ্গভঙ্গপ্রতিরোধী আবেগ সমান্তরে পলেস্তারার মতো খসে পড়ায় বিস্মৃতির ইঁটের পাঁজর বেড়িয়ে পড়ে। ফলে ভারতের প্রথম ফার্মাটিক্যাল কোম্পানি ও 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' ক্রমে তথ্যের ইতিহাস হয়ে ওঠে। অন্যদিকে প্রফুল্লচন্দ্র এর বাইরে ঠিক কী আবিষ্কার করেছিলেন, তা আজও সাধারণ্যে প্রচারলাভ করেনি, উল্টে তাঁর আবিষ্কৃত মারকিউরাস নাইট্রেট নিয়ে পত্রপত্রিকায় অবাঞ্ছিত বিতর্কের অবকাশ তৈরি হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিজ্ঞানের পাদপীঠেও জনপ্রিয়তা লাভে ব্যর্থ হয়েছে। আসলে এই ব্যর্থতার নেপথ্যেই প্রফুল্লচন্দ্রের সার্থকতা বিরাজমান। জলের উপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হওয়ার মধ্যে মূল্যায়নের অভাব থাকলে পাঁচসিকে বাঁচানো ছাড়া অন্যকিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সেদিক থেকে সাধারণ্যে প্রফুল্লচন্দ্রের অস্তিত্ব কেবল বেঙ্গল কেমিক্যাল-এ স্থিত হয়েছে। অথচ মানুষটির জীবনযাপন ও কর্মসাধন প্রকৃতিই মানুষটির সবচেয়ে বড় পরিচয়, জাতীয় জীবনে অমূল্য মহার্ঘ্য। প্রতিভার আত্মপ্রকাশ দুরূহ কিন্তু সেই আত্মপ্রকাশের ক্ষমতাকে আত্মগোপন করা আরও দুরূহ। আর তা প্রতিভার পরাকাষ্ঠাতেই সম্ভব। সেই প্রতিভায় প্রতিভাশালী ছিলেন চিরকুমার প্রফুল্লচন্দ্র। ছোটবেলা থেকে বয়ে চলা রুগ্ন শরীরে আজীবন অতি দীন-হীন বেশে তা সপ্রমাণ করে গিয়েছেন। অন্যদিকে সাধনার জন্য সাধকের ভূমিকায় কতটা সংযম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তার পরিচয়েও প্রফুল্লচন্দ্র অনন্যসাধারণ হয়ে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্সি কলেজে'র এই প্রাক্তন অধ্যাপক ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানচর্চায় বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য সদা সতর্ক ছিলেন। এজন্য তাঁর পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের পরিত্যক্ত ডাবের ভাঙা খুলির ভেতরের শাসটি দেখানো সম্ভব হয়েছিল। আদতে তিনি ঝুনো নারকেলের কঠিন আবরণের মধ্যে শাঁস-জলকে লুকিয়ে রাখার মতো চারিত্রিক কঠোরতার মধ্যে তিনি মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতাকে আজীবন বয়ে চলেছেন। অথচ কাউকে কখনোই বুঝতে দেননি। এখানেই তাঁর মহানুভবতা এবং এজন্যই তাঁকে ঋষিকল্প বিজ্ঞানী মনে হয়। এই বিরল মহত্ত্বের দৃষ্টান্তেও প্রফুল্লচন্দ্র চিরস্মরণীয়ই নয়, অবিস্মরণীয়ও।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

কবিগুরুর বেদনার্ত ও কষ্টের জীবন

এস ডি সুব্রত

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাসুন্দরী দেবীর সন্তান আমাদের বিশ্বকবি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি জাতির গর্ব । বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছেন দুহাত উজার করে। মানবজীবনের প্রায় সকল বিষয় নিয়ে ভেবেছেন এবং লিখেছেন। পেয়েছেন যশ খ্যাতি। খ্যাতির আড়ালে পেয়েছেন অনেক দুঃখ যন্ত্রনা। প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্রের জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট থাকতে পারে, এটা ভাবা যায় না ঠিক।মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছেন বিস্তর। দুঃখ পেয়েছেন প্রেমে। কষ্ট সয়েছেন টাকার টানাটানিতে। বেদনা পেয়েছেন বন্ধু আপনজনদের থেকে। কবির জীবন ভরা ছিল নানা বেদনায় আর আপনজনদের অসময়ে চলে যাওয়ায়।

রবীন্দ্রনাথ তার জীবনে অনেক দুঃখ সয়েছেন পরিবারের আপনজনের মৃত্যু দেখে। তিনি ৮০ বছর আয়ুষ্কাল পেলেও তার ১৫ ভাই-বোনের মধ্যে বেশিরভাগই অল্প বয়সে মারা যান। মাত্র ৪১ বছর বয়সে তিনি তার স্ত্রীকে হারান। সন্তানদের মধ্যেও বেশিরভাগই অল্প বয়সে মারা যান।

কবিতায় তিনি দূরে সরাতে চেয়েছেন মৃত্যুকে বারবার। কবির ভাষায় —

'তবে মৃত্যু দূরে যাও
এখনি দিয়ো না ভেঙে এ খেলার পুরি
ক্ষণেক বিলম্ব করো
আমার দুদিন হতে করিয়ো না চুরি।'

এ দুঃখ কষ্টকে মেনে নিয়েই তিনি সম্মুখপানে অগ্রসর হয়েছেন। তার সমসাময়িক লেখকদের কাছ থেকেও তিনি অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছেন। তিনি তার বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাছ থেকে যে আঘাত পেয়েছেন তা-ও নীরবে সয়ে গেছেন। সেসময়কার কলকাতার বুদ্ধিজীবীরাও তার প্রতি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আক্রমণ করেছেন। রাজনীতিতেও রবীন্দ্রনাথ একবার দুবার নয়;বহুবার নিহত হয়েছেন। তাকে তিন ধরনের রাজনীতি সামলাতে হয়েছে। মুসলিম জাতীয়তাবাদ, হিন্দু জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

১৯১৩ সালের ১৪ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার প্রদানের ঘোষণার পরে কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায়, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও রবীন্দ্র অনুরাগী শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধিগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ২৩ নভেম্বর ১৯১৩ তারিখে তারা রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেবেন। ২৩ নভেম্বর ১৯১৩ সালে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কবির বন্ধু স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুকে সভাপতি করা হয়। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেই কবি নিবেদিত অভিনন্দনের জবাবে ভাষণে তার অন্তরে দীর্ঘদিনের লালিত পুঞ্জিভূত ব্যথা প্রকাশ করেন। তার সেদিনের সেই ভাষণের কিছু অংশ এরকম — 'আজ সমস্ত দেশের নামে আপনারা যে সম্মান দিতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তা অসঙ্কোচে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করি এমন সাধ্য আমার নেই। কবি-বিশেষের কাব্যে কেউ বা আনন্দ পান, কেউ বা উদাসীন থাকেন, কারো বা তাতে আঘাত লাগে এবং তারা আঘাত দেন। আমার কাব্য সম্বন্ধেও এই স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি, এ কথা আমার এবং আমাদের জানা আছে। দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পৌঁছেছে তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতকাল তা আমি নিঃশব্দে বহন করে এসেছি।...'।

এ ভাষণে তিনি আরও বলেন; 'অতএব আজ যখন সমস্ত দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে আপনারা আমাকে সম্মান-উপহার দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তখন সে সম্মান কেমন করে আমি নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করব? এ সম্মান আমি কতদিনই বা রক্ষা করব? আমার আজকের এ দিন তো চিরদিন থাকবে না, আবার ভাটার বেলা আসবে তখন পঙ্কতলের সমস্ত দৈন্য আবার তো ধাপে ধাপে প্রকাশ হতে থাকবে।' তিনি অত্যন্ত মার্জিতভাবে অভিনন্দন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং সুশোভন ভাষায় তার দীর্ঘকালের বিরোধী ও বিদূষকদের সমালোচনাও করেছেন। তিনি কতটা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন এবং সত্যকে আঁকড়ে ধরেছেন তা তার কবিতায় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলতেন, জীবনে কারণে অকারণে ছোটখাটো মিথ্যা বলা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তার 'শেষ লেখা' কাব্যগ্রন্থে 'রূপ নারানের কূলে' কবিতায় সেই কঠিন সত্য উচ্চারণ করেছেন এভাবে

'রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
.....
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।'

মানব জীবন স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা অনেক কঠিন। সেই কঠিনকে সবাই ভালোবেসে আলিঙ্গন করতে পারে না। তিনি সমালোচকদের বিরোধিতায় কখনো পিছপা হননি।

শান্তিনিকতনে যখন বসলেন শিক্ষাগুরুর আসনে। শুরু হলো টাকার টানাটানি । সে সময়ে পাশে দাঁড়ালেন স্ত্রী মৃণালিনী। এ সময় কবির আক্ষেপ এরকম— 'কী দুঃখের সে-সব দিন গেছে যখন ছোটোবৌর গহনা পর্যন্ত নিতে হয়েছে। ...এই রকম সাহায্য স্বদেশবাসীর কাছে পেয়েছি।'

এরপর একটি মৃত্যুশোক। সে বড়ই দুঃখের ইতিহাস।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য পরিশ্রম টানতে পারলেন না মৃণালিনী দেবী। অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বোলপুর থেকে কলকাতায় ফিরে অসুস্থতা আরও বাড়ল। অসুস্থ স্ত্রীর সেবা করা দায়িত্ব নিলেন রবীন্দ্রনাথ। নার্স নিযুক্ত করলেও ভরসা রাখতে পারলেন না। সব চেষ্টা ব্যর্থ। পরপারে চলে গেলেন মৃণালিনী। শোকে পাথর রবীন্দ্রনাথ। ১১ দিন পর দীনেশ চন্দ্র সেনকে লিখলেন, 'ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়েছেন, তাহা যদি নিরর্থক হয়, তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে। ইহা আমি মাথা নিচু করিয়া গ্রহণ করিলাম।' ছোট ভাই বুধেন্দ্রনাথ যখন মারা যান রবীন্দ্রনাথ তখন এতই ছোট যে সেই মৃত্যু স্মৃতিতে দাগ কাটেনি। দাগ কাটল মায়ের মৃত্যু। ১৮৭৫ সাল। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে ১০ মার্চে পরপারে চলে গেলেন মা সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথের তখন সাড়ে ১৩ বছর, 'প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম তখনো সে কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁর সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপর শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোন প্রমাণ ছিল না।' মৃত্যুশোকের বড় ধাক্কা খেলেন ১৮৮৪ সালের ১৯ এপ্রিল । নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করলেন।

শোকগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনের এ এক বড় ধাক্কা।

৩৩ বছর পর, অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠিতে লিখলেন নতুন বৌঠানের কথা, 'তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল'।

নতুন বৌঠানের মৃত্যুতে খুব একা হয়ে পড়েন কবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং খ্যাতিমান প্রবন্ধকার ছিলেন ১৮৯৯ সালের ২০ আগস্ট অকালে মৃত্যুবরণ করেন । অকালপ্রয়াত ভাইপোর মৃত্যুতেও প্রচন্ড আঘাত পেয়েছিলেন কবি । এরপর বড় ধাক্কা খেলেন স্ত্রীর মৃত্যুতে। স্ত্রী হারিয়ে কবি হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তাইতো লিখেন—

'এই অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দনে ' যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয় তবু চলে যায়।'

১৯০২ সালে কবি পত্নীর মৃত্যুর পর ভীষণ বেদনাবোধ কবির জীবনকে পাতা ঝরা বৃক্ষে রুপান্তরিত করল । এরপরও কবি অসীম ধৈর্য্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন আপনজনদের মৃত্যু। ক্লান্তি ভুলার শক্তি প্রার্থনা করেছেন বিধাতার কাছে —

'ক্লান্তি আমায় ক্ষমা কর প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।
...এই দীনতা কৃষ্ণা করো প্রভু
পিছন পানে তাকাই যদি কভু।'

সামলে উঠতে না উঠতেই সামনে এলো আরও বড় দুঃখের দিন। স্ত্রী মারা যাওয়ার নয় মাস পরে চলে গেলেন মেজ মেয়ে রেণুকা। বাবা রবীন্দ্রনাথের আদরের 'রানী'।

দশ বছর বয়সে রেণুকার বিয়ে হয় ১৯০১ সালের ১৫ জুনে। বিয়ের এক বছরের মাথায় অসুস্থতা বাড়তে থাকে। প্রথমে জ্বর। এরপর কাশি।

আষাঢ় মাস। অঝোর ধারায় ঝরছে বৃষ্টি। ১৯০৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। বাবার হাত ধরে শুয়ে আছে রেণুকা। বাবার কাছে শেষ আবদার, বাবা একবার পিতা নোহসি বলো। বাবার কাছ থেকে উপনিষদের মহামন্ত্র শুনতে-শুনতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন রেণুকা। রেণুকার মৃত্যুর এক বছর এক মাস চার দিন পর পরপারে চলে গেলেন বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাবা মারা যাওয়ার পর প্রিয় বন্ধু মোহিতচন্দ্র মারা গেলেন। এবার পুত্র হারানোর শোক। পুত্র শমীন্দ্রনাথকে হারাতে চলেছেন কবি। শমীর সঙ্গে কবির চেহারার মিল সবার চোখে পড়ত। মিল ছিল আচরণে। মিল ছিল স্বভাবে। ১৬ অক্টোবর, সাল ১৯০৭। বিজয়া দশমীর দিন শ্রীশচন্দ্রের ছেলে শমীর বন্ধু সরোজচন্দ্রের সঙ্গে মুঙ্গেরে রওনা হয় শমী। সরোজের নানাবাড়ি। কয়েক দিন পর শান্তিনিকেতন ফেরার কথা। পথ চেয়ে আছেন কবি। খবর এলো, শমীর কলেরা হয়েছে। অসহায় বাবা। চিকিৎসক সঙ্গে নিয়ে ছুটলেন মুঙ্গেরে। সব চেষ্টা ব্যর্থ। ১১ বছরের শমীন্দ্র চলে যায় পরপারে...

শেষকৃত্য হলো মুঙ্গেরের শ্মশানে। গেলেন না বাবা। অন্যরা শ্মশান থেকে ফিরে এসে দেখলেন পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন বাবা রবীন্দ্রনাথ। রাতেই ফিরে এলেন শান্তিনিকেতন। শব্দহীন কান্নায় ভারী হয়ে উঠল শান্তিনিকেতনের বাতাস। মাধুরীলতা। ঠাকুরবাড়ির আদরের বেলা।

জন্ম ২৮৮৬ সালের ২৫ অক্টোবর। ১২ বছর বয়সে বেলা বিয়ে হয়। জামাই কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র শরৎচন্দ্র। শরৎ কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। অনেক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে বেলার বিয়ে হয়। কিন্তু জামাই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কন্যার সুসম্পর্ক হলো না। প্রথম বিরোধের শুরু দুই জামাইয়ের মধ্যে। কবির ইচ্ছায় দুই মেয়ে-জামাই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বাস করছেন। কনিষ্ঠ জামাই নগেন্দ্রনাথকে দিলেন জমিদারি, আদি ব্রাহ্মসমাজ, জোড়াসাঁকোর বাড়ি ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দায়িত্ব। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাই শরৎচন্দ্রকে বিশেষ কিছু না দিয়ে বিদেশ ভ্রমণে যান কবি। এটাই বিরোধের প্রধান কারণ। দুই জামাই ও মেয়েদের বিরোধে শান্তি পেলেন বাবা রবীন্দ্রনাথ। দুঃখে ভারী হলেন নোবেলপ্রাপ্তির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। অসুস্থ হলেন কন্যা মাধুরীলতা। জ্বর দিয়ে শুরু। ধরা পড়ল যক্ষ্মা।

ছুটে গেলেন বাবা রবীন্দ্রনাথ। কয়েক দিনের অসুস্থতার পর মারা যান মাধুরীলতা। দিনটি ১৯১৮ সালের ১৬ মে। এদিকে দিনে-দিনে তীব্র হচ্ছে কবিগুরুর অর্থসংকট। কখনো বিজ্ঞাপনের মডেল আবার বিজ্ঞাপনের স্ক্রিপ্ট লিখে দিচ্ছেন শুধু টাকার জন্য। পত্রিকায় কবিতা ছাপতে চাইলে বলছেন, কত টাকা দেবে? কন্যা মাধুরীলতা মারা যাওয়ার তিন বছরের মাথায় মারা যান দাদা সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২২ সালের ৩০ জানুয়ারি। পরের বছর ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মারা গেলেন স্নেহধন্য সুকুমার রায়। এ বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর মারা যান কাছের বন্ধু উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়ারসন। বন্ধু পিয়ারসনের মৃত্যুর তিন দিনের মাথায় মারা গেলেন বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৃত্যু শোকে বিপর্যস্ত কবি। দুঃখে জর্জরিত রবীন্দ্রনাথ। নাম যশ আর খ্যাতির আড়ালে কিছু কাছের মানুষের দেওয়া দুঃখ ব্যাথা, অসময়ে ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, ভাই হারানোর যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন বিশ্বকবি নিদারুনভাবে। তাইতো তিনি এমনভাবে বলতে পেরেছেন —

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ঋণ পরিশোধ হয়নি, বাড়ির দখল নিল ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ঋণ পরিশোধ না করায় এবার বাড়ির দখল নিল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। সিল করা দেওয়া হল বাড়ি। ব্যাংক কর্মীদের সঙ্গে ছিল পুলিশ ও আইনজীবী।

আরামবাগের পারুল এলাকার বাসিন্দা অনন্ত খাঁ, আরামবাগের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ লোণ নেন। সুদ সহ বর্তমান পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। সেই টাকা না দেওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালতের নির্দেশেই মঙ্গলবার আরামবাগ থানার পুলিশকে সঙ্গে হাজির হয় অনন্ত খাঁয়ের বাড়িতে। বাড়ির ভেতরে এক মহিলা থাকলেও বাড়ির বাইরে থেকে গেটে তালা দেওয়া ছিল। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করার পরও গেট খোলেননি কেউ। তাই বাধ্য হয়েই ব্যাংকের কয়েক জন কর্মী হাতুড়ি দিয়ে তালা ভেঙে বাড়ির ভেতরে ঢোকেন। পরে ভেতরে থাকা ওই মহিলা তথা অনন্ত খাঁয়ের স্ত্রী মুনমুন খাঁকে ব্যাংক কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা

করতে বলা হয়। একের পর এক বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র বের করতে শুরু করে দেয়। সেই ঘটনা দেখে পুলিশের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে মুনমুন খাঁ। জানা গিয়েছে, স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রী মুনমুন খাঁয়ের নামেও লোন ছিল। তবে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বাড়ি থেকে জিনিস পত্র বের করার কাজ।

পরে সিল করে দেওয়া হয় বাড়ির গেট গুলি। ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের আরামবাগ শাখার এক আধিকারিক প্রশান্তকুমার জানান, অনন্ত খাঁয়ের বাড়ি গোঘাটের বালিদেওয়ানগঞ্জ এলাকায়। বেশ কয়েক বছর আগে গোঘাট থেকে আরামবাগে এসে একটি কোম্পানির মাল সামগ্রী সাপ্লাইয়ের কাজ শুরু করে। প্রথমে ২ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। সেই থেকে লেন দেন ভালো করতেন তিনি। তা থেকেই লোনের পরিমাণ ২ কোটির বেশি হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে সুদ সহ ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা হয়েছে। সেই লোনের টাকা পরিশোধ করার জন্য বারবার নোটিস দেওয়া হলেও তা পরিশোধ করেনি। বাধ্য হয়ে আদালতের কাছে অনুমতি নিয়ে বাড়িটি দখল নেওয়া হচ্ছে।

গণনাকেন্দ্রে বিডিওকে নিগ্রহের মামলায় ৪ বিজেপি নেতার জামিনের আর্জি খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনায় তৃণমূল কংগ্রেসকে কারচুপিতে মদত দেওয়ার অভিযোগে গণনাকেন্দ্রের ভেতরে রায়গঞ্জের বিডিওকে শারীরিক ভাবে নিগৃহীত করার ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা মামলায় ৪ জন বিজেপি নেতার আগাম জামিনের আবেদন এদিন খারিজ করল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন কোর্ট।

১২ জুলাই ভোরে রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া চলছিল। সেই সময় দেবশ্রী চৌধুরী সহ বিজেপি নেতৃত্বরা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে বিডিওর ঘরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর সহ বিডিওকে লক্ষ্য করে চেয়ার ছোড়ার পাশাপাশি বিডিওকে চরম হেনস্তা ও গালাগালি এবং প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ ওঠে। পুলিশের উপস্থিতিতেই বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার ওই চেম্বারের টেবিল উলটে ফেলে বিডিওকে লক্ষ্য করে চেয়ার ছুড়ে মারেন বলে অভিযোগ। দপ্তরের এক কর্মীর তৎপরতায় বিডিও বেঁচে যান। পাশে দাঁড়িয়ে সাংসদ বিডিওকে হুমকি দিতে থাকেন বলে অভিযোগ। কার্যত বিডিওর চেম্বারে তাণ্ডব চালিয়ে সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী দলবল নিয়ে গণনাকেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে যান বলেও দাবি। এই ঘটনার পর বিডিও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে তড়িঘড়ি রায়গঞ্জ মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে রায়গঞ্জের বিডি ও শুভজিৎ মণ্ডল এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিডিও তাঁর অভিযোগে জানিয়েছেন, রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী, বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার,সহ সভাপতি নিমাই কবিরাজ,জেলা পরিষদের প্রার্থী বিভাস বিশ্বাস সহ একাধিক বিজেপি কর্মী তাঁর চেম্বারে ঢুকে অশ্লীল গালিগালাজ করার পাশাপাশি তাঁকে শারীরিক ভাবে নিগৃহীত করেন। পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তি ও নথিপত্রর ক্ষতি করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আইপিসি ৪৪৮,৩৪১, ৩৫৩,৩৩২, ৩৪ এবং ৩/৪ পিডিপিপি আইনে মামলা শুরু করে।

সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'বিডিওকে নিগৃহীত করার অভিযোগে জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার, নিমাই কবিরাজ, বিভাস বিশ্বাস ও রাজেশ বিশ্বাস নামে ৪ জন আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। এদিন ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জজ পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী প্রথম শুনানিতেই সেই আবেদন খারিজ করে দেন।'

বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার দাবি করেন, 'বিডিও মিথ্যাচার করছেন।দিনভর গণনায় যে কারচুপি হয়েছে তার কারণ জানতে বিডিওর কাছে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে বাকবিতন্ডা হয় বিডিওর সঙ্গে। তবে বিডিওকে কোনও মারধর করা হয়নি, সবটাই মিথ্যে অভিযোগ। আমরা আগাম জামিনের আবেদন করেছিলাম। জানতে পেরেছি তা খারিজ হয়ে গিয়েছে।'

ডেঙ্গিতে আক্রান্ত ৪০, হাসপাতালে ভর্তি জ্বরে আক্রান্ত সংখ্যা শতাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সীমান্ত থেকে সুন্দরবন সব জায়গাতেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গি ও জ্বর আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা। তবে এ নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলাশাশাসক থেকে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা। ডেঙ্গি প্রতিরোধে প্রচার চলছে বললেও পঞ্চায়েত এলাকায় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মশা বাহিত এই রোগ। কে প্রধান হবে, কে সমিতির সভাপতি হবেন, কেকর্মাধ্যক্ষ বা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পাচ্ছেন তাই নিয়েই প্রতিযোগিতা তুঙ্গে। কেউ কেউ ডেঙ্গি প্রতিরোধের কথা ভুলে ভালো পদ পেতে সকাল বিকেল নেতাদের বাড়ি দৌড়চ্ছেন। ফলে শিকেয় উঠেছে ডেঙ্গি প্রতিরোধের কর্মসূচি।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার ১০টি ব্লকে ডেঙ্গু আক্রান্ত সংখ্যা ৪০ ছাড়িয়েছে। ভাইরাল ফিভার নিয়ে বহির্ বিভাগে লম্বা লাইন। বেশি আক্রান্ত হচ্ছে ছোট ছোট শিশুরা যাদের বয়স এক থেকে দশ বছরের মধ্যে। আবার বয়স্ক বৃদ্ধাবৃদ্ধ আক্রান্ত হচ্ছেন। গত চার মাস অর্থাৎ এপ্রিল মাস থেকে জুলাইয়ের মাঝখান পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সঙ্গে ছিল ১৭৬ জন সেটা গত সাত দিনে বেড়ে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১৬ জন। আর জ্বর বলতে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি সেই ছবি দেখা যাচ্ছে। বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রবিউল ইসলাম গায়েন এই কথা জানিয়েছেন। বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার অধীনে বাদুড়িয়া বেশি জ্বরে ও ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে। পাশাপাশি হাড়োয়া মিনাখাঁ, সন্দেশখালি বসিরহাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জ্বর আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। সবমিলিয়ে জ্বরে কাবু সীমান্ত থেকে সুন্দরবন সহ বসিরহাটের বিস্তীর্ণ এলাকা।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড

CIN: L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস : ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০ ০২০
টেলি. নং ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭
ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.neelachal.co.in

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা ০৯ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ বুধবার কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে ৩০ জুন, ২০২৩ -এ সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক এবং তিন মাসের কোম্পানির অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন ও নথিভুক্ত করা হবে।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা — তেজস দোশী
তারিখ: ০১ অগস্ট, ২০২৩ — ডিরেক্টর

জেলা- নদীয়া মোকাম নবদ্বীপের মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট(সিভিল জজ) আদালত
মিস (সাকশেসন) কেস নং ০৮/২০২২
দরখাস্তকারীঃ- করবী রায় বিশ্বাস, স্বামী-মৃত রতন কুমার বিশ্বাস, সাং- পাতাল সাধু সরণী, ওয়ার্ড নং ২২, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী তাহার মৃত স্বামীর ত্যক্ত টাকা পাইবার জন্য অত্র আদালতে একটি দরখাস্ত করেন। এক্ষনে উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে সংবাদ পত্রে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। আদালতে শীল মোহর যুক্তে এই নোটিশ দেওয়া হইল।

তপশীল

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সমুদ্রগড় ব্রাঞ্চ এ স্বর্গীয় রতন কুমার রায় এর নামে গচ্ছিত টাকার পরিমান ও এ্যাকাউন্ট নং-

এ্যাকাউন্ট নং	টাকার পরিমান
১) ২০০২০২০২৮৬৭	২৩,৯২,০৩১.২৭ টাকা
২) ৩৭৭৩৪৩৯৩৩৭৮	২,০০,০০০.০০ টাকা
৩) ৩৭৭৩৪৪১১১৭৪	৫,০০,০০০.০০ টাকা
৪) ৩৭৭৩৪৪১৬৬৭১	৫,০০,০০০.০০ টাকা
৫) ৩৭৭৩৪৪১৭১৩২	৫,০০,০০০.০০ টাকা
৬) ৩৭৭৩৪৪১৭৫৭৪	২,০০,০০০.০০ টাকা
৭) ৩৭৭৩৪৪১৮০২৩	২,০০,০০০.০০ টাকা
৮) ৩৭৭৩৪৪১৮৩২৯	২,০০,০০০.০০ টাকা
৯) ৩৭৭৩৪৪১৮৭৫৯	২,০০,০০০.০০ টাকা
১০) ৩৭৮০৩৭৬৮৮০৭	১,০০,০১৭.০০ টাকা
১১) ৩৭৮০৩৬১৪৩০২	২,০০,০৩৩.০০ টাকা

মোট ৫১,৯২,০৮১.২৭ টাকা (একান্ন লক্ষ বিরানব্বই হাজার একাশি টাকা সাতাশ পয়সা)

আদালতের আদেশানুসারে
Ripan Majumder
সেরেস্তাদার
নবদ্বীপ কোর্ট

বর্ধমান আঞ্চলিক দপ্তর

বৈঙ্ক ऑफ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond banking
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪) [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৪.০৫.২০২৩ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী সেখ সেলিম** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ **৯,১২,০০৫.৮৩ টাকা (নয় লক্ষ বারো হাজার পাঁচ টাকা এবং তিরাশি পয়সা)** (১৩.০৩.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক বকেয়া) তৎসহ আরও সুদ বার্ষিক @ ৯.১০% হারে ১৪.০৩.২০২৩ থেকে মাসিক অবশিষ্ট এবং পেনাল সুদ বার্ষিক @ ২.০০% সহ উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১ অগাস্ট, ২০২৩** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেনে **৯,১২,০০৫.৮৩ টাকা** এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

৪ ডেসিমেল পরিমাপের একটি এলাকা নিয়ে গঠিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- বেলুট, জেএল নং- ৫৪, এলআর খতিয়ান নং ৮৬৮. এল.আর. প্লট নং ২০৩৫ এ অবস্থিত, দলিল নং - আই-২২০৭, থানা- মেমারি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৫১ এডিএসআর- বর্ধমান অফিসের এক্তিয়ারাধীন।

পরিবেষ্টিত: উত্তরে - সেখ সেলিম -এর দোকান, দক্ষিণে- অনিল ঘোষের জমি সম্পত্তি, পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে- সেখ জাহাঙ্গীর -এর বাড়ি।

তারিখ: ০১.০৮.২০২৩ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: পালসিট — **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — নবদ্বীপ ব্রাঞ্চ (০২০৯০)
পো. এবং থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৩০২, ফোন - ০৩৪৭২-২৪২৬৭৫, ইমেল - sbi.02090@sbi.co.in

{ রুল-৮(১) } **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নবদ্বীপ শাখার অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে (নিম্নে উল্লিখিত তারিখগুলি) ষাট দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ (নিম্নে বর্ণিত মতে) আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নবদ্বীপ শাখার নিকট বকেয়া পরিমাণ (নিম্নে বর্ণিত মতে) পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক) ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম খ) জামিনদাতা(গণ) এর নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) মোট ঋণ বকেয়া
ক) জয় মা কালী টেক্সটাইল **স্বত্বা : গৌরাঙ্গ দেবনাথ** পিতা প্রয়াত জগবন্ধু দেবনাথ গ্রাম :- বিপ্র নগর, স্বরূপগঞ্জ, পো-মহেশগঞ্জ, থানা-নবদ্বীপ, পিন- ৭৪১৩১৫, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। **ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট নং :-** ৩৩২৭১১৯৬৫৩৩, **জিইসিএল এ/সি নং : ৩৯৩৯৯৩৫০১৭৮** **এফআইটিএল এ/সি নং :** ৪০৪৭৯৬০৯৯৯৫ **খ) জামিদাতা : শ্রী হরেকৃষ্ণ দেবনাথ** পিতা প্রয়াত জগবন্ধু দেবনাথ **জামিনদাতা : শ্রী নিতাই দেবনাথ** পিতা প্রয়াত জগবন্ধু দেবনাথ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ডেলা নদিয়াস্থিত : জমি সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক মৌজা :১৭, গদিগাছা, মোট এরিয়া জমির ০.২৬ একর বা ২৬ ডেসিমেল, খতিয়ান নং আরএস ১৭৫৬, ১৭৫৪, এবং এলআর ৩০৪৩, ৩০৪৪, ৩০৪৫ ,দাগ নং আরএস এবং এলআর ৬৬০, ৬৬১,৬৬২ পঞ্চায়েত অধীন, থানা- নবদ্বীপ, এডিএসআর :- নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া, স্বত্ব দলিল নং ২১৬১ -২০০০ সালের এবং দলিল নং- ১৪০৩ -১৯৯৯ সালের। **সম্পত্তি শ্রী গৌরাঙ্গ দেবনাথ বেং নিতাই দেবনাথ, পিতা প্রয়াত জগবন্ধু দেবনাথ এবং শ্রী হরেকৃষ্ণ দেবনাথ পিতা প্রয়াত জগবন্ধু দেবনাথের নামে সমুদয় সম্পত্তি।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :- উত্তরে** - মালিকের জমি, **দক্ষিণে**- রাখাল দেবনাথের জমি, **পূর্বে**- মালিকের জমি, **পশ্চিমে**- পঞ্চায়েত রোড সমন্বিত।	১) ০৮.০৫.২০২৩ ২) ২৮.০৭.২০২৩ **৩) ৫৬,২৯,০১১.০০ টাকা** (ছাপ্পান্ন লাখ ঊনত্রিশ হাজার এগারো টাকা) টাকা, ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ ৬০ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে।

তারিখ : ০২.০৮.২০২৩ — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার
স্থান : নবদ্বীপ — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নবদ্বীপ শাখা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

GIC HOUSING FINANCE LTD.
রেজি. অফিস - ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০, **শাখা অফিস** - এমএনএভি-২০, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, নর্থ এভিনিউ, ১ম তল, ওয়াটার ট্যাঙ্ক এবং কালী মন্দিরের বিপরীতে, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর ৭১৩২১৬, ফোন - ০৩৪৩-২৫৪২৫৮৭/৮৮, ইমেল : durgapur@gichfindia.com, ওয়েবসাইট : www.gichfindia.com

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রে গত ২৯.০৭.২০২৩ তারিখের সংস্করণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সংশোধিত রূপ নিম্নে দেওয়া হল।

দাবি নোটিশ (২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে)

জিআইসিএইচএফ লি. কলকাতা শাখা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণকে বসবাসের প্রেমিসেস/ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য অথবা বসবাসের সম্পত্তি সংগ্রহের জন্য ঋণ মঞ্জুর করেছিল যা সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত হিসেবে জিআইসিএইচএফ লি.-এর অনুকূলে। সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট চূড়ান্তভাবে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হয়, ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলীর অধীনে।
জিআইসিএইচএফ লি. কলকাতা শাখা ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং ঋণগ্রহীতাগণকে মোট বকেয়া পরিমাণ এই নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ এবং চার্জ চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া মূল অর্থাঙ্কের সঙ্গে সম্পূর্ণ আদায়দান পর্যন্ত এবং/বা আদায় হওয়া পর্যন্ত, অন্যথায় ব্যর্থ হলে জিআইসিএইচএফ লি. উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
আপনাদের আরও অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ এর উপধারা অধীনে আপনারা সংশ্লিষ্ট জমি বিক্রয়, লিজ অথবা অন্যভাবে জামিনদত্ত সম্পদ হস্তান্তর করতে পারবেন না জিআইসিএইচএফএল-এর আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হিসেবে উক্ত আইনের ২৯ ধারা অধীনে।
সংশ্লিষ্ট নোটিশ জিআইসিএইচএফএল কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই আপনাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য আইনের সংস্থান অধীনে ইস্যু করেছে।
নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে উক্ত আইনের ১২ উপধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই নোটিশ ইস্যু করেছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম/লোন ফাইল নং/ব্রাঞ্চ নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির ঠিকানা	প্রেরিত দাবি নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১.	WB0460610002089 রাজীব চট্টরাজ (আবেদনকারী)	জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪.৭৪ডেসিমেল আরএস এবং এলআর প্লট নং ৭২৫, খতিয়ান নং ৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৭৮৭, অবস্থিত মৌজা- দুর্লভপুর, জেএল নং ৩৩, থানা- গঙ্গাজলঘাটি, অ্যাডি. ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস গঙ্গাজলঘাটি, জেলা-বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ : ৭২২১৩৩, নির্মাণ এরিয়া ১৪৮৮ বর্গফুট (জামিনদত্ত সম্পদ)।	০৩.০২.২০২৩	২১,১৯,৫৮১/-
২.	WB0460610002174 নির্মল কুমার মন্ডল (আবেদনকারী) নীলাঞ্জনা মন্ডল (সহ-আবেদনকারী)	সম্পত্তি অবস্থিত জমির পরিমাণ ২.৮১ কাঠা, একতলা ভবন, কমবেশি নির্মিত এরিয়া একতলায় ৯৮৪ বর্গফুট, প্লট নং ৫০৬, বরাচক আসানসোল, সেক্টর ওয়ার্ড নং ৫০, জেএল নং ১১, আরএস খতিয়ান ৪০/১, এলআর নং ৫০২, হোল্ডিং নং ১৮৯, মৌজা- বরাচক, বরাচক আসানসোল, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ : ৭১৩৩০১ (সম্পদ জামিনদত্ত)।	১৮.০৫.২০২৩	১৭,৪০,০১৬/-
৩.	WB0460610002204 অ্যালেশ কুমার পান্ডে (আবেদনকারী)	জমির পরিমাণ ৩.৫ কাঠা, দ্বিতল ভবন কমবেশি নির্মিত এরিয়া একতলায় ১০০০ বর্গফুট এবং ২য় তলে ১০০০ বর্গফুট, প্লট নং সিসি/৪, কল্যাণপুর স্যাটেলাইট টাউনশিপ, পো- ধাদকা, থানা- আসানসোল (উ), জেলা পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল পুরসভা অধীন, মৌজা- দক্ষিণ ধাদকা, প্লট নং সিসি/৪, ব্লক : সিসি, সেক্টর - এইচ, হোল্ডিং নং ৬১০, ওয়ার্ড নং ২৫ (জামিনদত্ত সম্পদ)।	১৮.০৫.২০২৩	১২,১৭,৩৭১/-
৪.	WB0460610001930 ইন্দ্রদেও রায় (আবেদনকারী) লীলাবতী দেবী (সহ-আবেদনকারী)	জমির পরিমাণ ৮ ডেসিমেল বা ৫ কাঠা ৪ ছটাক, অবস্থিত মৌজা- দক্ষিণ ধাদকা, জেএল নং ২৭, আরএস প্লট নং ৪৫৭, আরএস খতিয়ান নং ৮৯২, এলআর প্লট নং ৭৬৯, এলআর খতিয়ান ২২০৯, অবস্থিত রাম কৃষ্ণ ডঙ্গল, আসানসোল, পো- ধাদকা, থানা- আসানসোল (উ.), জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ : ৭১৩৩০২, রূপকথা সিনেমা হলের নিকট, মোট নির্মাণ এরিয়া ৯০২ বর্গফুট একতলায় এবং ১২৪ বর্গফুট দ্বিতীয় তলে (জামিনদত্ত সম্পদ)।	০৩.০২.২০২৩	৬,২৭,৫২৬/-

এই নোটিশটি ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানার বাইরের অংশেও সাঁটানো হয়েছে

তারিখ : ২৯.০৭.২০২৩ — জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্থান : দুর্গাপুর — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

SBI — জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)]

মেসার্স সাগর এন্টারপ্রাইজ
স্বত্বাধিকারী - রফিক উল ইসলাম, আওয়ালসিদ্ধি জিরাট, পো-হিসাবি, জেলা- ২৪ পরগনা (উ.), পিন- ৭৪৩২২১
শ্রী লোকনাথ বোস (জামিনদাতা -মেসার্স সাগর এন্টারপ্রাইজ)
৪০বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, থানা-নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা - ৭০০০০৯
এসএআরবি/ সাউথ বেঙ্গল/২০২৩-২৪/এসএমএস/৩৬৮ — তারিখ : **২৭.০৭.২০২৩**
মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,
স্বত্ব দখলের তারিখ ২৬.০৫.২০২৩
এ/সি নাম : মেসার্স সাগর এন্টারপ্রাইজ

সংশ্লিষ্ট আমাদের পূর্বের পত্র নং এসএআরবি/সাউথ বেঙ্গল/২০২৩-২৪/একে/১৪৮। আবারও আমরা আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির **স্বত্ব দখল** করেছে ২৬.০৫.২০২৩ তারিখে ডিএম দক্ষিণ ২৪ পরগনার নির্দেশ মোতাবেক উল্লেখ্য মেমো নং ১৪৬৮/সারফেসি তারিখ ২১.০৭.২০২২ অনুযায়ী। সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখলের সময়ে আপনি বা আপনার কোনও প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। সংশ্লিষ্ট তালিকা এবং পঞ্চননামা ইতিমধ্যেই আপনাকে পূর্বের পত্র মারফত জানানো হয়েছে।

অতএব আমরা আপনার অবগতির অনুরোধ করছি অনুগ্রহ করে তালিকায় উল্লিখিত যাবতীয় দফাগুলি সংশ্লিষ্ট পত্র পাওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অপসারণ করতে এবং ভবনটি খালি করতে অন্যথায় ব্যাঙ্ক আইন মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ই-নিলাম মাধ্যমে শীঘ্রই বিক্রি করবে এবং বিক্রির সময়ে তালিকা অনুযায়ী দ্রব্যাদির কোনও দায়দায়িত্ব ব্যাঙ্ক গ্রহণ করবে না।

অনুগ্রহ করে অনতিবিলম্বে ভবনটি খালি করতে হবে সময় নষ্ট না করে।
উক্ত সম্পত্তির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
সম্পত্তির মালিক : শ্রী লোকনাথ বোস
সম্পত্তির বিস্তারিত : সম্পত্তি অবস্থিত ৪০বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা পৌরসংস্থা অধীন, থানা-নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা- ৭০০০০৯, একটি দ্বিতল ভবন সংশ্লিষ্ট প্লট জমিস্থিত ১ কাঠা ৬ ছটাক, শ্রী লোকনাথ বোসের নামে, উল্লেখ্য দলিল নং আই- ০৩১০৪-২০০৯ সালের অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তি।

তারিখ : ০২.০৮.২০২৩ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা — **এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল**

জ্যোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

লিকুইডেটরের ঠিকানা : এন-৫২৭, ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
যোগাযোগ : - ৯১ ৯৮৩৬৯৪৩০৬৭,
ই-মেল : neeljanai@gmail.com; ip.santanu@gmail.com

বিক্রয় নোটিশ ই-নিলাম মাধ্যমে

সংশ্লিষ্ট মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা কর্তৃক ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, নিম্নস্বাক্ষরকারী জ্যোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট ডেটর)-দেউলিয়াগ্রস্ত, লিকুইডেটর কর্তৃক দেউলিয়া এস্টেট অংশ গঠিত, ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত টেবলে বর্ণিত বিস্তারিত মতে বিক্রয় করা হবে। কর্পোরেট ডেটর এর বিক্রি 'যেখানে যেমন আছে, যা আছে এবং কোনও পরিবর্তিত ভিত্তি ব্যতীত' সম্পাদিত হবে উক্ত কোনও সতর্কতা বা অবগত ব্যতীতই। উল্লিখিত বিক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, রাইট২ভোট ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড- অকশন ওয়েবসাইট মাধ্যমে https://Right2Vote.in, ১৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময়	১৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখ বেলা ১ টা থেকে বেলা ২ টার মধ্যে '৫ মিনিটের' অর্থাৎ শেষ ই-নিলাম যা শেষ নিলাম বন্ধের পূর্বে প্রতিটি ডাকের ক্ষেত্রে অসীমায়িত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হবে।
২.	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	আইএনআর ৩.৮৫ কোটি
৩.	সংশ্লিষ্ট স্থান এবং পর্যবেক্ষণ সম্পাদন করতে হবে	১৬ আগস্ট ২০২৩
৪.	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ বিকেল ৫টার পূর্বে
৫.	যোগ্যতার উপযুক্ততা এবং অন্যান্য বিস্তারিত	ই-মেল : ip.santanu@gmail.com মাধ্যমে আগ্রহ প্রকাশক ডাক দাখিলের পরই নিয়ম এবং শর্তাদির নথি পাওয়া যাবে।

আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত নিয়ম এবং শর্তাদি নথি ভাল করে অনুধাবন করে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজি হওয়ার পরই আগ্রহ প্রকাশক ডাক দাখিল করতে, যা সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াধীন মেল মাধ্যমে এবং পরবর্তী ব্যাখ্যার জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা/-
শান্তনু ভট্টাচার্য
লিকুইডেটর
স্থান : কলকাতা — জ্যোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড
তারিখ : ২.৮.২০২৩ — রেজি নং. - IBBI/IPA-001/IP-P01141/2018-19/11868

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল-৮(৬) দ্রষ্টব্য] বিক্রয়

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নোটিশ

স্থাবর সম্পদের বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতার)** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে** ২০.০৯.২০২৩ তারিখে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	ক) মেসার্স মনীষা এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি মনীষা সেন) খ) খিদিরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ১৩ ছটাক ৩০ বর্গফুট তদস্থিত নির্মাণ প্রেমিসেস নং ২৭/৩ সি, রাম কমল স্ট্রিট, খিদিরপুর, কলকাতা, পিন- ৭০০০২৩ , কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৭৬, থানা- ওয়াটগঞ্জ,জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ২৭ রাম কমল স্ট্রিট, দক্ষিণ : সাধারণের চলার পথ এবং প্রেমিসেস নং ২৭ রাম কমল স্ট্রিট (সুইট নং এফ২), পূর্বে : প্রেমিসেস নং ২৭/৩ (স্যুট নং ডি১) রাম কমল স্ট্রিট, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ২৭/৩ (স্যুট নং ডি২) রাম কমল স্ট্রিট সমন্বিত।	৫,১১,১৮৮.৮১ (পাঁচ লাখ এগারো হাজার, একশো অষ্টাশি টাকা এবং একাশি পয়সা) টাকা ৮.৯.২০২১ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক, অন্যান্য চার্জ ব্যয় ইত্যাদি সহ।	ক) ১৬,৮৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) আইডিআইবি৬২৬৪৩২৫৫৮৩ ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (২০.০৯.২০২৩) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০২.০৮.২০২৩ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

আব্রিটেশন প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত পর্যায়ে হাজিরার নোটিশ

একমাত্র আব্রিটেটর শিবাশিস সরকার (অবসরপ্রাপ্ত জেলা এবং অতিরিক্ত সেশন জজ)
আব্রিটেশন অফিস এবং স্থান : চেম্বার নং অভিনন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, ৪০ হরিপদ দত্ত লেন, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০৩৩
দাবিদার-কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস - ২৭, বি কে সি, সি-২৭, জি ব্লক, ব্রান্দাকুল্লা কমপ্লেক্স, ব্রান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বই - ৪০০০৫১ এবং
আমাদের একটি শাখা অফিসের ঠিকানা : ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, ব্লক বি, প্যান্টালুন্স বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০১৬

ক্রম নং	আব্রিটেশন কেস নং	দাবিদার	বনাম	বিবাদী/ ঋণগ্রহীতা	ঠিকানা	পিন কোড	দাবি পরিমাণ
১	SS/23/92	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	অজিত কুমার	অজিত কুমার, টেকনোভা ইমেজিং সিস্টেমস প্রা. লি., উল্টোডাঙা, কলকাতা, পিন - ৭০০০৫৬	৭০০০৫৬	৬৩৭৭১১
২	SS/23/93	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	অজিত সিং	অজিত সিং, কিউ. নং-এম-৩১/৯, টেলকো কলোনি, টেলকো, জামশেদপুর, পিন - ৮৩১০০৪	৮৩১০০৪	৪৪৮১৩৭
৩	SS/23/94	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	অমৃত সেন	অমৃত সেন, ল্যাবমেট (এশিয়া) প্রাইভেট লি., ৫, সেলিমপুর রোড, কলকাতা, পিন - ৭০০০৩১	৭০০০৩১	৬১১০৬৬
৪	SS/23/95	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	অনির্বাণ সেনগুপ্ত	অনির্বাণ সেনগুপ্ত, ৪৭ সি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা, পিন - ৭০০০০৯	৭০০০০৯	৪৯৩৮৪৪
৫	SS/23/96	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	অসিত কুমার সরকার	অসিত কুমার সরকার, ৩১এ-, ধনদেবী খানা রোড, কাঁকুরগাছি, পো. কাঁকুরগাছি, থানা - ফুলবাগান, কলকাতা পিন - ৭০০০৫৪	৭০০০৫৪	৫১০৭৭২
৬	SS/23/97	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	বলরাজ সিং	বলরাজ সিং, চিনাকুরি, ১/২ নং কলিয়ারি, কিউনং-বিটিও/১০০২, কালী মন্দিরের নিকট, চিনাকুরি কুল্টি পিন নং-৭১৩৩৬০	৭১৩৩৬০	৩৪৫০৯৯
৭	SS/23/98	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	বিউটি কুন্ডু	বিউটি কুন্ডু, ১৪ মেন আর্টিরিয়াল রোড ইডব্লিউ, নিউ টাউন রাজারহাট, নিউটাউন, কলকাতা, পিন - ৭০০১৫৬	৭০০১৫৬	৩৮৫৭৩৬
৮	SS/23/99	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	ভোলা মন্ডল	ভোলা মন্ডল, এইচ/ও অসীম কুমার ঘোষ কদমতলা ওয়ার্ড নং ১৭, জলপাইগুড়ি-এন/আর কদমতলা করুনা পিন - ৭৩৫১০১	৭৩৫১০১	৪৪০২৩১
৯	SS/23/100	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	বিজয় শর্মা	বিজয় শর্মা, হোল্ডিং নং ৯, বালুবাজার, বালুবাজার বিনোদ বিহারি লেনের নিকট, জুমা মসজিদ লেন পিন নং - ৭৫৩০০২	৭৫৩০০২	৩৭৬৫৬২
১০	SS/23/101	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	বিশ্ব রঞ্জন দাস	বিশ্ব রঞ্জন দাস, মাসটেক লি. প্লট নং - ৫০৯, শহিদ নগর, ভুবনেশ্বর, পিন - ৭৫১০০৭	৭৫১০০৭	৫৬৫৩৯১
১১	SS/23/102	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	ফরিদ ইকবাল	ফরিদ ইকবাল, ২৭৮ এন এস সি বোস রোড, বাঁশদ্রোণী, বাঁশদ্রোণী-অন্নপূর্ণা মন্দির, পিন নং ৭০০০৭০	৭০০০৭০	১০৬১৪৯৫
১২	SS/23/105	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	জসিম আখতার	জসিম আখতার, ২৪ মমিনপুর রোড, খিদিরপুর, কলকাতা - ৭০০০২৩	৭০০০২৩	৫২৪১০৫
১৩	SS/23/106	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	জীতেন কুমার সোয়াইন	জীতেন কুমার সোয়াইন, বনদুর্গা নারায়ণী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, প্লট নং - ১৭/১৭, রিদ্রপুর, এনএইচ-৫ বালিয়ানতা, নাহারকান্ত, এনআর-হাইওয়ে হোন্ডা, নাহারকান্ত, ভুবনেশ্বর, পিন - ৭৫১০১৩	৭৫১০১৩	৬৭৯২৪৩
১৪	SS/23/107	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	জয় বিশ্বাস	জয় বিশ্বাস, ৪০ বেজ পাড়া লেন, শান্তিপুর নদিয়া, জোলেশ্বর মন্দিরের নিকট, জোলেশ্বর মন্দির, পিন নং - ৭৪১৪০৪	৭৪১৪০৪	৫৫৮৬২৪
১৫	SS/23/108	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	কমলিনি প্রধান	কমলিনি প্রধান, কমলিনি গারমেন্টস, প্লট নং - ১১০৩ (পি), ফ্রেন্ডস কলোনি, নীলকণ্ঠ নগর, বরমুন্ডা, ভুবনেশ্বর, পিন - ৭৫১০০৩	৭৫১০০৩	৫১০২৪২
১৬	SS/23/109	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	করমজিৎ সিং	করমজিৎ সিং, ৫৭ রাম চন্দ্র কলোনি, বেহালা, পিন নং - ৭০০০০৮	৭০০০০৮	৩৭৬১৩৩
১৭	SS/23/111	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	মহেশ্বর সাহু	মহেশ্বর সাহু, প্লট নং -এন-৩/১৫৩, ২য় তল, নয়াপল্লী, আইআরসি ভিলেজ, এনআর-সাঁই মন্দির, নয়াপল্লী-এনআর সাঁই মন্দির, পিন নং ৭৫১০১৫	৭৫১০১৫	৬৭৯৯৩১
১৮	SS/23/113	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	মন বাহাদুর থাপ্পা	মন বাহাদুর থাপ্পা, রিজিওনাল মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার, ন্যালকো স্কোয়ার, চন্দ্রশেখর পুর, ভুবনেশ্বর, পিন - ৭৫১০১৬	৭৫১০১৬	৪৩৬৩৭৭
১৯	SS/23/114	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	মানস রঞ্জন মহাপাত্র	মানস রঞ্জন মহাপাত্র, রিলায়েন্স কম. ইনফ্রা লি., ৭ম তল, ফরচুন টাওয়ার, ভুবনেশ্বর, পিন - ৭৫১০০১	৭৫১০০১	৪২৬৬২৫
২০	SS/23/115	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	মণি নাগ	মণি নাগ, মিত্র বিল্ডিং, বাঙালি পাড়া, সুন্দরগড়, সুন্দরগড়, পিন - ৭৬৯০০১	৭৬৯০০১	৫৯৪৪২৩
২১	SS/23/116	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	মনোজ হাজরা	মনোজ হাজরা, হরিজন পল্লী ওয়ার্ড নং - ৮, হরিজনপল্লী, রামপুরহাট শিব মন্দিরের নিকট, পিন নং - ৭৩১২২৪	৭৩১২২৪	৩৮৪২৮৫
২২	SS/23/117	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	মনোজ কুমার সিনহা	মনোজ কুমার সিনহা, ঔরঙ্গাবাদ পুনে রোড, পো. ওয়ালুঞ্জ, ঔরঙ্গাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ, পিন - ৪৩১১৩৩	প্রযোজ্য নয়	১২৯৮৭৩০
২৩	SS/23/118	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	মানশী পাল চৌধুরী	মানশী পাল চৌধুরী, ৪৯ ওল্ড ক্যালকাটা রোড, ব্যাঙ্ক পার্ক, ব্যারাকপুর, কলকাতা, পিন - ৭০০১২৩	৭০০১২৩	৬৩৩০৬২
২৪	SS/23/119	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	ময়াঙ্ক বর্মা	ময়াঙ্ক বর্মা, এএফ ২৩০, রবীন্দ্র পল্লী, কেষ্টপুর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, পিন - ৭০০১০২	৭০০১০২	৬৯৩৫৪১
২৫	SS/23/120	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	মহ. আজাদ আলম	মহ. আজাদ আলম, হাতিয়ারা, পূর্ব পাড়া, ঘুনি, হাতিয়ারা - শাহি মসজিদ, কলকাতা, পিন - ৭০০০৫৯	৭০০০৫৯	৪৭৬১৪৩
২৬	SS/23/121	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	মিঠুন চক্রবর্তী	মিঠুন চক্রবর্তী, ম্যাক্স লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লি., ১ম তল, ভারত বিজনেস সেন্টার, বিষ্টুপুর, জামশেদপুর, পিন - ৮৩১০০১	৮৩১০০১	৭৯৬৬৯৯
২৭	SS/23/122	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	মহম্মদ জাকির হোসেন	মহম্মদ জাকির হোসেন, ৬/এইচ/৫ ইব্রাহিম রোড, ১ম তল, একবালপুর, কলকাতা, পিন - ৭০০০২৩	৭০০০২৩	৪৬২১৩৫
২৮	SS/23/124	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	নীলাঞ্জন রায়	নীলাঞ্জন রায়, ২৮বি, স্কুল রো, রায় ভিলা, ৫ম তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০২৫	৭০০০২৫	৮৮৪৫৫২
২৯	SS/23/125	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	নীলাঞ্জন রায়	নীলাঞ্জন রায়, ২৮বি, স্কুল রো, রায় ভিলা, ৫ম তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০২৫	৭০০০২৫	৭৫৯০৯২
৩০	SS/23/126	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	ওম প্রকাশ সিংঘল	ওম প্রকাশ সিংঘল, পিতা রামধারী সিংঘল, মনীশ মেডিকেল, জেসি মল্লিক রোড, ধানবাদ, পিন - ৮২৬০০১	৮২৬০০১	৪৬৭৯৯৭
৩১	SS/23/127	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	পার্থ দেব রায়	পার্থ দেব রায়, এস/৯৬, বিধাননগর হাউ কলোনি, দুর্গাপুর, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬	৭১৩২০৬	৪৫১১০৭
৩২	SS/23/128	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	পার্থ ভেঙ্কটারামাইয়া	পার্থ ভেঙ্কটারামাইয়া, দ্য ধামরা পোর্ট কোম্পানি লি., দোসিঙ্গা, পো. ধামরা ভদ্রক, বালাসোর, ভদ্রক, পিন - ৭৫৬১৭১	৭৫৬১৭১	১৩৪৯৫০০
৩৩	SS/23/129	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	পিন্টু কুমার	পিন্টু কুমার, সর্বোদয় নগর ছাস, সর্বোদয় নগর কদম তলা ছাস বোকারো, ছাস বোকার - কদম তলা ছাসের নিকট, পিন নং - ৮২৭০১৩	৮২৭০১৩	৩৭০৩৮০
৩৪	SS/23/130	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	প্রদীপ কুমার সিংহ	প্রদীপ কুমার সিংহ, ফোর্বস ফেসিলিটি সার্ভিসেস প্রা. লি. রাখ রাজ টাওয়ার ৪র্থ তল, এইচ নং ৩৩৯, কাশীদী এনআর গুরুদ্বোয়ারা, জামশেদপুর, পিন - ৮৩১০০১	৮৩১০০১	৪১৭৬১৯
৩৫	SS/23/131	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	প্রভাত কুমার মিশ্র	প্রভাত কুমার মিশ্র, অর্জুন বারিয়া, পোস্ট ভীমদা, বারিপদ, পিন নং - ৭৫৭০৮৬	৭৫৭০৮৬	৪৩০৯৯১
৩৬	SS/23/132	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	রাজ জয়সওয়াল	রাজ জয়সওয়াল, ৩১/এইচ, গোরা চাঁদ ঘোষ রোড, কলকাতা, পিন - ৭০০০০৬	৭০০০০৬	৯০৬৬০৯
৩৭	SS/23/133	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	রাজাবল্লভ প্রসাদ মালাকার	রাজাবল্লভ প্রসাদ মালাকার, প্রযত্নে এলটি. ভগবান সাহু, ফিরাইয়ালাল, লাইন ট্যাঙ্ক রোড, চন্দ্রি, রাঁচি, পিন - ৮৩৪০০১	৮৩৪০০১	৪১৯০৯০
৩৮	SS/23/134	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	রমা চন্দ্র বেহেরা	রমা চন্দ্র বেহেরা, ব্রজরাজ নগর, থার্ড লেন, পানিগ্রাহি পেনথো, বড় বাজার, বহরমপুর, পানিগ্রাহিপেনথো - কালী মন্দিরের নিকট, ছত্রপুর, পিন - ৭৬০০০৬	৭৬০০০৬	৪৬৬৭৮৩
৩৯	SS/23/135	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	রঞ্জন কুমার পতি	রঞ্জন কুমার পতি, পিতা দেব প্রসাদ পতি, কোয়ার্টার নং এফ/১২, কোয়েত কলোনি, ইউনিট - ৮, সিটি ওমেনস কলেজ, ভুবনেশ্বর, পিন - ৭৫১০০৩	৭৫১০১৯	৭৪৭৬২৫
৪০	SS/23/136	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	রবীন্দ্র জে গুজরাথি	রবীন্দ্র জে গুজরাথি, ৭১/১এ, প্রিন্স বকতিয়ার শাহ রোড, ১ম তল, সুইস পার্ক, টালিগঞ্জ, কলকাতা, পিন নং - ৭০০০৩৩	৭০০০৩৩	৩৭৩৯০৩
৪১	SS/23/137	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	এস কে আহমেদ	এস কে আহমেদ, সীতারামবাজার, বরাঙ্গা, বরাঙ্গা ত্রনাথ মন্দিরের নিকট, পিন নং - ৭৫৪০০৪	৭৫৪০০৪	৩৬০০৯৪
৪২	SS/23/138	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	সমীত দাস	সমীত দাস, ১৬৬ বি এস পি মুখার্জি রোড, নাল, রাসবিহারি রাসবিহারি মোড়, কলকাতা, পিন - ৭০০০২৯	৭০০০২৯	৬৭৫৩৩৩
৪৩	SS/23/139	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	সত্যজিৎ বারিক	সত্যজিৎ বারিক, ইস্টার্ন প্লাজা ফ্ল্যান্টো-৯ ২৭ সি, ফার্স্ট লেন পূর্বাচল ক্যানাল রোড, কালীকাপুর রোড, পিন নং - ৭০০০৭৮	৭০০০৭৮	৪৬৬৯১৩
৪৪	SS/23/140	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	শ্যামলাল রাম	শ্যামলাল রাম, কোয়ার্টার নং মাইনাস কোয়ার্টার-৬১১, ডাবল স্টে আরগাড়া রামগড়, হনুমান মন্দিরের নিকট, পিন নং - ৮২৯১২২	৮২৯১২২	৬৩১২৫০
৪৫	SS/23/141	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	সুদীপ্ত দাস	সুদীপ্ত দাস, আইসিআইসিআই লোমবার্ড, ১৫ পার্ক স্ট্রিট, এপিজে হাউস ব্লক সি, ৮ম তল, কলকাতা, পিন-৭০০০১৬	৭০০০১৬	৬৯২০৯৯
৪৬	SS/23/142	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	সুজয় মিত্র	সুজয় মিত্র, এম.এস প্রজেক্ট, রানীগঞ্জ, পিন - ৭১৩৩৪৭	৭১৩৩৪৭	৪৪৯৭০৫
৪৭	SS/23/143	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	সুনীল কুমার ঠাকুর	সুনীল কুমার ঠাকুর, ১৯ ভট্টাচার্য পাড়া লেন, আন্দাধারা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং - ৯, ৪র্থ তল, গরফা, লখী মিষ্টান্ন ভান্ডারের নিকট, পিন নং - ৭০০০৭৫	৭০০০৭৫	৪২২৪৮২
৪৮	SS/23/144	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	সুশান্ত রঞ্জন ব্যাপারি	সুশান্ত রঞ্জন ব্যাপারি, আদিত্য অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এফ-৫ ১১৪কে, রাজা এস সি মল্লিক রোড, পিন নং - ৭০০০৪৭	৭০০০৪৭	৩৮১৫২৮
৪৯	SS/23/145	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	স্বরাজ কোলে	স্বরাজ কোলে, ৩৫/২, নবীন মুখার্জি লেন, হাওড়া, পিন - ৭১১১০২	৭১১১০২	৫৫২৯৬৭
৫০	SS/23/146	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.	বনাম	জাকির সামসুল আলম	জাকির সামসুল আলম, এইচ/নং ৫ বাই লেন ৩, বিষ্ণু জ্যোতি পাঠ, হাতিগাঁও, নরেঙ্গি-হিন্দুস্থান কলেজের নিকট, লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের নিকট, পিন নং - ৭৮১০০৬	৭৮১০০৬	৩৮৯৩০৪

অনুগ্রহ করে অবগত হোন উল্লিখিত দাবিদার উক্ত প্রসিডিংস অধীনে আপনাদের ঋণগ্রহীতাগণ/বিবাদীগণ বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পূর্ব তারিখের শুনানির নোটিশ দাবিদারের নিকট নথিভুক্ত সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল রেজিস্টার্ড ডাকে/যা হোক আপনারা উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়েছেন বা উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট উক্ত তারিখগুলিতে, মহামান্য আব্রিটেটর বিচারের কারণে দাবিদারকে চূড়ান্ত নোটিশ প্রকাশের নির্দেশ দেন, যাতে আপনারা স্বয়ং অথবা প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে ১৮.০৮.২০২৩ তারিখ বেলা ২টো থেকে ৪টে মধ্যে (সময়ে) উক্ত স্থানে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন, ব্যর্থ হলে আব্রিটেটর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার প্রক্রিয়া শুরু করবেন এবং চূড়ান্ত রায় দেবেন উক্ত বিষয়ে, পরবর্তীতে কোনও নোটিশ ব্যতীতই, দাবিদারের দাখিলকৃত নথি/তথ্যের ভিত্তিতে।

চোর সন্দেহে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে মার!

পুলিশকে ধমকাল জাতীয় মহিলা কমিশন, উদ্বেগ প্রকাশ রাজ্য কমিশনের সদস্যদেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার পাকুয়াহাটে চোর সন্দেহে বিবস্ত্র অবস্থায় দুই মহিলাকে মারধরের ঘটনায় জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার ধমক খেল পুলিশ। মঙ্গলবার ওই ঘটনা খতিয়ে দেখতে দিল্লি থেকে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা মালদায় আসেন। মানিকচকে দুই নির্যাতিতা মহিলার সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তাঁদের মুখ থেকে গত ১৮ জুলাইয়ের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শুনে বামনগোলা থানার পুলিশের উপর বেজায় চটে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন রেখা শর্মা।

তিনি সাংবাদিকদের সামনে বলেন, 'চুরির ঘটনা প্রমাণিত হলো না, অথচ ওই দুই মহিলা ছয়দিন জেল খাটল। আর যদি ঘটনাটি ঘটেই থাকতো, তাহলে এভাবে ওদের মারার অধিকার দিয়েছে কে?

অর্ধনগ্ন এবং আহত অবস্থায় ওই দুই মহিলাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে থানায় বসিয়ে রাখে পুলিশ। এমনকী ওদের মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পুড়েছে। এব্যাপারে জাতীয় মহিলা কমিশন চুপ করে বসে থাকবে না। প্রয়োজনে আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে এই ঘটনার অভিযোগ জানানো হবে।'

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মালদায় দুই মহিলা নির্যাতনের ঘটনার তদারকিতে আসেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। প্রথমেই সড়কপথে কনভয় নিয়েই ওই দুই নির্যাতিতার বাড়ি মানিকচক থানার ফতেপুর এলাকায় যান। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ নির্যাতিতা দুই মহিলার সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। গত ১৮ জুলাই সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথাও দুই মহিলার কাছ থেকে শুনেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা।

এদিকে এদিন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুজাতা পাকরাশি লাহিড়ি সহ দুই প্রতিনিধি মালদা এসে মানিকচকে দুই নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরাও অবশ্য পুরো বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সুজাতা পাকড়াশি লাহিড়ি জানিয়েছেন, বিষয়টি তদন্ত করে পুলিশ ইতিমধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আমরা ওই দুই মহিলার সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের পাশে সরকার ও প্রশাসন আছে বলেও জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৮ জুলাই মঙ্গলবার মানিকচকের ফতেপুর এলাকার মধ্য বয়স্ক দুই মহিলা বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট এলাকায় লেবু বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই একটি মিষ্টির দোকানে টাকা চুরির অভিযোগে ওই দুই মহিলা প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করে গণপিটুনি দেওয়া হয়। বিষয়টি কয়েকদিনের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। আর তারপর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যায়। ইতিমধ্যে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন ঘটনার তদন্ত চালিয়ে বামনগোলা থানার আইসি জয়দীপ চক্রবর্তী, পাকুয়াহাট পুলিশ ফাঁড়ির ওসি রাকেশ বিশ্বাস সহ চারজন পুলিশ অফিসারকে ক্লোজ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তে শুরু করা হয়েছে। এই ঘটনায় তিন মহিলা সহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মণ্ডল সভাপতি বদলের প্রতিবাদে জেলা কার্যালয় ঘেরাও, বিক্ষোভ, ধরনা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মণ্ডল সভাপতি বদলের প্রতিবাদে দলের জেলা কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ, ধরনা প্রদর্শন করলেন বিজেপি কর্মীরা। পঞ্চায়েতে হেরে হতাশার বহিঃপ্রকাশ দাবি তৃণমূলের। দলের মণ্ডল সভাপতি বদলের প্রতিবাদে গতকাল পোস্টার পড়েছিল। আর আজ দলের জেলা কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিজেপির নেতাকর্মীরা। বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ের এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য, গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলায় বিজেপি ভালো ফল করলেও, সদ্য শেষ হওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দুই সাংগঠনিক জেলাতেই কার্যত শাসকদলের কাছে ধরাশায়ী হয়েছে গেরুয়া শিবির। দুই সাংগঠনিক জেলা মিলিয়ে থাকা ১৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বিজেপির হাতে এসেছে মাত্র ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ফলাফলের পর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলায় ২৮টি মণ্ডলের মধ্যে ৯টি মণ্ডলে ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় ২৫টির মধ্যে ১০টি মণ্ডলে সভাপতি পদে রদবদল ঘটানো হয়।

এই সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে ক্রমশই বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। গতকাল বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকে মণ্ডল সভাপতি বদলের প্রতিবাদে পোস্টার দেওয়ার পর আজ ছাতনা ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বদলের প্রতিবাদে বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিজেপি কর্মীরা। বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মীদের দাবি, ছাতনা ৩ নম্বর মণ্ডলে এতদিন দক্ষতার সঙ্গে মমতা গরাই মণ্ডল সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে এলেও, রাতারাতি ওই পদে বদল ঘটিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পরমেশ্বর মণ্ডলকে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পরমেশ্বর মণ্ডল গত আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে দলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেননি, তারপরও তাঁকে পদ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বাঁকুড়ার নতুনগঞ্জে বিজেপির জেলা কার্যালয় ঘেরাও করেন ছাতনা ৩ নম্বর মণ্ডলের বিজেপি কর্মীদের একাংশ। জেলা কার্যালয়ে নেতৃত্বকে না পেয়ে বিক্ষোভকারীরা জেলা কার্যালয়ের ভিতরেই অবস্থান শুরু করেন। জেলা নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত বদল না করা পর্যন্ত এই বিক্ষোভ চলবে বলে জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

দলের কর্মীদের এমন বিক্ষোভে স্বাভাবিক ভাবেই অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। যদিও তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তৃণমূলের দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরে বিজেপি কর্মীরা সকলেই হতাশ। এই ঘটনা সেই হতাশারই বহিঃপ্রকাশ।

ডেঙ্গি মোকাবিলায় সাফাই সাফাই অভিযানে পুরসভার চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ডেঙ্গি মোকাবিলায় বাড়তি সতর্কতা সোনামুখী পুরসভার। সাফাই অভিযানে হাত লাগালেন পুরসভার চেয়ারম্যান।

রাজ্যের ডেঙ্গি সংক্রমণ নিয়ে চিন্তার ভাজ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কপালে। ইতিমধ্যেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ডেঙ্গি সংক্রমণ প্রতিরোধ নিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। এরকম এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সোনামুখী পুর শহরে ডেঙ্গি সংক্রমণ আটকাতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করল সোনামুখী পুরসভা।

মঙ্গলবার সোনামুখী পুরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সাফাই বিভাগের কর্মীদের নিয়ে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চলল সাফাই অভিযান। এদিন বিভিন্ন ড্রেন পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা হয় ও ছড়ানো হয় ব্লিচিং পাউডার। সাফাই কর্মীদের সঙ্গে চেয়ারম্যান নিজেও হাত লাগান। চেয়ারম্যানের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পুর শহরের সকল মানুষ। বাঁকুড়া জেলায় তিনটি পুরসভা রয়েছে, এর মধ্যে বাঁকুড়া পুর শহরে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা থাকলেও, বিষ্ণুপুর পুরসভা এবং সোনামুখী পুরসভায় একটিও ডেঙ্গি আক্রান্তের খবর নেই। আর এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই সোনামুখী পুরসভার এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে।

যদিও বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলা সূত্রে জানতে পারা যায়, কোতুলপুর ব্লকে একটি এবং পাত্রসায়ের ব্লকে তিনটি ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগীর হদিশ মিলেছে। বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলাও ডেঙ্গি সংক্রমণ প্রতিরোধে অত্যন্ত তৎপর রয়েছে বলে দাবি। সোনামুখী পুরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'বর্ষাকালেই শুধু নয়, সারা বছর ডেঙ্গি সংক্রমণ প্রতিরোধে আমাদের এই ধরনের অভিযান চলে। সোনামুখী পুরসভা মানুষকে সুস্থ রাখতে সারা বছর অত্যন্ত তৎপর রয়েছে।'

শহরের সাধারণ মানুষরা জানাচ্ছেন, পুরসভার এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সোনামুখী পুর শহরে একটিও ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা নেই। তাই পুরসভার এই বাড়তি সতর্কতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

গুপ্তপীঠে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আন্দোলনের বৈদিক সভা

নিজস্ব প্রতিবদন: রবিবার পদ্মিনী একাদশী তিথিতে তারাপীঠের উদয়পুরে গুপ্ত দেবী মা চামুণ্ডার মন্দিরে সত্যযুগের ঋষি বশিষ্ঠ দেবের সিদ্ধি স্থান বামাচারী দক্ষিণাচারী বীজ সাধনার পুণ্যপীঠে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আন্দোলনের বৈদিক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আন্দোলনের পুরোধা পণ্ডিত ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য বাংলাজুড়ে, সতীপীঠ ও অন্যান্য গুপ্তপীঠের অতীতের ইতিহাস আজকের সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করা। আজ যে মন্দিরে আমরা বৈদিক আলোচনায় মিলিত হয়েছি, সেখানে তারাপীঠের প্রধান সাধক বশিষ্ঠ মুনি, হাজার বছর আগে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই স্থানটির তখন নাম ছিল কাঞ্চিপ্রদেশ। কাঞ্চিশ্বর মহাদেব আছেন ৫১ সতীপীঠের কঙ্কালিতলায়। প্রাচীন শিলালিপি, শিব মহাপুরাণের বায়বীয় সংহিতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে দেব রুরু ভৈরবের ঈশ্বরীয় কথা। এইভাবে অতীতের গুপ্ত বৈদিক বাংলার ঐতিহ্যকে আমরা প্রকাশ্যে আনব।'

অনুষ্ঠানের সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল। সংগঠনের সক্রিয় সদস্যদের উপস্থিতি ছিল। প্রধান কার্যনির্বাহী সভাপতি -রতন মুখার্জি, গৌর পাল, তরুণ পাল, পঞ্চু মুখার্জি, শঙ্কর গুপ্ত, সাধারন সম্পাদক কল্পতরু ভট্টাচার্য, পার্থ চক্রবর্তী, চিরন্জীত দাস, রঞ্জন শর্মা সহ নিখিল বঙ্গ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আন্দোলনের সভাপতি সোমনাথ ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়।

রাস্তা না মরণফাঁদ, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত গ্রামবাসীদের

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

রাস্তা না মরণফাঁদ বুঝে ওঠাই মুশকিল, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন গ্রামবাসীরা। সব কিছু জেনেও মুখে কুলুপ প্রশাসনের আধিকারিকদের, অভিযোগ বাসিন্দাদের।

গ্রামবাসীদের দাবি, একাধিক গ্রামের ভিতর দিয়ে চলেছে দীর্ঘ রাস্তা, তার ওপর দিয়ে চলছে প্রতিনিয়ত নিয়ম করে ১২ চাকা, ১৪ চাকার বালিবোঝাই ট্রাক ও ড্রাম্পারের যাতায়াত। ১০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন রাস্তার বহন করার ক্ষমতাকে তোয়াক্কা না করেই দিনের আলোতে হোক রাতের অন্ধকারে বেআইনি ভাবে চলছে ৬০, ৭০টন পণ্য বোঝাই করে রাস্তার ওপর যাতায়াত। ফলে রাস্তা নষ্ট হয়ে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। বর্ষাকালে সেই গর্তে জল জমে পুকুরে পরিণত হয়েছে। যাতাযাত করতে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রায় ১০টি গ্রামের সাধারণ মানুষ সহ স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং অসুস্থ রোগীদেরও। এই চিত্র বাঁকুড়ার টেরাকোটা গ্রাম পাঁচমুড়া থেকে ভায়া ভূতশহর হয়ে মেদিনীপুর যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার। এমনকি পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়ার টেরাকোটা প্রসিদ্ধ গ্রাম তথা তালডাংরা ব্লকের পাঁচমুড়া গ্রামের প্রবেশের প্রধান রাস্তা।

অন্যদিকে, আরও দাবি, কৃষিপ্রধান এলাকা হওয়ায় এই রাস্তার দু' পাশে অবস্থিত দৈউলভিড়া, লালবাঁধ জামবেদিয়া সহ ১০ থেকে ১২টি গ্রামের কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ভোররাতে বাজারজাত করতে এই রাস্তার ওপর নিয়ে আসতে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। এই রাস্তার জন্য প্রায়ই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সঠিক টাইমে পৌঁছতে পারে না। এমনকি রাস্তার গর্তে পড়ে তাদের পোশাক নোংরা হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে পড়াশোনার নানান সরঞ্জাম। যাত্রী নিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই টোটো বা ছোটগাড়ি যাতায়াত করছে জীবিকার তাগিদে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কে কার খেয়াল রাখে, ভোট আসলে নানান প্রতিশ্রুতি থাকলেও মানুষের সমস্যার সমাধানে কোনও মাথা ব্যথায় নেই নির্বাচন পেরিয়ে গেলে। মাথাব্যথা নেই স্থানীয় প্রশাসন ও ব্লক প্রশাসন বা জেলা প্রশাসনেরও। যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে গ্রামের রাস্তায় ভারী বালি বোঝাই গাড়ি পারাপার করে রাস্তা খারাপ বা নষ্ট করা চলবে না। তবে কাদের ইশারায় বালি মাফিয়ারা এই রাস্তার ওপর দিয়ে রাস্তার ক্ষমতার কথা মাথায় না রেখে ভারী ভারী বালি বোঝাই ট্রাক ও ডাম্পার যাতায়াত করিয়েই চলেছে, প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয় মানুষদের আরও দাবি, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে মেরামতি করা হয়নি রাস্তা। তাই এখন নরক যন্ত্রণায় ভুগতে হচ্ছে ১০ থেকে ১২টি গ্রামের মানুষকে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার সময়। প্রশ্ন উঠছে কবে তাঁরা এই দুর্দশা থেকে মুক্ত পাবে, কবেই বা প্রশাসনের চোখ খুলবে, তা নিয়ে তাদের চিন্তার শেষ নেই।তবে স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই বিষয়টি স্বীকার করে নেই এবং দাবি রাস্তার যে লোড নেওয়ার ক্ষমতা তার থেকে অধিক পরিমাণ বালি বোঝায় গাড়ির যাওয়ার জন্যই রাস্তার অবস্থা এতটাই বেহাল হয়েছে।

জৈন ভূমিতে বুদ্ধ ধর্মের নিদর্শন!

পঞ্চম শতাব্দীর মূর্তির মস্তক উদ্ধারে চুলচেরা বিশ্লেষণ

বুদ্ধদেব পাত্র

পুরুলিয়া: খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর বুদ্ধমূর্তির মস্তক উদ্ধার হল জেলায়, এমনটাই দাবি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকদের। পুরুলিয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও জেলা পুলিশের তৎপরতায় কোষ্ঠি পাথরের এই বুদ্ধমূর্তির মস্তক উদ্ধারের ফলে জেলার প্রাচীন ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার নতুন দিক উঠে এল বলেই মনে করছেন জেলার ওয়াকিবহাল মহল। এর আগে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জৈন ধর্মের নিদর্শন দেখে লোক গবেষকরা জৈন ধর্মের বিকাশকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। সেই জায়গায় পঞ্চম শতাব্দীর বুদ্ধমূর্তি মস্তক যা সারনাথের মূর্তি উদ্ধার হওয়ায় এবার রুখা মাটি পুরুলিয়ার লোক গবেষণায় বৌদ্ধ ধর্মও স্থান করে নিতে চলেছে।

পুরুলিয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী বলেন, 'প্রথমে বুদ্ধদেবের মস্তক উদ্ধারের খবর পেয়ে অবাক হই। কারণ এর আগে যা উদ্ধার হয়েছে সব জৈন ধর্মের। পরে পুঞ্চায় পৌঁছে গিয়ে দেখি বুদ্ধদেবের মস্তক। এর আগে আমরা জৈন, তীর্থঙ্করদের মূর্তি পেয়েছি। এর আগে আমরা আদিনাথ, পার্শনাথ পেয়েছি। কিন্তু বুদ্ধদেবের মূর্তি হঠাৎ করে দেখে অবাক হয়েছি। কারণ যেখানে মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তার কিছুটা দূরে পাকবিড়রা রয়েছে, যেখানে জৈনদের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। যা জানা যাচ্ছে এটা আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মূর্তি। স্থানীয় একটি ছেলে মাঠের মধ্যে এই মূর্তিটা দেখতে পায়। কিছুটা অংশ বেরিয়ে পড়েছিল তারপর ওখানকার কয়েকজন পুঞ্চা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং থানা থেকে আমাকে ফোন করার পর আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে এই মূর্তিটি উদ্ধার করে নিয়ে আসি। এই মূর্তিটি রাজ্যের বেহালায় যে স্টেট আর্কো জিওলজিক্যাল মিউজিয়াম রয়েছে, সেখানে রাখা থাকবে। যারা এই মূর্তি উদ্ধার করেছেন, তাঁদের নাম সহ এই মূর্তিটি ওই মিউজিয়ামে থাকবে। ভারতবর্ষ তথা বিদেশের লোকজন এসে এখানে এই মূর্তি দেখতে পারবেন।'

জেলা তথ্যসংস্কৃতি আধিকারিক আরও জানান, পুরুলিয়াকে প্রত্নতত্ত্বের খনি বলা চলে। কারণ লধুড়কা কাশীপুর পুঞ্চা এলাকার বেশ কিছু জায়গায় খননকার্য চালানো হলে প্রচুর প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। যদিও পুরুলিয়ার বিশিষ্ট লোক গবেষক সুভাষ রায় বলেন, 'ধাদকিডির মাঠে যে মস্তক পাওয়া গিয়েছে এবং যেটিকে অনেকেই বুদ্ধদেবের মূর্তি বলছেন, সেটা বুদ্ধদেবের মূর্তি নয় বলে আমি মনে করি। এটি জৈনদের কোনও তীর্থঙ্করের

মূর্তি। তার কারণ ১৮৭২ সালে বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ জে ডি বিড়লার যে রিপোর্ট আমরা পাই সেখানে ধাদকিডি মাঠের উল্লেখ রয়েছে এবং সেখানে ১২০ বর্গফুট জৈন প্রত্নস্থলে বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। ধাদকিডি গ্রামের মন্দিরে দু'টি মূর্তি রাখা রয়েছে, একটি জৈন তীর্থঙ্কর এবং একটি শান্তিনাথ ভগবানের। সেগুলিও এই মাঠ থেকেই উদ্ধার হয়েছে। এই যে বুদ্ধদেবের মস্তক উদ্ধার হয়েছে, তার সঙ্গে পাকবিড়রার যে জৈন মূর্তি রয়েছে, তার যেমন মিল রয়েছে, সেই রকম তেলকুপির জৈন মূর্তির ভগ্নাংশেরও মিল রয়েছে। তবে যে মস্তক উদ্ধার হয়েছে সেটির সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই আমি মনে করি।'

ডিএ-র দাবিতে বিক্ষোভের শাস্তি!

নয় রাঁধুনিকে বিতাড়িতের অভিযোগ হুগলি গার্সল স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্কুলে না আসায় ৯ জন মিড ডে মিলের রাঁধুনিকে কাজ থেকে বিতাড়িত করার অভিযোগ হুগলি গার্সল স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। কান্নায় ভেঙে পড়লেন ওই মহিলারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্কুলে যান পুলিশ আধিকারিকরা। অভিযোগ, ডিএ-র দাবিতে বিক্ষোভ করেছিলেন ও ধর্মঘটে যোগ দেওয়ায় তাঁদের ওপর খাঁড়া নেমে এল। গত ৯ মার্চ ডিএ-এর দাবিতে ধর্মঘট ছিল সরকারি কর্মচারীদের। হুগলি গার্সল স্কুলের মিড ডে মিলের রাঁধুনিরা অস্থায়ী সামান্য ভাতায় কাজ করেন। তাঁরা সেই ধর্মঘটের দিন স্কুলে উপস্থিত হননি বলে দাবি। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্য অনেক শিক্ষিকাও সেদিন স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন। কেন ধর্মঘটের দিন স্কুলে আসেননি, তা নিয়ে শোকজ করা হয় নয় জন রাঁধুনিকে। তাঁর জবাবও দেন তাঁরা। তবে জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে ন' জনকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় স্কুল পরিচালন কমিটি। মঙ্গলবার সেই ন' জন কাজে এলে তাঁদের স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দাবি, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে রান্নার কাজ করছেন। একদিন স্কুলে না আসায় তাঁদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হল। তৃণমূল কাউন্সিলর ঝণ্টু বিশ্বাস বলেন, 'স্কুলের সভাপতিকে সরিয়ে বিধায়ক অসিত মজুমদার স্কুল কমিটির সভাপতি করেন সঞ্জনা সরকারকে।' যদিও, সঞ্জনা সরকারের দাবি, 'এটা স্কুল কমিটির সিদ্ধান্ত। রাঁধুনিদের বিরুদ্ধে খাবার সরানোর অভিযোগ আছে। আবার ধর্মঘটের দিন তাঁরা কিছু না বলে স্কুলে আসেননি। সেদিন ২২টা বাচ্চা স্কুলে এসেছিল, তাদের খাবার কিনে দিতে হয়েছে।'

পরীক্ষাগারে বিস্ফোরণ, আহত শিক্ষক ও ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি: টাকি সরকারি গার্লস হাইস্কুলে ল্যাবে বিস্ফোরণে শিক্ষক সহ ১০ জন ছাত্রী আহত। তাদের চিকিৎসা চলছে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে। অ্যামোনিয়া বিস্ফোরণের ঘটনায় আতঙ্কিত বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রী সহ এলাকাবাসী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার টাকি ষষ্ঠীচরণ নীল মাধব বালিকা বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার ছাত্রীদের নিয়ে যখন শিক্ষক স্কুলের ল্যাবরেটরির ঘরের তালা খুলে ঢুকে বিজ্ঞান বিভাগে কাজ করছিলেন সেই সময় বিস্ফোরণ হয়। সেখানে শিক্ষক সহ ১০ ছাত্রী আহত হয়। বিকট শব্দ শুনে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীরা ছুটে এসে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদেরকে উদ্ধার করে টাকি গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। প্রাথমিক অনুমান দীর্ঘদিন এই ল্যাবরেটরি না খোলার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ অ্যামোনিয়া গ্যাস বিস্ফোরণ হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান শিক্ষকদের। রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে স্কুলের অন্যান্য ছাত্রীরা। এই ঘটনায় ছাত্রীদের অভিভাবকদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। আজ দুপুর দেড়টা নাগাদ বিজ্ঞানের শিক্ষক অর্ণব গুহ দাস তিনি দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞানের ছাত্রীদের নিয়ে ওই ল্যাবরেটিতে বিজ্ঞানের সূত্র দেখাতে গেলেই এই বিস্ফোরণ ঘটে। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। সব মিলিয়ে অ্যামোনিয়া বিস্ফোরণের ঘটনায় আতঙ্কিত টাকির ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রীরা সহ সহ আশেপাশের সাধারণ মানুষ।

প্রথম স্ত্রীকে খুন করার চেষ্টার অভিযোগে ধৃত স্বামী সহ ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। শুধু তাই নয়, মেয়েকে সিঁড়ি থেকে ফেলে খুন করার চেষ্টার অভিযোগও উঠেছে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের আউসগ্রামের বসন্তপুর গ্রামের। গুরুতর জখম স্ত্রী শামসুরনেহা। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার আলি মণ্ডল সহ পাঁচজন। জানা গিয়েছে, বছর ২২ আগে বীরভূমের শামসুরনেহার সঙ্গে বিয়ে হয় আলি মণ্ডলের। এক কন্যা সন্তান রয়েছে তাঁদের। কিন্তু বছর সাতেক আগে আরও এক মহিলাকে বিয়ে করেন। এরপর থেকে শুরু হয় পারিবারিক অশান্তি শুরু হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, নতুন স্ত্রীর পরামর্শেই প্রথম পক্ষের স্ত্রী এবং কন্যাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে বারবার। মঙ্গলবার লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় শামসুরনেহাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনায় স্বামী আলি মণ্ডল, দ্বিতীয় স্ত্রী সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গঙ্গা, পদ্মা থেকে দেদার ঢুকছে ইলিশ, সাধ্যে পেয়ে মাছ কিনতে জমছে ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ঝোলে, ঝালে, তেলে, অম্বলে। ভোজন রসিক বাঙলির পাতে বর্ষার ইলিশ পড়লে আর কি চাই!

পদ্মার ইলিশ ঢুকেছে মালদায়। নেতাজি পুর মার্কেটে এক টন ইলিশ পৌঁছতেই ভোজন রসিকদের মুখের হাসি আর দেখে কে! মুরগি, খাসিতে আর মন নেই কারও। সকলেই ছুটছেন সাধ্য অনুযায়ী রূপোলি শস্যের স্বাদ চেটেপুটে নিতে। গত রবিবার মালদার নেতাজি পুর মার্কেট, মাছের আড়তে এক টন ইলিশ এসে পৌঁছেছে বলে মালদা মাছ ব্যবসায়ী সমিতির সূত্রের খবর।

আমদানি হওয়া এই ইলিশ গঙ্গা ও পদ্মার বলে জানিয়েছে মালদা মাছের আড়ত ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃপক্ষ। এমনকী রুই, কাতলার দরে মাঝারি সাইজের ইলিশও দেদার বিক্রি হচ্ছে মালদায়। ৫০০ থেকে ৫৫০ টাকা কিলো দরে ৪০০ ও ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছে মালদার বিভিন্ন বাজারগুলিতে। এছাড়াও ৭০০ থেকে ৭৫০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ৯০০ থেকে ১০০০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। আর এক কিলো

ওজনের বেশি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১২০০ থেকে ১৪০০ টাকা কিলো দরে। মালদা থেকে এই ইলিশ আবার উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের চলে যায়।

মালদা নেতাজি পুর মার্কেট মাছের আড়ত ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য পান্না সরকার বলেন, 'গত কয়েক বছরের তুলনায় এবারে ব্যাপক ইলিশের আমদানি হয়েছে। গঙ্গা ও পদ্মার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে কোলাঘাট, ওড়িশা থেকেও ইলিশ আমদানি হচ্ছে। চাহিদা মতে ঢালাও ইলিশের বিক্রিতে মধ্যবিত্ত থেকে সাধারণ মানুষও কিনে খেতে পারছেন। এছাড়াও মালদা থেকে বিহার, ঝাড়খন্ড, আসাম, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারেও রপ্তানি করা হচ্ছে ইলিশ।' গত রবিবার ১ টন ইলিশ মালদা এসেছে। আরো কয়েক টন ইলিশ চলতি সপ্তাহের মধ্যে আসার কথা রয়েছে। ইলিশ মাছের চাহিদা অনুযায়ী আমদানি করা হচ্ছে । সব ধরনের দাম থাকায় মানুষ ইলিশ মাছ কেনার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ মাছের আড়ত হিসাবে পরিচিত রয়েছে মালদার নেতাজি পুর মার্কেট। এখানে কয়েকশো আড়তদার এবং মাছ ব্যবসায়ীরা রয়েছেন। প্রতিদিনই কয়েক'শো মন বিভিন্ন জাতের মাছ আমদানি রপ্তানি হয়ে থাকে। বিভিন্ন খাল, বিল, পুকুর থেকেও যেমন রুই, কাতলা, মৃগেল, গ্যাসকর্প, পাবদা, চিংড়ি সহ ছোট জাতের মাছ উৎপাদিত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় রপ্তানি হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি ইলিশের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বাইরে থেকে আমদানি হয় মালদার মাছের আরতে। তবে এবছর ইলিশ বিক্রিতে ব্যাপক লাভের মুখ দেখতে চলেছেন ব্যবসায়ীরা। কারণ গত কয়েক বছরের মধ্যে এবছর আমদানি যেমন রয়েছে, তুলনামূলক ভাবে দামের মধ্যেও সাধারণ মানুষ কিনতে পারছেন। আর এর ফলে এখন খাসি, পাঠা, মুরগির মাংসের কদর অনেকটাই কমে গিয়েছে।

সাধারণ ক্রেতাদের বক্তব্য, ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকা কিলো দিয়ে খাসির মাংস না কিনে ৫০০ টাকার মধ্যেই মিলে যাচ্ছে গঙ্গার ইলিশ মাছ। তাই ওসব ছেড়ে ইলিশেই মন। তাছাড়া এ মাছ তো সারা বছর তেমন মেলে না।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, এবারে ইলিশ মাছের আমদানি খুব ভালো রয়েছে। মালদায় আশা করছি ইলিশ মাছ বিক্রিতে মাছ ব্যবসায়ীরা ভালো লাভ করতে পারবেন। কারণ বর্ষার মরশুমেই মূলত ইলিশের উৎপাদন হয়ে থাকে। মালদায় বরাবরই সুস্বাদু গঙ্গা, পদ্মার ইলিশের চাহিদা রয়েছে। সেই অনুপাতে ঢালাও বাজারে ইলিশ বিক্রি হচ্ছে।

বাল গঙ্গাধর তিলকের ১০৩তম প্রয়াণবার্ষিকীতে

মোদির সঙ্গে এক মঞ্চে এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার

মুম্বই, ১ অগস্ট: বিজেপি-বিরোধী জোটের নেতাদের পরামর্শ উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মঞ্চে উঠলেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। মঙ্গলবার স্বাধীনতা সংগ্রামী বাল গঙ্গাধর তিলকের ১০৩তম প্রয়াণবার্ষিকীতে পুণায় তাঁর নামাঙ্কিত পুরস্কারে সম্মানিত করা হল মোদিকে। সম্মাননা জানালেন প্রধান অতিথি শরদ।

চলতি মাসেই মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বইয়ে বসতে চলেছে বিরোধী জোটের তৃতীয় বৈঠক। উদ্যোক্তাদের মধ্যে 'ইন্ডিয়া'র শরিক শিবসেনা (উদ্ধব) এবং কংগ্রেসের পাশাপাশি, রয়েছে শরদ পাওয়ারপন্থী এনসিপি-ও। কিন্তু ওই বৈঠকের কয়েক সপ্তাহ আগে পুনেয় প্রধানমন্ত্রী মোদির মঞ্চে শরদের উপস্থিতি বিরোধী জোটের অস্বস্তি বৃদ্ধি করল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে পুনেয় 'লোকমান্য তিলক সম্পর্ক মন্দির ট্রাস্ট'-এর ওই কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন শরদের ভাইপো তথা এনসিপির বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা অজিত পাওয়ারও। শুধু শিবসেনা (উদ্ধব) বা কংগ্রেসের মতো সহযোগী দল নয়, শরদপন্থী এনসিপি নেতৃত্বের একাংশও তাঁকে পুনেয় না-যাওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। সম্প্রতি শরদপন্থী রাজ্যসভা সাংসদ বন্দনা চহ্বান বলেন, 'যিনি আমাদের দল ভাঙলেন এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন সেই নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আমাদের দলীয় প্রধানের এক মঞ্চে বসাটা ব্যক্তিগতভাবে ঠিক বলে মনে করি না। আমি পাওয়ারজিকে অনুরোধ করেছি না যাওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি আমাকে জানিয়েছেন ওই অনুষ্ঠানে মোদিকে তিনিই আমন্ত্রণ করেছেন তিলক ট্রাস্টের অনুরোধে। সেটা অজিত পাওয়ার দল ভাঙার আগের ঘটনা।'

শরদের উপস্থিতিতেই মোদি মঙ্গলবার বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মরাঠা নেতাদের মধ্যে লোকমান্য তিলকের নবীন প্রতিভা খুঁজে বার করার অভাবনীয় দক্ষতা ছিল। একই দক্ষতা ছিল বীর সাভারকরের।' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও লোকমান্য তিলকের বক্তৃতার অনুরাগী ছিলেন বলে দাবি করেন মোদি।

বিহারে জাতসমীক্ষায় স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করল পাটনা হাইকোর্ট

পাটনা, ১ অগস্ট: বিহারে জাতভিত্তিক সমীক্ষায় ছাড়পত্র দিল পাটনা হাইকোর্ট। গত ৪ মে জারি করা এ সংক্রান্ত স্থগিতাদেশ মঙ্গলবার হাইকোর্ট প্রত্যাহার করেছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সরকারের জাতসমীক্ষার বিরুদ্ধে যে জনস্বার্থ মামলাগুলি দায়ের হয়েছিল, তা-ও খারিজ করে দিয়েছে প্রধান বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রন এবং বিচারপতি পার্থ সারথির বেঞ্চ।

বিহার সরকারের তরফে গত জানুয়ারি মাসেই জাতভিত্তিক সমীক্ষার প্রথম পর্বের কাজ শেষ হয়েছে। পাটনা হাইকোর্টের ছাড়পত্র পাওয়ায় দ্বিতীয় পর্বের কাজের পথে বাধা দূর হল। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের আগে অনগ্রসর (ওবিসি) ভোটের লক্ষ্যে জেডিইউ নেতা নীতীশ এবং তাঁর সহযোগী আরজেডির নেতা তথা উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব জাতভিত্তিক গণনার দাবিতে আরও সুর চড়াবেন বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন। এ ক্ষেত্রে বিজেপির অস্বস্তি বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত নভেম্বরে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের জন্য সরকারি চাকরি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের জন্য সুপ্রিম কোর্ট সিলমোহর দেওয়ার পরেই দেশ জুড়ে জাতভিত্তিক জনগণনার দাবি তুলেছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ। বিহারে দ্রুত জেডি (ইউ)-আরজেডি-কংগ্রেস-বামেদের 'মহাগঠবন্ধন' সরকার শুরু করে জাতগণনা। বস্তুত, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আগেই গত ৬ জুন নীতীশ সরকার জাতগণনার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল।

এরপর বিহার সরকারের সেই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল পাটনা হাইকোর্টে। আবেদনকারী পক্ষের দাবি ছিল, নীতীশ সরকারের এই পদক্ষেপ 'বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক'। এই পদক্ষেপ সংবিধানের মৌলিক অধিকার এবং ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের (সমতা এবং সাম্যের অধিকার) পরিপন্থী বলে অভিযোগ আবেদনকারীদের। বিহারে জাতগণনার প্রথম পর্ব ৭ থেকে ২১ জানুয়ারি হয়েছিল। ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় পর্ব ১৫ মে পর্যন্ত চলার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই গত ৪ মে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল পাটনা হাইকোর্ট। সেই স্থগিতাদেশ মঙ্গলবার প্রত্যাহার করা হয়েছে। সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ওবিসিদের জন্য এখন ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু ওবিসিদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের কাছাকাছি। স্বাভাবিকভাবেই তখন ওবিসিদের জন্য আরও বেশি সংরক্ষণের দাবি উঠবে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং চাকরিতে অসংরক্ষিত (জেনারেল) আসন আরও কমার সম্ভাবনা। সে ক্ষেত্রে মেধার উপর আঘাত আসবে বলে অভিযোগ জাতগণনার বিরোধী জনস্বার্থ মামলার আবেদনকারীদের।

লিফটে আটকে তিন দিন পরে মৃত্যু মহিলার

তাশকান্ত, ১ অগস্ট: দশতলা বাড়ির একেবারে উপরতলা থেকে তিনি চিৎকার করেছিলেন সাহায্য চেয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই আওয়াজ কারও কান পর্যন্তই পৌঁছয়নি। ৩ দিন পরে লিফটের ভিতরে উদ্ধার হল সেই মহিলার মৃতদেহ। এমনই মর্মান্তিক এক ঘটনার সাক্ষী হল উজবেকিস্তান। সেখানকার তাসকেন্তে এক বাড়ির লিফটে আটকে মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার।

পোস্ট উওম্যানের কাজ করতেন ওলগা লিওনতিয়েভা নাম্নী ওই মহিলা। গত ২৪ জুলাইয়ের পর তাঁর আর কোনও খোঁজ পাননি বাড়ির সদস্যরা। এরপরই তাঁরা পুলিশের দ্বারস্থ হন। জানা গিয়েছে, কোনওভাবে ওই লিফটে আটকে পড়েছিলেন ওলগা। এরপর তিনি সাহায্যের জন্য চিৎকার করতেন থাকেন। কিন্তু কেউ শুনতে না পাওয়ায় লিফটের ভিতরেই মারা যান ৩২ বছরের ওই মহিলা। তাঁর একটি ৬ বছরের মেয়েও রয়েছে। তাকে আত্মীয়দের কাছে রাখা হয়েছে।

গত সপ্তাহের ইতালির পালেরমোয় এক ৬১ বছরের মহিলা এভাবেই লিফটের ভিতরে আটকে পড়ে মারা যান। আচমকাই বিদ্যুৎ সংযোগ চলে গিয়েছিল বিল্ডিংটির। পরে দুই তলের মাঝখানে আটকে থাকা লিফটের ভিতরে ওই মহিলার দেহ উদ্ধার হয়।

অসমে 'লাভ জিহাদ' ঠেকাতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ! ভাইরাল ভিডিও ঘিরে বিতর্ক

গুয়াহাটি, ১ অগস্ট: গত মাসে অসমে হওয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডে উঠেছিল 'লাভ জিহাদের'অভিযোগ। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই প্রকাশ্যে এল লাভ জিহাদ ঠেকাতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার একটি ভিডিও। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় 'রাষ্ট্রীয় বজরং দল'-এর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। আর সেখানেই দেখা গিয়েছে অসমের মঙ্গলদইয়ের একটি ক্যাম্পে ৩৫০ জন যুবককে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। শেখানো হচ্ছে মার্শাল আর্টও। অভিযোগ, তাদের লাভ জিহাদ ঠেকাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া দিচ্ছে। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিরোধী শিবিরগুলি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। তারা ওই ক্যাম্পের সংগঠকদের গ্রেপ্তারির দাবি জানিয়েছে।

পুলিশ ইতিমধ্যেই এই ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে। অসমের এক ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিক জিপি সিং টুইটারে জানিয়েছেন, 'আইন মেনে দারাং পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, গত মাসে অসমে উত্তর-পূর্বের রাজ্যের গোলাঘাটে স্ত্রী, শ্বশুর, শাশুড়িকে খুনের পর ন'মাসের ছেলেকে নিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ করেন নাজিবুর রহমান বোরা নামের এক যুবক। এই ঘটনার পরই জোরালো হয় লাভ জিহাদের অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও ওই খুনের নেপথ্যে লাভ জিহাদের অভিযোগই তোলেন। তবে সেই সঙ্গেই তিনি জানিয়ে দেন, রাজ্যে হিন্দু-মুসলিমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করুক এটা সব সময়ই কাম্য।

পিটিআই সূত্রে খবর, শনিবার হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, 'সমস্ত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে আইনিভাবে বিবাহের বয়স বেঁধে দিয়ে একটি আইন আনা হবে। এই আইন দ্বারা বহুবিবাহও বন্ধ করা হবে। এমনকী কেউ যদি এই আইন লঙ্ঘন করে তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। অভিযুক্তকে জামিনও দেওয়া হবে না।'

পাঁচটি মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন সু কি!

নেপিদ, ১ অগস্ট: কিছুটা স্বস্তি পেলেন মায়ানমারের বন্দি নেত্রী আং সান সু কি। ইতিমধ্যেই তাঁকে কারাগার থেকে সরিয়ে গৃহবন্দি করা হয়েছে। এবার তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হল পাঁচটি মামলা থেকে। এমনটাই জানিয়েছে মায়ানমারের সরকারি সংবাদমাধ্যম। উল্লেখ্য, মোট ৩৩ বছরের কারাদণ্ডের সাজা ঝুলছে নোবেলজয়ী প্রবীণ নেত্রীর মাথায়।

২০২১ সালে মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের পরই বন্দি করা হয় সু কিকে। সেই থেকেই তিনি জেলবন্দি। গত সপ্তাহে তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দি করা হয়। আপাতত বাড়িতেই রয়েছেন ৭৮ বছরের নেত্রী। তবে কয়েকটি অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও এখনও বন্দিই থাকতে হবে তাঁকে। মায়ানমারের রেডিও ও টেলিভিশন সূত্রে এমনটাই জানানো হয়েছে। আর্থিক দুর্নীতি, ভোটে কারচুপি এমনকী ভোটপ্রচারে করোনাবিধি ভাঙারও অভিযোগ রয়েছে নোবেলজয়ী এই নেত্রীর বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা প্রত্যেকটি অভিযোগেই তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। যদিও সু কি প্রতিটি অভিযোগও অস্বীকার করেছেন।

আসলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আমেরিকা-সহ বহু দেশই মায়ানমারে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়ার অভিযোগ তুলে জুন্টাকে কড়া বার্তা দিয়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে মায়ানমার-সহ বহু শীর্ষ সেনা আধিকারিকের উপরে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে আমেরিকা। আর্থিক বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চেয়েই কি জুন্টা প্রশাসন সু কি'র প্রতি কিছুটা নরম মনোভাব দেখাচ্ছে? প্রশ্ন তুলছে ওয়াকিবহাল মহল।

অনেকটা সস্তা বাণিজ্যিক গ্যাস

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: মাসের শুরুতেই স্বস্তি। এক ধাক্কায় অনেকটা কমল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। মঙ্গলবার মাঝরাত থেকে দেশজুড়ে প্রায় ১০০ টাকা কমেছে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম।

অয়েল মার্কেটিং কম্পানিজ জানিয়েছে, দেশজুড়ে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার অর্থাৎ ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৯৯ টাকা ৭৫ পয়সা কমেছে। ফলে দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। দিল্লিতে দাম দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৬৮০ টাকা। কলকাতায় ১ হাজার ৮০২ টাকা ৫০ পয়সা, মুম্বইয়ে ১ হাজার ৮০২ টাকা ৫০ পয়সা এবং চেন্নাইয়ে দাম দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৮৫২ টাকা ৫০ পয়সা।

উল্লেখ্য, গত মাসে দেশজুড়ে ৭ টাকা বেড়েছিল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। তবে মে ও জুন পরপর দু'মাস পরপর কমেছিল সিলিন্ডারের দাম। এদিকে গত কয়েক মাস ধরেই রান্নার গ্যাস অর্থাৎ ১৪ কেজির সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। কলকাতা যার দাম ১ হাজার ১২৯ টাকা। সিলিন্ডার কিনতে পকেটে ছ্যাঁকা লাগছে মধ্যবিত্তর। সূত্রের খবর, এখনই ১৪ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানোর কোনও পরিকল্পনা তাদের নেই।

২ হাজার টাকার নোটের ৮৮ শতাংশই ফেরত এসেছে

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: বাজারে থাকা দু'হাজার টাকার নোটের ৮৮ শতাংশই ফিরে এসেছে। যার মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ ১৪ হাজার কোটি টাকা। দেশের শীর্ষ ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র তরফে জানানো হয়েছে তেমনটাই। বাজার থেকে ২০০০ টাকার নোট তুলে নেওয়ার কথা জানিয়ে গত ১৯ মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই)। সকলকে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেগুলি বদল করে নিতে বা অ্যাকাউন্টে জমা দিতেও বলা হয়েছিল। সেই সময়সীমা শেষ হতে এখনও মাস দুয়েক বাকি। তার মধ্যেই আরবিআই জানাল, বাজারে ছাড়া ২০০০ টাকার নোটের ৮৮ শতাংশ ইতিমধ্যেই তাদের কাছে ফেরত এসেছে। রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ১৯ মে পর্যন্ত বাজারে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার কোটি টাকা মূল্যের ২০০০ টাকার নোট চালু ছিল। যার মধ্যে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার কোটি ফিরে

জানাল আরবিআই

এসেছে আরবিআইয়ের হাতে। রিজার্ভ ব্যাংকের বিবৃতির পরে বিশেষজ্ঞদের আশা, বিভিন্ন ব্যাংকে নগদ জোগানের যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তার কিছুটা সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডায়নার মৃত্যুর ২৬ বছর পর প্রকাশ্যে ৬ ঘণ্টার টেপ

লন্ডন, ১ অগস্ট: ১৯৯৭ সালে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তিনি প্রয়াত হলেও আজও বাকিংহাম প্যালেসে আজও লেডি ডায়নার উপস্থিতি রয়েছে। নতুন করে ফের শিরোনামে তিনি। ব্রিটিশ রাজপরিবার সংক্রান্ত গবেষক সাংবাদিক কিন্সলে স্কফিল্ডের দাবি, ডায়নার সাক্ষাৎকারের একটি ৬ ঘণ্টার অতিরিক্ত টেপ পাওয়া গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই জল্পনা তুঙ্গে।

আজ থেকে প্রায় ২৬ বছর আগে ১৯৯৭ সালের ৩১ অগস্ট মারা যান ডায়না। কিন্তু এত বছরেও তাঁর উপর থেকে রহস্যের কুয়াশা সরেনি। এই পরিস্থিতিতে নয়া টেপ ঘিরে শোরগোল। আত্মজীবনীকার অ্যান্ড্রু মর্টনকে একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন ডায়না। সেই সাক্ষাৎকারেরই নতুন ৬ ঘণ্টার টেপ পাওয়া গিয়েছে। স্কফিল্ডের দাবি, 'পরিবারের সঙ্গে ডায়নার সম্পর্কে অনেক কিছু রয়েছে ওই টেপে।'

প্রসঙ্গত, পাপারাৎজিদের হাত থেকে বাঁচতে দ্রুতবেগে গাড়ি চলার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্যারিসের একটি টানেলেই দুর্ঘটনার শিকার হন যুবরানি। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তাঁর দেহরক্ষী ও চালক। শোনা যায়, ডায়নার খুব রাগ ছিল অভিজাত বংশের প্রতি। অনেক কথাই প্রকাশ্যে বলে দিতে চাইতেন তিনি। এখন জল্পনা, তেমন কিছু রয়ে গিয়েছে ৬ ঘণ্টার ওই টেপে।

E-TENDER

Sealed E-Tender vide NIT No. 02/Nalhati/2023-24 to NIT No. 19/Nalhati/2023-24 (Eighteen number) is hereby invited from the bonafide, resourceful and experience, Contractor for construction of Masonery Dug Well a) **Tender Value :** Rs. 3,43,071/- each **b) Last date of application :** 14.08.2023 up to 18.30 hrs. For details visit **www.wbtenders.gov.in**

Officer-in-Charge
WBCADC Nalhati-I Project

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ এলআরডব্লু_৪_বডিরিপেয়ার_ওয়াগন_২৩, **তারিখ** ৩১.০৭.২০২৩। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য দুই প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত বিডাররা তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না। **কাজের নাম ঃ** ওয়াগন গুলির বডি মেরামত (১৪৪০ভিইউ)। **বিজ্ঞপ্তিত মূল্যমান ঃ** ১১,৪৭,৩৭,৭৫৬.৫৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৭,২৩,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ সময় ঃ** ২১.০৮.২০২৩, বেলা ১২টা। **বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ** ০৭.০৮.২০২৩। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ সময় ঃ** ৩১.০৭.২০২৩, বেলা ১১.০৭ মিনিটে। (MISC-101/2023-24) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
দূরভাষ: ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmc.org.in দেখুন

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নং-WB-20/TN/ED/EOB/2023-2024 তারিখ-৩১.০৭.২০২৩

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি এর স্কুলে ২(দুই) সংখ্যক সিভিল কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেন। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স আপ টু ডেট, জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান কোয়ার্টার), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে।

বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখ : **৩১.০৭.২০২৩ সন্ধ্যা ৬.০০ টা থেকে**

বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ : **২১.০৮.২০২৩ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত**

অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://wbtenders.gov.in**

১০৫(৩)২৩-২৪ সেক্রেটারি
০১.০৮.২০২৩ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

আজারবাইজান থেকে মুসেওয়ালা খুনের মূল চক্রীকে প্রত্যর্পণ

বাকু, ১ অগস্ট: সিধু মুসেওয়ালা খুনের তদন্তে বড়সড় সাফল্য মিলল। মঙ্গলবার আজার বাইজান থেকে ভারতের হাতে প্রত্যর্পণ করা হল এই খুনের অন্যতম প্রধান চক্রী শচিন বিষ্ণোইকে। পঞ্জাবি গায়ককে খুন করার পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল শচিনের। তবে মুসেওয়ালাকে খুনের পরেই ভুয়ো পাসপোর্ট ব্যবহার করে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে পালায় সে। কয়েকদিন আগেই আজারবাইজানে আটক করা হয় তাকে। মঙ্গলবার দিল্লি পুলিশের বিশেষ দলের হাতে শচিনকে তুলে দেয় আজারবাইজান প্রশাসন। জানা গিয়েছে, রবিবারই আজারবাইজানে পৌঁছে যান দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেলের চার আধিকারিক। সেদেশের রাজধানী বাকু থেকেই শচিনকে তুলে দেওয়া হয় আধিকারিকদের হাতে। খুব তাড়াতাড়িই তাকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হবে বলে সূত্রের খবর। পঞ্জাবি গায়ক খুনের অন্যতম প্রধান চক্রীকে হাতে পেলে তদন্তে আরও গতি আসবে বলেই ধারণা বিশেষজ্ঞদের। প্রসঙ্গত, মুসেওয়ালা খুনে প্রধান অভিযুক্ত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ভাইপো হন এই শচিন।

২০২২ সালের মে মাসে দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যান সিধু মুসেওয়ালা। সেই ঘটনার কয়েকদিন পরেই দেশ ছেড়ে পালান শচিন। জানা গিয়েছে, দিল্লি বিমানবন্দরে ভুয়ো পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিদেশে চলে যান তিনি। ঘটনার এক বছরেরও বেশি সময় কেটে যাওয়ার পরে গত সপ্তাহে আজারবাইজানে শচিনের খোঁজ মেলে। তারপরেই ভারতের আধিকারিকদের জানানো হয় বিষয়টি। শচিনকে ভারতে ফিরিয়ে আনতে সেদেশে পৌঁছে যান দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা।প্রসঙ্গত, মুসেওয়ালা খুনের সঙ্গে যুক্ত থাকার বিষয়টি কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন মূল অভিযুক্ত লরেন্স বিষ্ণোই। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে সিধু মুসেওয়ালার খুনের সঙ্গে তাঁর যোগ কার্যত স্বীকার করে নিয়ে গ্যাংস্টার দাবি করেন, 'আমাদের এক ভাইকে খুন করেছে মুসেওয়ালা।' জেলবন্দি বিষ্ণোইয়ের দাবি ছিল, প্রতিশোধ নিতেই কানাডাবাসী গোল্ডি ব্রার ও শচিন বিষ্ণোই মিলেই সিধু মুসেওয়ালার হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। এবার শচিন বিষ্ণোইকে জেরা করে আরও তথ্য মেলার আশায় দিল্লি পুলিশ।

বল বদল ঘিরে তুমুল বিতর্ক, তদন্তের দাবি তুললো অজিরা

লন্ডন: বল বিতর্কে তোলপাড় ক্রিকেট দুনিয়া। ২-১ এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত ওভালের পঞ্চম টেস্টে হেরেছে। ঘরের মাঠে অ্যাসেজ ২-২ ড্র। কিছুটা হলেও সম্মান বাঁচাতে পেরেছে বেন স্টোকসের ইংল্যান্ড। কিন্তু বিতর্ক যা চেহারা নিয়েছে, তাতে বাইশ গজের দুই পুরনো শত্রু নতুন করে বাগযুদ্ধে মেতেছে। এই বিতর্কের কেন্দ্রে বল বদল। এই বিতর্ক জড়িয়ে ফেলেছে দুই আম্পায়ার কুমারা ধর্মসেনা ও জোয়েল উইলসনদেরও। পঞ্চম টেস্ট হেরে ক্ষুব্ধ অস্ট্রেলিয়া আবার নতুন দাবি তুলে দিয়েছে। প্রাক্তন থেকে শুরু করে টিমের ক্রিকেটার, সকলেই চটেছেন আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তে। এ বারের আসেজে শুরু থেকে অ্যাডভান্টেজ ছিল অস্ট্রেলিয়াই। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে অ্যাসেজ সিরিজে নামে তারা। প্রথম দুটি টেস্ট সহজেই জিতে নেয়। লিডস টেস্টে জিতে অ্যাসেজে প্রাণ ফেরায় ইংল্যান্ড। ম্যাঞ্চেস্টারে সিরিজের চতুর্থ টেস্টেও অ্যাডভান্টেজ ছিল বেন স্টোকসের

দল। যদিও বৃষ্টির কারণে সেই ম্যাচ ড্র হয়। অ্যাসেজ ধরে রাখে অস্ট্রেলিয়া। ওভাল টেস্ট জিতলে সিরিজও অস্ট্রেলিয়ার পক্ষেই যেত। চতুর্থ ইনিংসে তাদের সামনে লক্ষ্য ছিল ৩৮৪ রান। এই রান তোলা খুবই কঠিন। যদিও অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং জুটি ভরসা দেয়। চতুর্থ দিনের শেষে ১৩৫ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন ডেভিড ওয়ার্নার ও উসমান খোয়াজা। বিতর্ক ম্যাচের শেষ দিন।

পঞ্চম দিন অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ছিল আরও ২৪৯ রান। হাতে দশ উইকেট। দিনের শুরুতেই দুই সেট ওপেনার ওয়ার্নার ও খোয়াজাকে ফিরিয়ে অজি শিবিরে বড় ধাক্কা দেন ক্রিস ওকস। ম্যাচের চতুর্থ দিন বলের আকার নষ্ট হওয়ায় তা বদল হয়। ততক্ষণে ৩৭ ওভার খেলা হয়েছে। বদলে তেমনই একটা বল নেওয়ার কথা। যদিও অজি শিবিরের দাবি, বদলে যে বলটি নেওয়া হয়েছিল তা কার্যত নতুন। পঞ্চম দিনের শুরুতে সেই বল থেকে ইংল্যান্ড অনেক বেশি মুভমেন্ট আদায় করে নিতে পেরেছে। শেষ অবধি ম্যাচটি ইংল্যান্ড জেতে ৪৯ রানে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক তথা ধারাভাষ্যকার রিকি পন্টিং বলেন, 'যে বলটি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বদলে যেটি নেওয়া হয়েছে, দুটির মধ্যে কাছাকাছি কোনও মিল নেই। বল পরিবর্তনের সময় এই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া উচিত। যতটা সম্ভব সেই পুরনো বলটির সমতুল্য বলই নিতে হয়। ওদের কাছে হয়তো তেমন পুরনো বল ছিল না। যে কটি পুরনো বল ছিল, সেগুলো হয়তো অনেকটাই পুরনো তাই নেননি আম্পায়ার।'

বল বদলের ফলে পরিস্থিতিটাই যে বদলে গিয়েছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত পন্টিং। সে কারণেই তদন্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন। পন্টিং আরও যোগ করেন,'ম্যাচের নিরিখে এটি বড় মুহূর্ত। এটা নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত বলেই মনে করি। বক্সে কি একই কন্ডিশনের বল ছিল না, নাকি আম্পায়াররা নিজেদের পছন্দমতো একটা বল তুলে নিয়েছিল! বিষয়টি দেখা উচিত।' অজি ওপেনার উসমান খোয়াজা বলেন, 'আমাদের শুরুটা দারুণ হয়েছিল। ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত সেই বল বদল। আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনাকে প্রশ্নও করেছিলাম, ওদের কত ওভার পুরনো বল দিয়েছেন? আমার মনে হয়েছিল, খুব বেশি হলে ৮ ওভার পুরনো বল ছিল ওটা।'

'স্বপ্নের মতোই লাগছে'

আয়ারল্যান্ড সফরে ডাক পেয়ে উচ্ছ্বসিত রিঙ্কু

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ যেন গলি থেকে রাজপথে যাত্রা। রিঙ্কু সিংয়ের উত্থানকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়।

আয়ারল্যান্ড সফরের দল ঘোষিত হয়েছে। সেই সফরে দলে জায়গা পেয়েছেন রিঙ্কু সিং। বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান বলছেন, এ যেন স্বপ্নের মতো ব্যাপার। আমি এখনই জাগতে চাই না।

আয়ারল্যান্ড সফরে জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন জশপ্রীত বুমরাহ। এগারো মাস পরে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটেছে জাতীয় দলে। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে রয়েছেন রিঙ্কুও। তিনি বলছেন, দদুর্দান্ত এক অনুভূতি। ভাষায় আমি তা প্রকাশ করতে পারব না। একদম শূন্য থেকে আজ এই জায়গায় পৌঁছেছি। আমি আবেগপ্রবণ একজন। পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তার শেষে প্রতিবারই আমাদের কাঁদতে হয়েছে।দ কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে রিঙ্কু রয়েছেন ছ' বছর। আইপিএলের প্রথম তিন মরশুমে রিঙ্কু কোনও প্রভাবই ফেলতে পারেননি। মাত্র ৭৭ রান করেছিলেন। ২০২১ সালে একটি ম্যাচও খেলার সুযোগ পাননি তিনি। ২০২২ সালের আইপিএলের দ্বিতীয়ার্ধের কয়েকটি ম্যাচে দ্রুত রান তোলেন। কিন্তু আইপিএল ২০২৩ গেমচেঞ্জার রিঙ্কুর কাছে। ৪৭৪ রান

করেন তিনি। রিঙ্কু বলেন, ছ' বছর ধরে কেকেআর-এর সঙ্গে রয়েছি। গোড়ার দিকে কয়েকটা সুযোগ পেলেও সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। দলের সঙ্গে থেকে অনেককিছু শিখেছি শুরুর দিকে। অভিষেক নায়ার স্যরের কাছ থেকে অনেক শিখেছি। কঠিন পরিশ্রম এখন কাজে আসছে। দেশের হয়ে খেলতে চেয়েছিলেন রিঙ্কু। তিনি বলছেন, কোনও কিছু নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করলে দেখেছি তা সফল হয় না আমার ক্ষেত্রে। আমি বর্তমান নিয়ে ভাবনাচিন্তা করি। সবাই আমাকে পাঁচটা ছক্কা নিয়ে প্রশ্ন করে। জানতে চায় এর পিছনে প্ল্যানিং কী ছিল। সত্যি ঘটনা হল, কোনও প্ল্যানিং ছিল না। দিনটা আমার ছিল। প্রতিটা বল ঠিকঠাক ব্যাটে লেগেছিল। সবই ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল।

শুধু ভারত-অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড নিজেদের মধ্যে খেলে টেস্ট ক্রিকেট বাঁচবে না, সতর্কবাণী নাসের হুসেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটি উত্তেজনাপূর্ণ অ্যাশেজ সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ২-২ সমতায় শেষ হয়েছে। প্রথম দুই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে এবং শেষ দুই ম্যাচে ইংল্যান্ড জিতেছে। চতুর্থ ম্যাচটি ছিল ড্র। তা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং এবং ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেন বিশ্বাস করেন যে এই সিরিজ টেস্ট ক্রিকেটের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না। ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত অ্যাশেজ ২০২৩ সিরিজ শেষ হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং এবং ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেন টেস্টকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। ভারত, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই দুজন অভিজ্ঞ। তাঁরা বলেছেন টেস্ট ক্রিকেটকে বড় করতে সকলকে মিলে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে। বিশ্বের 'শীর্ষ তিন দল' অর্থাৎ ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতকে আরও প্রয়াস করতে হবে।

স্কাই স্পোর্টসে আলাপকালে নাসের হুসেন বলেন, 'টপ-থ্রি, ইংল্যান্ড, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দুটিতে তারা সফল হয়েছে। তারা সফল হতে থাকবে। সুতরাং তাদের তিনজনই আপনাকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তবে তাদের বাকিদের দিকেও নজর রাখতে হবে। এটা শুধু টপ-৩ এর কথা নয়।' প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক আরও বলেছেন, 'সব ঠিক আছে এবং আমি ধারাভাষ্যের সময় বলছি যে হেডিংলিতে আমার বড় মুহূর্ত। অ্যাশেজ বেঁচে আছে। টেস্ট ক্রিকেট বেঁচে আছে। বিশ্বের অন্যান্য অংশে তাকান, এটি এত জীবন্ত নয়। আমরা যা অর্জন করেছি এবং অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত যা অর্জন করেছে তার জন্য আমরা গর্বিত, তবে আমরা যদি ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সেটা দেখি যে তারা কী অর্জন করেছে, তাহলে কিন্তু বাকিটা নিস্তেজ হয়ে যাবে।'

নাসের হুসেনের এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পটিংও। তিনি বলেছেন, 'আমি মনে করি মৌলিক বিষয় হল প্রতিটি বোর্ড, প্রতিটি সংস্থা, প্রতিটি দলেরই এখানে যে স্তরের ক্রিকেট খেলা হয়েছে তা অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত যে বিষয়টি আপনি দেখতে চান না তা হল বিরক্তিকর টেস্ট ম্যাচ ড্র। টেস্টে বিরক্তিকর ড্র হওয়া উচিত নয়। এছাড়াও আমি মনে করি টেস্ট ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আপনি যদি চারটি ওয়ানডে খেলতে পারেন তবে আপনি একটি টেস্ট ম্যাচও খেলতে পারবেন। এরফলে প্রতিটি দল, প্রতিটি ক্রিকেটার, ক্যাপ্টেন ও কোচের এটা থেকে শেখার আছে। টেস্ট ক্রিকেটকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করতে তারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন এবং সঠিক খেলোয়াড় বেছে নিতে পারেন।'

'স্টোকস আবার মেসেজ পাঠালে, আমি ডিলিট করে দেব', বললেন মইন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেন স্টোকস অনুরোধ করেছিলেন। তাই অবসর ভেঙে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরেছিলেন মইন আলি। পাঁচ টেস্টের অ্যাশেজ ড্র করেছে ইংল্যান্ড। শেষ টেস্টে তিন উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে জয়ের রাস্তায় নিয়ে যান মইন আলি। সেই মইন আলিও টেস্ট থেকে বিদায় নিলেন। অ্যাশেজের আগে স্টোকস বার্তা পাঠিয়েছিলেন মইনকে। লিখেছিলেন, দঅ্যাশেজ?দ মইন অ্যাশেজে খেলেন। তাঁর জন্যই মূলত ইংল্যান্ড পঞ্চম টেস্ট জিতে সিরিজে সমতা ফেরায়। মইন সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, স্টোকস আবার আমাকে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে মেসেজ পাঠালে সেই মেসেজ আমি ডিলিট করে দেব। টেস্ট ক্রিকেটে আমার সময় শেষ। প্রত্যাবর্তন আমি উপভোগ করেছি। ৬৮টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন মইন। ২০৪টি উইকেটের মালিক তিনি। মইন আলি বলেছেন, বাজ ও স্টোকসের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করেছি। জিমি, ব্রড ছিল। আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের শুরুতেও ওরা ছিল। দুর্দান্ত এক অনুভূতি নিয়ে যাচ্ছি। বিদায় জানানোর আগে টেস্ট ম্যাচ জিতেছেন, জয়ের পিছনে তাঁর অবদানও রয়েছে। এমন মধুরেণ সমাপয়েৎ হয় নাকি!

ওডিআই বিশ্বকাপের পোস্টার রিলিজ আইসিসির, ট্রফি থেকে দূরে রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাকি আর মাত্র দু'মাস। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলা ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপ নিয়ে উত্তেজনা চরমে। সোমবার এই মেগা ইভেন্টের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল প্রকাশ করল পোস্টার। আইসিসি মেনস ক্রিকেট বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ১০টি দলের অধিনায়কদের ছবি। পোস্টারের একেবারে কেন্দ্রে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স এবং জস বাটলার। অস্ট্রেলিয়া পাঁচ বারের ওডিআই বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন এবং ইংল্যান্ড হল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। ট্রফির খুব কাছে তাঁরা। আয়োজক দেশ ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মার ছবি ট্রফি থেকে সামান্য তফাতে।

২০১৯ সালের বিশ্বকাপজয়ী ইংল্যান্ডের এখন ক্যাপ্টেন বদল হয়েছে। ইয়ন মর্গানের অবসরের পর ইংল্যান্ডের সীমিত ওভারের দায়িত্ব জস বাটলারের উপর। তাঁর বাঁ দিকে রয়েছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এরপর আফগানিস্তানের অধিনায়ক হাসমতুল্লা শাহিদী, শ্রীলঙ্কার দাসুন শনাকা এবং নিউজিল্যান্ডের টম ল্যাথাম। অন্যদিকে কামিন্সের ডান দিকে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন বাবর আজম, দক্ষিণ আফ্রিকার তেম্বা বাভুমা, বাংলাদেশের তামিম ইকবাল এবং জিম্বাবোয়েপ ক্রেগ এরভিন।

টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৫ অক্টোবর আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে আয়োজক ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে। এরপর ১৫ অক্টোবর (আইসিসি নিরাপত্তার কারণে তারিখ বদল করতে পারে) রয়েছে ভারত বনাম পাকিস্তান বহু প্রতিক্ষীত ম্যাচ। প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলা হবে ১৫ নভেম্বর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। পরদিনই দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটি রয়েছে ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়ামে। সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচের জন্য রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে। তিনটিই দিন রাতের ম্যাচ।

ইস্টবেঙ্গল দিবসে সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেলেন নাওরেম মহেশ সিং।

শুরুর আগেই দ্য হান্ড্রেড থেকে সরে দাঁড়ালেন আফগান তারকা স্পিনার রশিদ খান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে অন্যতম সেরা স্পিনার আফগানিস্তানের তারকা রশিদ খান। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের টি-২০ লিগ সহ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অত্যন্ত জনপ্রিয় বোলার তিনি। ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় দ্য হান্ড্রেড খেলার কথাও ঠিক ছিল তাঁর। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই এবার সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন রশিদ খান। এবারের দ্য হান্ড্রেডে ট্রেন্ট রকেটসের হয়ে খেলার কথা ছিল রশিদ খানের। তিনটি ম্যাচে অন্ততপক্ষে রকেটসের হয়ে খেলবেন বলে জানিয়েছিলেন রশিদ খান। তবে এবারের দ্য হান্ড্রেডের আসরে যে তিনি খেলবেন না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

সম্প্রতি মেজর লিগ ক্রিকেটে এমআই নিউইয়র্কের হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছিল রশিদ খানকে। মেজর লিগ ক্রিকেটের প্রথম ফাইনালেই দুরন্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন রশিদ খান। মাত্র ৯ রান দিয়ে নেন তিনটি উইকেট। ডালাসের ফাইনালে রশিদ খানরা মুখোমুখি হয়েছিলেন সিয়াটল অর্কাসের। দ্য হান্ড্রেড থেকে নাম প্রত্যাহারের পিছনে কারণ হিসেবে রশিদ খান নিজের চোটকেই দেখিয়েছেন। তবে নির্দিষ্ট করে কী চোট বা কী ধরণের চোট তা বলেননি তিনি বা তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি ট্রেন্ট রকেটস। ট্রেন্টব্রিজে এবারের দ্য হান্ড্রেডে সাউদার্ন ব্রেভসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে রকেটসের হয়ে খেলার কথা ছিল রশিদের। প্রথম তিনটি ম্যাচে রকেটসের হয়ে খেলার কথা ছিল রশিদের। এরপর তাঁর জায়গায় খেলার কথা ছিল নিউজিল্যান্ডের স্পিনার ইশ সোধির। এবার রশিদ না খেলার ফলে রকেটসের হয়ে প্রথম তিন ম্যাচে খেলবেন পাকিস্তানের বোলিং অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিম। চলতি বছরের শুরুতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুটি ওয়ানডেতে চোটের কারণে খেলতে পারেননি রশিদ খান। পিঠের চোটের কারণেই খেলা হয়ে ওঠেনি তাঁর। তাই অনেকেই মনে করছেন ডাক্তারদের পরামর্শেই বিশ্রাম নিচ্ছেন রশিদ খান। কারণ এরপরেই আফগানিস্তান, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ রয়েছে এবং সেখানে খেলবেন রশিদ খান। তারপরেই তারা এশিয়া কাপে খেলবে। এই দুটি সিরিজেই আফগানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যেতে পারে রশিদ খানকে।

গার্ড মুলারকে ছাপিয়ে গেলেন রোনাল্ডো, নতুন রেকর্ডের মালিক সিআর সেভেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিনি গোল করেন। তিনি ইতিহাস গড়েন। তিনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স ক্লাবে আল নাসের বনাম ইউএস মোনাস্টিরের বিরুদ্ধে ম্যাচে রোনাল্ডোর দল আল নাসের ৪-১ গোলে ম্যাচ জেতে। রোনাল্ডো দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন।

গত কয়েকটি ম্যাচে গোল পাননি রোনাল্ডো। হেড দিয়ে দুরন্ত গোল করে রোনাল্ডো রেকর্ড গড়লেন। ফুটবল ইতিহাসে হেড দিয়ে সবচেয়ে বেশি গোল করার মালিক এখন রোনাল্ডোই। ছাপিয়ে গেলেন জার্মান কিংবদন্তি গার্ড মুলারকে। হেড দিয়ে মুলার গোল করেছিলেন ১৪৪টি। রোনাল্ডোর

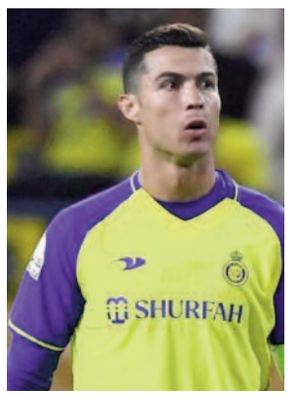

গোলসংখ্যা ১৪৫। হেড দিয়ে পেলে গোল করেছিলেন ১২৪টি। আল নাসেরের হয়ে প্রথম গোলটি করেন টালিস্কা। খেলার বয়স তখন ৪২ মিনিট। দ্বিতীয়ার্ধে ইউএস মোনাস্টির সমতা ফেরায়। আলি লাজামি আত্মঘাতী গোল করে বসেন। ৭৪ মিনিটে রোনাল্ডো ২-১ করেন। শেষ লগ্নে জোড়া গোল করে আল নাসের ব্যবধান বাড়ায়। ম্যাচ জিতে নেয় ৪-১ গোলে। রোনাল্ডো তাঁর গোলের ছবি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। লিখেছেন, দগুড উইন। গোল করতে পেরে ভাল লাগছে। আমাদের গ্রুপে শীর্ষে রয়েছি।দ এদিকে আল নাসের সই করিয়েছে ক্রোয়েশিয়ার মিডফিল্ডার মার্সেলো ব্রোজোভিচকে। বায়ার্ন মিউনিখ থেকে সাদিও মানেকে সই করাতে চলেছে আল নাসের।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**